বাধা মানে না, ভীষণ মৃত্যু-ভয়কেও সে বল অতিক্রম করে।

আমাদের প্রকৃতি দুই প্রকার—এক উচ্চ প্রকৃতি, এক নীচ প্রকৃতি। আমাদের আত্মাও আছে, শরীরও আছে। আমরা পৃথিবীর জন্য এবং অমৃত নিকেতনেরো জন্য। দেখ, বৃক্ষের মূল মৃত্তিকার মধ্যেই নিহিত থাকে, কিন্তু তাহার শাখা প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত হইয়া সূর্য্য-কিরণে প্রফুল্লিত হইতে থাকে। আমরাও দুই দিকে আছি, পৃথিবীর ভিত্তি-ভুমিতে আমাদের শরীর আবদ্ধ রহিয়াছে—পরমাত্মা রূপ সূর্য্যের দিকে আমাদের আত্মা প্রসারিত আছে। যুবা কালে যেমন আমরা পৃথিবীর যোগ্য হই-যেমন প্রফুল্লিত পুষ্প-লতার সঙ্গে আমাদের শরীর মন প্রফুল্লিত হয়; সেই রূপ আত্মাও ঈশ্বরের ভাবে উজ্জ্বল হইয়া নূতন শোভা প্রকাশ করিতে থাকে। এ দিকে সংসার, ও দিকে ঈশ্বর; ধর্ম্ম সন্ধি-স্থলে। ধর্ম্ম পৃথিবীর বন্ধু, ধর্ম্ম মৃত্যুর পরে পরকালের নেতা। ধর্ম্ম ইহ কালে রক্ষা করেন—ধর্ম্ম ধাত্রীর ন্যায় হস্ত ধারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান। সেই ধর্ম্মকে রক্ষা কর। "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।" আমরা কেবল বৃক্ষ লতার ন্যায় নয়, যে শরীরই আমারদের সর্ব্বস্ব। আমরা স্বাধীন পুরুষ। আমরা বিজ্ঞানাত্মা। আমরা সেই মহান্ জন্ম বিহীন অমৃত আত্মার পুত্র। আমারদের আকর ভুমি সেই পরমাত্মা। শরীর যদিও বৃক্ষের ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে—শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার অনন্ত যোগ। যৌবন কালের যে সকল বিষয় লালসা, যে সকল ভোগাভিলাষ, তাহা এক সময় থাকিবে না—যে সকল সুখ-প্রবৃত্তি, তাহার খর্ব্ব হইবে—ধন বিষয় লইয়া যে স্ফীত ভাব, তাহা অবসন্ন হইবে—শরীর জীর্ণ হইবে—আস্বাদ রসে রসনা সে প্রকার তৃপ্ত হইবে না—বিষয় সুখে সে প্রকার বোধ হইবে না, রিপু-সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এ সকলই ঘটিবে কিন্তু সে সময় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব অধিক হইবে, ধর্ম্ম কাষ্ঠাভাব ধারণ করিবে—আত্মা শরীর-পিঞ্জর অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে গমন করিবে। সুস্থ-শরীর জীব-সকল যেমন বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর জরা সহজেই প্রাপ্ত হয়; জরার পর ধর্ম্মাত্মা সেই রূপ সহজেই মৃত্যুর পর-পারে উত্তীর্ণ হয়েন। দন্ত-হীন শুক্ল-কেশ ধর্ম্ম-পরায়ণ বৃদ্ধ বিগত-যৌবন হইয়া যৌবনের সুখাভাবে সন্তাপ করেন না; কিন্তু আন্তরিক রিপুগণের উত্তেজনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া শান্ত হৃদয়ে ঈশ্বরেতেই পরিতৃপ্ত থাকেন। ইহার বিপরীত ভাব দেখ। যে যুবা পাপের দাস হইয়া আত্মার স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে, যথেচ্ছাচারী হইয়া কেবল আহার বিহারে চির যৌবন ক্ষেপণ করে; বৃদ্ধ বয়সে যখন তাহার শরীর ক্ষীণ হয়, ও ইন্দ্রিয় জীর্ণ হয়, প্রবল বিষয়-তৃষ্ণা তখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে না। তখন তাহার তৃষ্ণার আরো বৃদ্ধি হয়, পাপ-লালসা তাহার সকল শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে। তখন সেই অমিতাচারী বৃদ্ধের নরক সমান হৃদয়ে কি যন্ত্রণা। কোথায় সে উপদেষ্টা হইয়া শত শত যুবাকে ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিবে—কোথায় পিতার সমান হইয়া তাহাদের যথার্থ কল্যাণ অন্বেষণ করিবে, না তাহার অসাধু দৃষ্টান্তে সাধুর মনও বিচলিত হইয়া যায়, তাহার অশ্লীল পাপময় কথাতে পবিত্র স্থানও পাপালয় হয়। মনে করিয়া দেখ, তার কি নরক ভোগ। মনে কর এই প্রকার ভয়ানক অবস্থাতে তাহার

ভোগ-তৃষ্ণা পাপ-লালসা তেমনি রহিয়াছে—অথচ তাহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, আর কোন ইন্দ্রিয় নাই, যে সে তাহা চরিতার্থ করিতে পারে। সে সময়ে তাহার কি যন্ত্রণা! বিষয়-লালসাতে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, অথচ তাহার একটী লালসাও চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। একি ভয়ানক নরক-যন্ত্রণা! আবার মনে কর, আত্ম-গ্লানি আসিয়া তাহার হৃদয়কে শত গুণ বলে আক্রমণ করিল। একে বিষয়-কামনা ভোগের উপায় নাই—তাহাতে আত্ম-গ্লানির অসহ্য যন্ত্রণা। তাহার সেই নরকাগ্নির জ্বালা তখন কে নিবারণ করিবে? সে তখন আর অশ্ব রথ গজ নৃত্য-গাতে পরিবৃত নাই, যে আপনাকে ও আত্ম-গ্লানিকে ভুলিয়া থাকিবে। তাহার হৃদয়ের নরকাগ্নি তখন কে নির্ব্বাণ করিবে? হে পরমাত্মন্! এ প্রকার যন্ত্রণা যেন কাহারো না ভোগ করিতে হয়। আমরা যেন তোমার ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে পালন করিয়া তোমার নিকট নিরপরাধী থাকি। তোমার স্নেহ আমরা জানিয়াছি। পুণ্য স্থানেও তোমার করুণা, আনন্দ-শূন্য অন্ধকারাবৃত দেশেও তোমার করুণা। কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ হইলে যেমন তাহা ভস্ম হইয়া আপনাপনি শীতল হইয়া যায়; পাপীর হৃদয়ও যন্ত্রণাতে দগ্ধ হইয়া আবার তোমার করুণা-বারিতে তোমারই পথের ধূলি হইয়া আইসে। তোমার স্নেহ, করুণা, সকল সময়ে। আমরা জানিয়াছি যে তোমার মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস থাকিলে আর আমাদের কোন ভয় নাই। তোমার শরণাপন্ন হওয়াই সকল যন্ত্রণা নিবারণের এক মাত্র ঔষধ। হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের সহায় হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২৪১ সংখ্যক পত্রিকার ৭৪ পৃষ্ঠার পর।

আর্য্যগণ ভারত ভুমি প্রবেশ করিয়া প্রথমে সপ্তসিন্ধু (১) প্রবাহিত উত্তর পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। এই খানেই বেদোক্ত প্রাচীন ঋষিদিগের বহুবিধ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আর্য্য নরপতিদিগের যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটনা সকলের অধিকাংশই এই প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রাচীন সূক্ত সকলে এই অঞ্চলেরই নদ নদী ও নগরাদির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাল ক্রমে আর্য্যগণ আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষের আদিম বাসী অসভ্য দস্যু জাতিকে বশীভূত ও আয়ত্তাধীন করিয়াছিল এবং দস্যুগণও তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত ক্রমে মিলিত হইয়াছিল। বোধ হয় এই সকল পরাজিত দস্যু জাতি হইতেই শূদ্র বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল, কারণ মন্বাদি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শূদ্রদিগের যে রূপ বিবরণ লিখিয়াছেন এবং তাহাদের এক মাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া যে রূপ নীচ ও অপকৃষ্ট দাসত্ব কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ও অপর বর্ণত্রয় হইতে তাহাদের যে রূপ প্রভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা যে আর্য্য বংশীয় হইবেক ইহা সম্ভব হয় না। মনু সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে ভারত ভুমির অনেক প্রদেশ আছে, যাহাতে ব্রাহ্মণ নাই, কেবল শূদ্র ও নাস্তিকগণের বাস এবং যাহা শূদ্র নরপতি কর্ত্তৃক শাসিত। এই সকল প্রদেশে দ্বিজাতি বর্গ গমন ক-

(১) বেদে সপ্ত সিন্ধু শব্দ অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে পঞ্জাব অঞ্চলের সপ্ত নদীকে বুঝায়, যথা স্বরস্বতী নদী, সিন্ধু নদী ও তাহার শাখা শতদ্রু, বিপাসা, বিতস্তা।

রিবেক না। বেদে আর্য্য বংশীয়দিগের মধ্যে কোন অপকৃষ্ট শ্রেণীর কিছু মাত্র উল্লেখ না থাকাতে এবং শূদ্রদিগের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে শূদ্রজাতি আর্য্য বংশীয় নহে, তাহারাই ভারতবর্ষ বাসি দস্যু বংশোদ্ভব; আর্য্যগণ তাহাদের পরাজয় করিয়া আপনাদিগের দাসত্ব কর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিল। এই মতের পোষকতায় ইহাও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে বেদে দস্যুগণ কোন কোন স্থানে দাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২) এবং এই নাম অদ্যাপি কেবল শূদ্র বর্ণের প্রতি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আর্য্যদিগের মধ্যে কৃষিকার্য্য এবং অপরাপর সভ্য দেশ প্রচলিত শিল্পাদির প্রচার যে বহুকালাবধি হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা নগর সকল স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের প্রশস্ত ও সুদৃঢ় গৃহাদি ছিল, সুনির্ম্মিত দীর্ঘ বর্ত্ম ও পথি মধ্যে পান্থশালা ও গমনাগমনার্থ অশ্ব যোজিত সুসজ্জিত রথ সকল ছিল। বেদে নৌকা ও সমুদ্র যানের কথা উল্লিখিত আছে। ভুজ্য নামক রাজকুমার শত দণ্ড বিশিষ্ট এক নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন, পরে নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে অথবা অন্য কোন কারণ বশত বিপদ্ গ্রস্ত হওয়াতে অশ্বিনী কুমারদ্বয় কর্ত্তৃক কুমার উক্ত বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তুর্ব্বসু এবং যদু নামক অপর দুই ব্যক্তি সমুদ্রে বহুদূর গমন করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাদের কি উদ্দেশ্য ছিল এবং ইহারা অপর কোন দেশ আবিস্কার করিয়াছিল কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। বেদে অনেক ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন নরপতির উল্লেখ আছে, ইহাঁরা সৈন্য সমভিব্যাহারে অপরাপর নরপতির সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেন। যুদ্ধ বিগ্রহে ইহাঁদের একটি বিশেষ আমোদ ছিল। এই সকল যুদ্ধে রাজাদিগের সহিত রাজ পুরোহিতগণও যুদ্ধে মন্ত্রি রূপে গমন করিতেন এবং তাঁহারা আপন আপন ভূপতিগণের জয় প্রার্থনায় ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা করিতেন। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত সুদাস নৃপতির ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইনি এক কালে দশ জন রাজার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুরোহিতদ্বয় বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র এই যুদ্ধে তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন, রাজা ইন্দ্রদেবের সহায়ে শত্রু জয় করিয়া স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

বিৎপঞ্চো মা দক্ষিণতঃ কপর্দা ধিয়ং জিন্বাসো অভিহি প্রমন্দুঃ। উত্তিষ্ঠন্ বোচে পরি বর্হিষো নৄন্। ন মে দূরাদ্ অবিতবে বশিষ্ঠাঃ॥ দূরাদিন্দ্রমনয়ন্না সুতেন তিরো বৈশন্তং অতিপান্তমুগ্রং। পাশদ্যুম্নস্য বায়তস্য সোমাৎ সুতাদিন্দ্রো অবৃণীতা বশিষ্ঠান্। এবেন্নু কং সিন্ধুমে ভিস্তুতারেবেন্নু কং ভেদমেভির্জঘান। এবেন্নু কং দাস রাজ্ঞে সুদাসং প্রাবদিন্দ্রো ব্রহ্মণা বো বশিষ্ঠাঃ॥ যদ্ দ্যামিবেৎ তৃষ্ণজো নাথিতাসো অদীধয়ুর্দাশরাজ্ঞে বৃতাসঃ। বশিষ্ঠস্য স্তুবত ইন্দ্রো অশ্রোদ্ উরুং তৃৎসুভ্যো অকৃণোদ্ উ লোকং। দণ্ডা ইবেদ্ গো অজনাস আসন্ পরিচ্ছিন্না ভরতা অর্ভকাসঃ। অভবচ্চ পুর এতা বশিষ্ঠ আদিৎ তৃৎসূনাং বিশো অপ্রথন্ত॥

ঋগ্বেদ ৭ মণ্ডল ৩৩ সুক্ত।

দক্ষিণ কপর্দ্দ বিশিষ্ট শুভ্র বেশধারী ব্রতপরায়ণ বশিষ্ঠ আমাকে আনন্দিত ক-

---

(২) অভিবিশ্বা অভিযুজো বিষূচীরার্য্যায় বিশোঽবতারীর্দাসীঃ। ইন্দ্র জাময় উত যে অজাময়ো অর্ব্বাচীনাসো বনুষো যুযুজ্রে। ত্বমেষাং বিথুরা শবাংসি জহি বৃষ্ণ্যানি কৃণুহি পরাচঃ।

এই সমস্ত দ্বারা সর্ব্বত্র আর্য্যদিগের নিকট দাস জাতিকে পরাজিত কর। হে ইন্দ্র জাতিই হউক বা অপরিচিতই হউক, যাহারা আমারদিগকে আক্রমণ করিবে তাহাদের শক্তি হীন কর ও দূরীকৃত কর।

রিয়াছেন। উত্থান করিয়া আমি লোক দিগকে যজ্ঞ কুশের চতুঃপার্শ্বে আহ্বান করিতেছি; বাশিষ্ঠগণ যেন আমার দ্বার হইতে গমন না করে। তাহাদের অভিষবন দ্বারা তাহারা সোমপায়ী ভীষণ ইন্দ্র দেবকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। ইন্দ্র বযুত পুত্র পাশত্ন্যম্নের প্রদত্ত সোম রস পরিত্যাগ করিয়া বাশিষ্ঠগণের নিকট আসিয়াছেন, তাহাদের সহিত তিনি নদী পার হইলেন, তাহাদের সহিত তিনি ভেদকে নিহত করিলেন। হে বশিষ্ঠ তোমারই আরাধনায় ইন্দ্র দশ রাজার সহিত যুদ্ধে সুদাসকে রক্ষা করিলেন। যেমন লোকে তৃষ্ণাতুর হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি করে সেই রূপ তাহারা দশ রাজ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও ক্লিষ্ট হইয়াছিল। ইন্দ্র বশিষ্ঠের স্তব শ্রবণ করিলেন এবং তৃৎসুদিগকে (তৃৎসুগণ বশিষ্ঠের শিষ্য) প্রশস্ত অবকাশ প্রদান করিলেন। ক্ষুদ্র ভারতগণ পশু তাড়ন হেতু দণ্ডের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইল। বশিষ্ঠ অগ্রগামী হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তৃৎসুগণ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল।

পুরোহিতগণ যে রাজাদিগের যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, ইহার দৃষ্টান্ত বৈদিক সময়ের অনেক পরেও দেখা যায়। দৌত্য কার্য্যে পুরোহিতেরাই প্রেরিত হইতেন এবং ভূপতিগণের মধ্যে সন্ধি নিবন্ধনে ইঁহারা মধ্যস্থ হইতেন। বেদে ভূপতিগণের ধর্ম্মাধিকরণ যজ্ঞ শালা এবং আমোদ প্রমোদের নিমিত্ত নাট্যশালাদির উল্লেখ দেখা যায়। অপর জন সমাজের অমঙ্গল ও অনিষ্টকর ব্যবহারেরও অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা পথি মধ্যে চৌর ও দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগের সঞ্চার, দ্যূত ক্রীড়া, বেশ্যা, ক্রীত দাস এবং নপুংসকের কথা বেদের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। মদ্য পান অতিশয় বাহুল্য রূপে প্রচলিত ছিল। বেদে যে সোম রসের উল্লেখ প্রায় প্রতি সূক্তেই আছে, তাহা এক প্রকার তেজস্কর সুরা। বৈদিক ঋষিগণ এই সুরা সোম লতার রস হইতে প্রস্তুত করিতেন এবং তাহা পান করিয়া উল্লাসযুক্ত চিত্তে দেবতাদিগের স্তুতি বাদ করিতেন। প্রতি যজ্ঞেই প্রায় সোমরসের, আবশ্যক হইত। ইন্দ্র দেব সোম রসেই পরিতুষ্ট হইতেন এবং ঋষিগণ তাঁহাদিগের কামনা সিদ্ধ্যর্থ দেবতাদিগকে সোমাভিসবন প্রদান করিতেন। ঋষি অগস্ত্য এক স্থলে কোন সুরা বিক্রেতার গৃহে একটি মেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং কক্ষিবৎ ঋষি অশ্বিনী কুমারের নিকট শত ভাণ্ড সুরা প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দিত হইয়াছিলেন। নরপতিগণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক সুরা পানে প্রবৃত্ত হইতেন। সেকেন্দর সাহের সহিত যে সকল গ্রীক পণ্ডিত হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও হিন্দুদিগকে সাতিশয় পানাসক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বাস্তবিক হিন্দুদিগের মধ্যে সুরাপান যে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ অনেক প্রকারেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদিক সময়ের স্ত্রীজাতির বিষয় যতদূর জানা যায়, তাহাতে তাহাদের অবস্থা অনেকাংশেই উৎকৃষ্ট ছিল। নারী অগ্নির ন্যায় পবিত্র এবং গৃহ দীপ্তিকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋষিগণ স্বীয় পত্নীদিগের প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রকাশ এবং প্রীতি ভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা সস্ত্রীক হইয়া সমস্ত ব্রত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতেন (৩) এক্ষণ কার ন্যায় নারীগণ অন্তঃপুর রুদ্ধ থা-

(৩) বিশ্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবঃ। ঋগ্বেদ ১—১০১—৩
হে ইন্দ্র স্ত্রী পুরুষ তোমার শরণাপন্ন হইয়া তোমাকে স্তুতি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে।

জায়াপতী অগ্নিমাদধীয়াতাং। জায়াপতী একত্রে জজ্ঞেতে অগ্ন্যাধান করিবেক।

কিত না, তাহারা পর্ব্বাহে বা উৎসব কালে জন সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইত, যদিও স্ত্রীজাতির পক্ষে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল(৪) তথাপি তাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ ছিল না। আমরা গার্গীর এবং মৈত্রেয়ীর দৃষ্টান্তে ইহা বিশেষ রূপে দেখিতে পাই। তৎকালে বাল্য বিবাহের কুৎসিত অনিষ্টকর নিয়ম প্রচলিত ছিল না কিন্তু বেদে বহু বিবাহের দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা, ঋষি কক্ষিবৎ এক কালে এক ব্যক্তির দশটি কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই ভার্য্যা ছিল। অপর বেদে স্পষ্ট লিখিত আছে।

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্য্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত।

যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায় সেই রূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে; যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না সেই রূপ স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। বেদে সহমরণের বিধি আছে কি না এই বিষয় লইয়া কিছু কাল হইল পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল কিন্তু তাহার সুন্দর রূপে নিষ্পত্তি অদ্যাপি হয় নাই। আমাদের স্মৃতি শাস্ত্রকারেরা ঋগ্বেদ (৫) হইতে সহমরণ বিধায়ক যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই।

ইমানারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্নেঃ॥

ইহার অর্থ এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে "এই সকল নারী যাহারা অবিধবা সুপত্নী শোক এবং অশ্রু বিহীনা সুরত্না ইহারা অঞ্জন ও ঘৃত ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করুক।" কিন্তু মূলের সহিত ঐক্য করিলে দৃষ্ট হইবেক যে উক্ত শ্লোকটি অশুদ্ধ পাঠ মাত্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তে এই শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে কথিত শ্লোকের শেষে "যোনিমগ্রে" এই দুই পদ আছে কিন্তু আধুনিক স্মৃতি কারগণ প্রমাদ প্রযুক্ত হউক অথবা আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্তই হউক তৎ পরিবর্ত্তে "যোনিমগ্নেঃ" এই রূপ পাঠ প্রচার করিয়া প্রকৃত বেদার্থের বিপরীত ভয়ানক অর্থের সংঘটন করিয়াছেন। এই বিষয়ের নিঃসংশয় প্রমাণার্থ এই স্থলে উল্লিখিত সমস্ত সূক্ত উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইবেক যে ঋগ্বেদের কথিত শ্লোক কদাপি সহমরণ বিধায়ক নহে। অপর বৈদিক সময়ে মৃত সৎকার ও প্রেতক্রিয়া কি রূপ সম্পাদিত হইত, তাহারও বিবরণ এই সূক্তে জ্ঞাত হওয়া যাইবেক। ইহা যম তনয় শঙ্খশুক ঋষি কর্ত্তৃক পিতৃগণের উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে।

১। পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাং যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ। চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্॥

হে মৃত্যু! তুমি অন্য পথ দিয়া গমন কর যে পথ তোমার স্বীকার এবং দেবতাদিগের পথ হইতে ভিন্ন। তুমি চক্ষু ও শ্রবণ বিশিষ্ট, তোমাকে কহিতেছি তুমি আমাদিগের স্ত্রীপুং জাতীয় প্রজা অর্থাৎ সন্তানদিগকে হিংসা ও নষ্ট করিও না।

২। মৃত্যোঃ পদং যোপয়ন্তো যদৈত দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ। আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ॥

(৪) স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধূনাং ত্রয়ীন শ্রুতি গোচরা।

(৫) ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী নভবেৎ আত্ম ঘাতিনী।
ব্রহ্ম পুরাণ।

হে মৃত্যু-পথানুগামী অথচ দীর্ঘায়ুঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ! হে পূজনীয় এবং ধন ও সন্ততিতে আপ্যায়িত ব্যক্তিগণ! তোমরা পূত ও শুদ্ধ হও।

৩। ইমে জীবা বি মৃতৈরা বর্ত্তন্নভূদ্ ভদ্রা দেব হূতির্নো অদ্য। প্রাঞ্চো আগম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় প্রতরং দধানাঃ॥

এই জীব সকল মৃতদিগের হইতে পৃথক হউক। আমাদের প্রদত্ত দেবহূতি অদ্য মঙ্গলকর হউক। আইস সকলে পূর্ব্বদিগভিমুখী হইয়া আমোদ ও নৃত্য করিবার নিমিত্ত গমন করি, কারণ আমরা দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি।

৪। ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধানি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতং। শতং জীবন্ত শরদঃ পুরুচীরন্তর্মৃত্যুং দধতাং পর্ব্বতেন॥

আমি জীবদিগের নিমিত্ত (শিলাময়) পরিধি স্থাপন করিতেছি যে আর কেহ না তাহাকে অতিক্রম করে। এই পর্ব্বত পার্শ্বে মৃত্যুকে দূরে রাখিয়া তাহারা শত বৎসর জীবিত থাকুক।

৫। যথাহান্যনুপূর্ব্বং ভবন্তি যথা ঋতব ঋতুভির্যন্তি সাধু। যথা ন পূর্ব্বং ন পূর্ব্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ুংষি কল্পৈষাং॥

যেমন দিন সকল আনুপূর্ব্বিক আগমন করে, এক ঋতু অপর ঋতুর পশ্চাদ্গামী হয়, যেমন এক ব্যক্তি আর এক জনের অনুগমন করে, সেই রূপ হে ধাতা! আমার (জ্ঞাতিবর্গের) জীবন প্রবর্দ্ধিত কর।

৬। আ রোহতায়ুর্জ্জরসং বৃণানা অনুপূর্ব্বং য়তমানা যতিষ্ঠ। ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসেবঃ।

আয়ু বৃদ্ধি সহকারে বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপস্থিত হইয়া এবং যত্ন পূর্ব্বক অনুগামী হও এবং ত্বষ্টা দেবতা পরিতুষ্ট হইয়া তোমাদের দীর্ঘায়ু প্রদান করুন।

৭। ইমানারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু। অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে। (৮)

এই সকল নারী যাহারা অবিধবা, উত্তম পতি বিশিষ্টা, পুত্রবতী মাতা, অঞ্জন এবং ঘৃত ধারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করুক। অশ্রু বিহীন শোক বিহীন হইয়া ইহারা প্রথমে গৃহে আরোহণ করুক।

৮। উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি। হস্ত গ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূথ॥

হে নারী! উত্থান কর, জীব লোকে আগমন কর, তুমি গতাসু ব্যক্তির পার্শ্বে বৃথা নিদ্রিত রহিয়াছ, আইস, তোমার পাণি গ্রহণ কারী স্বামী কর্ত্তৃক তুমি পূর্ব্বে মাতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।

৯। ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়। অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বা স্পৃধো অভিমাতীর্জ্জয়েম॥

আমাদিগের সাহায্যের নিমিত্তে, বলের নিমিত্তে, এবং যশের নিমিত্তে মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিয়া আমি কহিতেছি, এখানে তুমি এবং আমরা রহিয়াছি; আমরা বীর সন্ততিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যেন অহংকৃত শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে পারি।

১০। উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাং। ঊর্ণম্রদা যুবতি র্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নিঋর্তেরুপস্থাৎ॥

(৮) সপ্তম শ্লোকের সায়নাচার্য্য যে টীকা করিয়াছেন তাহা পশ্চাতে প্রদত্ত হইল।

ইমানারীরিতি। অবিধবাঃ ধবঃ পতিঃ অবিগত পতিকাঃ জীবদ্ভর্ত্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নীঃ শোভন পতিকাঃ ইমানারীঃ নার্য্য আঞ্জনেন সর্ব্বতোঽঞ্জন সাধনেন সর্পিষা ঘৃতেন অক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশন্তু স্বগৃহান্ প্রবিশন্তু তথা অনশ্রবঃ অশ্রুবর্জ্জিতাঃ অরুদত্যঃ অনমীবাঃ অমীবা রোগস্তদ্বর্জ্জিতা মানস দুঃখ বর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্না শোভন ধন সহিতাঃ। জনয়ঃ জনযন্ত্যপত্যমিতি জনযো ভার্য্যাঃ। তা অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমতঃ এব যোনিং গৃহং আরোহন্ত আগচ্ছন্তু। দেবরাদিকঃ প্রেত পত্নী মুদ্দিশ্য নারীত্যনয়া ভর্ত্তৃসকাশাৎ উত্থাপয়েৎ। সূত্রিতঞ্চ।

বিশালা স্থমঙ্গলা মাতা পৃথিবীর নিকট গমন কর। তিনি বদান্য ব্যক্তির প্রতি উর্ণ সদৃশ কোমলা যুবতীর ন্যায়। অতএব তিনি যেন অসৎ ব্যক্তির নিকট হইতে তোমাকে রক্ষা করেন।

১১। উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবী মানিবাধথাঃ সুপায় নাস্মৈ ভব সুপঞ্চনা মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম উর্ণু হি॥

হে পৃথিবী! তুমি লঘু রূপে ইহার উপরে স্থিতি কর, ইহাকে পীড়ন করিও না, ইহার প্রতি দয়াশীলা হও, মাতা যেমন শিশুকে স্বীয় অঞ্চলে আচ্ছাদন করেন সেই রূপ ইহাকে আচ্ছাদন কর।

১২। উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সুতিষ্ঠতু সহস্র মিত উপহি শ্রয়ন্তাং তে। গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্ত বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র॥

পৃথিবী যেন লঘু অথচ অবিচলিত রূপে স্থিতি করে। সহস্র মৃৎরেণু যেন ইহার উপরে থাকে। এবং এই সকল আলয় যেন নিয়ত ঘৃত স্পৃক্ত থাকিয়া ইহাকে আশ্রয় প্রদান করে।

১৩। উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎ পরীমং লোগং নি দধন্মো অহং রিষং। এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ন্তু তেইত্রা যমঃ সাদন তে মিশেতু॥

আমি তোমার উপর মৃত্তিকা রাশী স্থাপন করিতেছি এবং এই মৃৎপিণ্ড স্থাপন করিতে যেন তোমাকে আঘাত প্রদান না করি, পিতৃগণ তোমার এই স্থূণা (স্তম্ভ) রক্ষা করুন এবং যম এস্থানে তোমাকে আশ্রয় প্রদান করুন।

১৪। প্রতীচীনে মামহশীষ্যাঃ পর্ণমিবা দধুঃ। প্রতীচীং জগ্রভা বাচমশ্বং রসনয়া যথা॥

নূতন দিবস আমাকে রক্ষা করুক, যেমন পর্ণ শরকে উর্দ্ধে রাখে। কিন্তু আমি বৃদ্ধ হইয়াছি অতএব স্বীয় বাক্য সংযত করি, যেমন রশ্মি দ্বারা অশ্বকে দমন করে।

উপরোক্ত সূক্তের ভাবার্থ বোধ গম্য করিলে অনায়াসে প্রতীতি হইবেক যে সপ্তম ঋকের যে রূপ অর্থ এখানে প্রদত্ত হইল, তাহাই প্রকৃত ও সম্পূর্ণ সংগত। ইহাতে শ্মশানস্থ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও পরিবারগণের শোক সম্বরণার্থ তাহাদের প্রতি প্রবোধ বাক্য সকল প্রয়োগ হইয়াছে। এই সূক্ত মৃত ব্যক্তির প্রেত ক্রিয়ানুষ্ঠান কালীন উচ্চারিত হইত, বাস্তবিক প্রাগুক্ত সহমরণ বিধায়ক শ্লোকটি যে কদাপি ঋগ্বেদের শ্লোক নহে তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। অপর এই সূক্তে ইহা দৃষ্ট হইবেক যে বৈদিক সময়ে মৃত ব্যক্তির সমাধি হইত। এই বিষয় বিশেষ রূপে পশ্চাতে বিবৃত হইবেক।

ঈশ্বরানুরাগ ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থ সাধুসঙ্গ বিধেয়।

(প্রেরিত)

মূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সহবাস করিলে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, আর প্রতি দিবস সাধু সঙ্গে সময় অতিবাহিত করিলে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় উত্তেজিত হইতে থাকে, ঈশ্বরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, পাপে যথার্থ ঘৃণার উদয় হয়, এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সবিশেষ উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি হয়। সাধু সঙ্গ আত্মোন্নতির প্রধান উপায়। আমরা যদি নিয়ত সাধু সঙ্গে থাকি, সাধু লোকদিগের কর্ম্ম সমুদায় অবলোকন করি, তাহা হইলে আমাদের আত্মা ক্রমশই উন্নত হইতে থাকে, ঈশ্বরের পথে গমন করিতে প্রাণগত চেষ্টা ও যত্ন উদ্ভূত হয়। সাধুসঙ্গে পাপ হ্রাস হইয়া— পাপ কামনা সকল দূর হইয়া ধর্ম্মের দিকে যথার্থই আমাদের মন ধাবিত হয়। সাধু লোকের সংসর্গে যেমন স্বভাব শুদ্ধ হয়,

দোষ দূর হয়, মলিনতা অন্তর হয় ; অসাধুর সহবাস গ্রহণ করিলে তেমনি স্বভাব মলিন হয়, আত্মা পাপাচারে রত হয় এবং অন্তরের পবিত্র ভাব সকল ক্রমশ শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে। আত্মা যদি সাধু সঙ্গ হইতে এক কালিন পরিচ্যুত হইয়া নিয়তই অসাধু সঙ্গে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পুণ্যের পবিত্র জ্যোতি কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না ; পাপের কঠিন তীব্রতাই তাহার নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে। সাধু সঙ্গ অবলম্বন করিলে পুণ্য যে কি রমণীয় বস্তু তাহা অনুভুত হয়। আহা! অসাধুর সঙ্গে আমারদের কি দুর্গতি আর সাধুর সঙ্গে সহবাসের কি বিমল আনন্দ।

হে মোহান্ধ ব্যক্তিগণ! তোমরা এক বার চিন্তা কর, তোমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি? তোমরা এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কি করিতেছ? তোমরা কি আহার নিদ্রা, ভয় ক্রোধেরই বশীভুত থাকিবে, রিপুগণের সেবায় জীবন যাপন করিবে? তোমাদের কি সেই স্বর্গীয় শাসন কর্ত্তার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবেক না? তোমরা কি শুদ্ধ পার্থিব সুখ উপার্জ্জন করিব বলিয়া আসিয়াছ। তোমাদের কি কোন উচ্চ ও মহৎ বিষয়ের অধিকার নাই?—দেখ বিষয় চির কালের নহে, তোমাদের শরীর চির দিন থাকিবেক না—আত্মাই চির দিন থাকিবেক। তবে আত্মা যাহাতে চিরদিন ন্যায় ও সত্য পথে থাকিতে পারে তাহার চেষ্টা কর। আত্মা অতি যত্নের ধন—আত্মাকে কখনই হীনাবস্থায় রাখিও না। সজ্জনের সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে উন্নত কর। মহত্তের সহবাসে ইহার যথার্থ অভাব সকল দূর কর, সেই পবিত্র মহান্ পুরুষের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত হও। যাঁহারা এই সংসারে তাঁর গুণ কীর্ত্তনে নিযুক্ত আছেন, যাঁহারা সংসারের সকল বিষয়েই তাঁর অধীন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন এবং তাঁর উদ্দেশে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহারাই সাধু। সাবধান যেন সেই সাধু মণ্ডলি হইতে কখনই বিচ্যুত না হও।

অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই সাধু সঙ্গ অবলম্বন করিবে। যদি আমরা প্রতি দিবস প্রাতঃকালে ও সায়ং কালে উপাসনা করি কিন্তু সমস্ত দিবস অসৎ সঙ্গে থাকিয়া অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকি, তবে তাহাতে কি হইবে। সমস্ত দিবস অসৎ লোকের সংসর্গে সহবাস করিয়া ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করত সন্ধ্যাকালে কি প্রাতঃকালে এক বার মৌখিক উপাসনা করিলে কি হইবেক। অন্তর শুদ্ধি হইল না, মন স্বার্থ সাধন পরিত্যাগ করিতে পারিল না, অতএব এমন উপাসনায় কি ফলোদয় হইবেক? দেখ, ঈশ্বরের সহবাসে যেমন সাধু ব্যক্তিদিগের আত্মা পবিত্র ও উন্নত হয়, সেই রূপ সাধু সঙ্গে অতিশয় মোহান্ধ ব্যক্তিও ক্রমে ধর্ম্মের পথে আগমন করে। সাধু সঙ্গের যে কি আশ্চর্য্য প্রভাব তাহা মনে ধারণ করা যায় না। যাহা সহস্র উপদেশে হয় না সহস্র পুস্তক পাঠে হয় না, তাহা সাধু সঙ্গের প্রভাবে সুসিদ্ধ হয়! সাধুগণের মুখ শ্রী সন্দর্শন করিয়া আত্মা আনন্দে পুলকিত হয়, মন উৎসাহে পূর্ণ এবং পুণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়। সাধুগণের গম্ভীর প্রকৃতি ও পরিশুদ্ধ আচার ব্যবহারে ঈশ্বরের পবিত্র ও সুন্দর স্বরূপ লক্ষিত হয়। যতই সাধু সঙ্গ অবলম্বন করি, সাধু সমাজে গতায়াত রাখি, ততই আপনার উন্নতি হইতে থাকে। যতই ব্যাকুল হৃদয়ে, কাতর অন্তরে ঈশ্বরের নিকট যাইতে ইচ্ছা করি, ততই আমাদের আশা পূর্ণ হইতে থাকে। অতএব সাধু সঙ্গ অবলম্বন কর, সাধু দৃ-

ষ্টান্ত দর্শন কর, ঈশ্বরের পথ অবলম্বন কর।

—০—

কামন্দকীয় নীতিসার।

নবম সর্গ।

রাজা অপেক্ষাকৃত বলবানের অভিযোগে বিপন্ন হইলে, যখন অন্য প্রতিকারের অসম্ভাবনা দেখিবেন, তখন কোন রূপ কালাতিপাত করিবার নিমিত্ত সন্ধি করিবেন। সন্ধি ষোড়শ বিধ; কপাল, উপহার, সন্তান, সঙ্গত, উপন্যাস, প্রতিকার, সংযোগ, পুরুষান্তর, অদৃষ্টনর, আদিষ্ট, আত্মামিষ, উপগ্রহ, পরিক্রয়, উচ্ছিন্ন, পরিভূষণ ও স্কন্ধোপনেয়। সমানে সমানে সন্ধির নাম কপাল, দান নিবন্ধন সন্ধি—উপহার, কন্যাদান পূর্ব্বক সন্ধি,—সন্তান, ও মিত্রতা পুর্ব্বক সন্ধি সঙ্গত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; এই সঙ্গত সন্ধি যাবজ্জীবন স্থায়ী, পরস্পরের স্বার্থ ও প্রয়োজন সমান হইলেই ইহা সংঘটিত হয় ও কি সম্পত্তি কি বিপত্তি কিছুতেই কোন কারণেই ইহার ভেদ হয় না, এই সন্ধি এমন উৎকৃষ্ট, যে কোন কোন সন্ধি কুশল সাধুগণ ইহাকে কাঞ্চন সন্ধি বলিয়া পরিকীর্ত্তন করেন। একটি মঙ্গল কার্য্য সাধনের উদ্দেশে যে সন্ধি সংঘটিত হয়, তাহার নাম উপন্যাস, পূর্ব্বে আমি ইহাঁর উপকার করিয়াছি, ইনিও আমার উপকার করিবেন, এই বলিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহার নাম প্রতিকার; এবং আমি ইহাঁর উপকার করিতেছি, ইনিও আমার উপকার করিবেন, এই রূপে, রাম ও সুগ্রীবের যে রূপ সন্ধি হইয়াছিল, তাহাকেও প্রতিকার বলে। যে কার্য্যের একটি মাত্র প্রয়োজন, সেই কার্য্যের উদ্দেশে যে সন্ধি দ্বারা পরস্পর একত্র হইয়া গমন করেন, তাহার নাম সংযোগ। আমাদের উভয়ের প্রধান যোদ্ধা দ্বারা কেবল আমার স্বার্থ সংসাধন করিতে হইবে, এই রূপ পণ করিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহার নাম পুরুষান্তর। তুমি একাকী আমার স্বার্থ সম্পাদন করিবে, এই রূপ পণ করিয়া শত্রু যদি সন্ধি করে, তাহাকে অদৃষ্টপুরুষ বলে। ভূমির এক দেশ পণ দিয়া যে সন্ধি হয়, তাহার নাম আদিষ্ট। আপনার সৈন্যগণের সহিত যে সন্ধি, তাহার নাম আত্মামিষ। প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত সর্ব্বস্ব দান পূর্ব্বক সন্ধি উপগ্রহ; কোষার্দ্ধ, স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন ধাতু অথবা অবশিষ্ট প্রকৃতি রক্ষার নিমিত্ত সমগ্র কোষ দান পূর্ব্বক সন্ধি পরিক্রয়; কেবল সারবতী ভূমি দান পুর্ব্বক সন্ধি,—উচ্ছিন্ন; সমগ্র ভূমির শস্য দান পূর্ব্বক সন্ধি পরিভূষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যাহাতে পরিচ্ছিন্ন শস্য সমুদায় স্কন্ধে করিয়া প্রদান করা হয়, তাহার নাম স্কন্ধোপনেয়। পরস্পরোপকার, মৈত্র, সম্বন্ধজ ও উপহার, সমুদায় সন্ধি এই চারিটির অন্তর্গত। আমাদের মতে এক মাত্র উপহারই সন্ধি, মৈত্র ভিন্ন আর সমুদায় সন্ধি উপহার সন্ধির অন্তর্গত। বলবান্ অভিযোক্তা যখন লাভ ব্যতিরেকে নিবৃত্ত হয় না তখন উপহার ভিন্ন আর সন্ধি নাই।

বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজনে পরিবৃত, লুব্ধ, লুব্ধজনে পরিবৃত, প্রজাগণের বিরাগ ভাজন, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, যাহার মন ও মন্ত্রণা অস্থির, দেব ও ব্রাহ্মণের নিন্দক, দৈব বিপদে বিপন্ন, দৈব পরায়ণ, দুর্ভিক্ষ ব্যসনযুক্ত, বলব্যসনে আচ্ছন্ন, বিদেশস্থ, বহু শত্রু যুক্ত, অসময় কর্ম্মা ও সত্য ধর্ম্ম বিহীন, এই বিংশতি জনের সহিত সন্ধি করিবেক না, প্রত্যুত যুদ্ধই করিবেক। প্রভাব হীন বালকের পক্ষে লোকে যুদ্ধ করিতে চায় না, যে ব্যক্তি স্বয়ং যুদ্ধ করিতে অশক্ত, তাহার নিমিত্ত কে যুদ্ধ করিবে; বৃদ্ধ ও দীর্ঘ রোগীর উৎসাহ শক্তি নাই, সুতরাং তাহারা উভয়ে স্বপক্ষ কর্ত্তৃকই পরাজিত হয়, সন্দেহ নাই। সমুদায় জ্ঞাতি যাহাকে বহিষ্কৃত করিয়াছে, স্বার্থ পরায়ণ জ্ঞাতিগণই তাহাকে সংহার করে, সুতরাং তাদৃশ শত্রু সুখচ্ছেদ্য সন্দেহ নাই। ভীরু ব্যক্তি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই অবসন্ন হয়। যিনি ভীরুজনে পরিবৃত, তিনি স্বয়ং ধৈর্য্যশালী হইলেও তাঁহার পরিবারগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। লুব্ধ ব্যক্তি স্বয়ংই সর্ব্বগ্রাস করেন, কাহাকেও কিছু বিভাগ করিয়া দেন না, সুতরাং অনুজীবীগণ তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করে না। যিনি লুব্ধ পরিবারে পরিবৃত, একমাত্র দান প্রভাবে তাঁহার পরিপারগণের সহিত ভেদ উৎপন্ন করিয়া তাঁহাকে সংহার করা যায়। প্রজাগণের বিরাগভাজন রাজাকে যুদ্ধ কালে প্রজাগণ পরিত্যাগ করে। অত্যন্ত বিষয়াসক্ত রাজার সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করা যায়। যাঁহার চিত্ত ও মন্ত্রণা অস্থির, তিনি মন্ত্রিগণের দ্বেষ্য, অব্যবস্থিত চিত্ততা নিবন্ধন মন্ত্রিগণ কার্য্যকালে তাঁহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকে। চিরকাল ধর্ম্মেরই প্রাধান্য, অতএব দেব ও ব্রাহ্মণের নিন্দক স্বয়ংই উচ্ছিন্ন হয়। দৈব বিপদে বিপন্ন ব্যক্তিও স্বয়ং বিশীর্ণ হইয়া যায়। কি সম্পত্তি কি বিপত্তি দৈবই সকলের কারণ, এই রূপ দৈব পরায়ণ ব্যক্তি ধ্যানাসক্ত হইয়া আপনার দ্বারা কোন চেষ্টা করেন না। দুর্ভিক্ষ বিপন্ন ব্যক্তি স্বয়ংই অবসন্ন হয়। বলব্যসন যুক্ত ব্যক্তির যুদ্ধ শক্তি থাকে না। বিদেশস্থ ব্যক্তি অল্প সৈন্য

পরিবৃত শত্রু কর্ত্তৃক সংহার প্রাপ্ত হয়; অপ্পবল কুম্ভীর জলমধ্যে গজেন্দ্রকেও আকর্ষণ করে। যাঁহার বহু শত্রু, তিনি শ্যেনগণের মধ্যে কপোতের ন্যায় ভীত হইয়া যে পথে যান, সেই পথেই আশু বিনাশ প্রাপ্ত হন। যিনি অসময়ে সৈন্য যোজনা করেন, তিনি সমরযোধীর হস্তে প্রাণত্যাগ করেন; বায়স আলোক শূন্য নিশীথ সময়ে পেচক কর্ত্তৃক নিহত হয়। সত্য ধর্ম্ম বিহীন ব্যক্তির সহিত কোন প্রকারে সন্ধি করিবেন না; সে ব্যক্তি অসাধুতা প্রযুক্ত শীঘ্রই সন্ধির অন্যথা করিয়া থাকে।

অনেক যুদ্ধ বিজয়ী ও অন্য সাত জনের সহিত সন্ধি—করা উচিত। ১ যিনি সত্যকে রক্ষা করেন, তিনি সত্য সন্ধির অন্যথা করেন না। ২ প্রাণ সংশয় হইলেও আর্য্য ব্যক্তি অনার্য্য হন না। ৩ অভিযুক্ত রাজা ধার্ম্মিক হইলে সকলেই তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া থাকে; প্রজানুরাগ ও ধর্ম্ম এই দুই কারণে এই ধার্ম্মিক রাজা নিতান্ত দুর্জ্জয় হইয়া থাকে। ৪ অনার্য্যের সহিতও সন্ধি করা কর্ত্তব্য, কেননা সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইলেই শত্রুকে উৎসাদিত করে এবং পরশুরামের ন্যায় মূল বিষয়েও অবস্থান করে না। ৫ বংশ সকল একত্রীভূত থাকিলে যেমন নিবিড় ও কন্টক সমূহে আবৃত হইয়া অন্যের অচ্ছেদ্য হয়, সেই রূপ যাহারা ভ্রাতৃগণে একত্র হইয়া আছে, তাহাদিগকে কেহই উচ্ছেদ করিতে পারে না। ৬ বলবান্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দুর্ব্বল যদি সর্ব্ব প্রকার যত্ন করেন, তথাপি সিংহ সমাক্রান্ত হরিণের ন্যায় অশরণ হন; সিংহ ঈষৎ নিয়মিত হইলেই মত্ত হস্তীকে সংহার করে, অতএব শুভার্থী ব্যক্তি বলবানের সহিত সন্ধি করিবেন; বলবানের সহিত যুদ্ধ করিবার দৃষ্টান্তও নাই; মেঘ কখনও প্রতিকূল বায়ুর নিকটগামী হয় না। ৭ নদী যেমন বিপরীত গামিনী হয় না, সেই রূপ যে ব্যক্তি বলবানের নিকট নত হয় ও অবসরে বিক্রম প্রকাশ করে, তাহার সম্পদ্ কখনও অন্যত্র যায় না। সকলেই সকল সময়ে সকল স্থানে, পরশুরাম সদৃশ অনেক যুদ্ধ বিজয়ীর প্রতাপে রাজ্য ভোগ করিতে পারে; অতএব যিনি অনেক যুদ্ধ বিজয়ীর সহিত সন্ধি করেন, অনেক যুদ্ধ-বিজয়ীর প্রতাপেই শত্রুগণ তাঁহার বশীভূত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সন্ধিতেও কদাপি বিশ্বাস করিবে না; পূর্ব্বে ইন্দ্র বৃত্রাসুরের নিকটে অনিষ্ট করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। রাজ্য হেতু পুত্রও বিকৃত হইয়া উঠে, প্রকৃত পিতাও বিকৃত হইয়া থাকেন; এই নিমিত্ত রাজ চরিত্র সাধারণ চরিত্র হইতে অন্যবিধ পদার্থ বলিয়া পরি কীর্ত্তিত হয়।

রাজা বলবান্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সমধিক যত্ন পূর্ব্বক দুর্গ মধ্যে অবস্থান ও আত্ম বিমুক্তির—নিমিত্ত আক্রমী অপেক্ষা বলবান্ ব্যক্তিকে আহ্বান করিবেন। ভরদ্বাজ বলেন, কেশরী যেমন করীকে আক্রমণ করে, সেই রূপ আপনার উৎসাহ শক্তি আলোচনা করিয়া বলবানের সহিত বিগ্রহ করিবে। এক মাত্র সিংহও সহস্র হস্তীকে সংহার করে; অতএব সিংহবৎ আপনার উদগ্রতা অবলোকন করিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। যে ব্যক্তি সসৈন্য বল ও বিক্রম সহকারে বলবানকে নিহিত করে, অপর তাহার প্রতাপ সিদ্ধি বিষয়ে শত্রু হইয়া থাকে। যুদ্ধে বিজয় লাভ সন্দেহাস্পদ হইলে সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করিবেন; সংশয়িত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না ইহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন। যিনি সমধিক উন্নতি কামনা করেন, তিনি সেই উন্নতির উদ্দেশে যুদ্ধে সমকক্ষ ব্যক্তির সহিতও সন্ধি করেন, কেন না আমঘটদ্বয় পরস্পরের প্রতিঘাতে পরস্পরকেই ভগ্ন করিয়া থাকে। অতএব কখন কখন যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সমবীর্য্য সুন্দ ও উপসুন্দ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া উভয়েই বিনষ্ট হইয়াছে। যেমন হিম বিন্দু ও জলবিন্দু ভূমিতলে পতিত হইবার সময়ে ক্লেশকর হয়, সেই রূপ দুর্ব্বল ও সুসন্ধ শত্রুও বিপদে পতিত হইবার সময় উৎপীড়ন করিয়া থাকে। দুর্ব্বলের সহিত সন্ধি করিবেন না, তদ্বিষয়ে অসন্ধির হেতু আছে? নিস্পৃহ হইয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাকে প্রহার করিবেন। বলবানের সহিত সন্ধি করিয়া তাহার আশ্রয় লইয়া এমন সুন্দর রূপে তাহার অনুগত হইবে যে যাহাতে তাহার বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। তাহার নিকটে বিশ্বাসী হইয়া নিরন্তর উদ্যম ও আকার ইঙ্গিত গোপন পূর্ব্বক কেবল প্রিয় সম্ভাষণ করিবেন, কিন্তু যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবশ্যই করিবেন। বিশ্বাসেই প্রিয় হয় এবং বিশ্বাসেই কার্য্য পায়। ইন্দ্র বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়াই দিতির গর্ভ বিনষ্ট করিয়া ছিলেন। প্রথমে শত্রু পক্ষীয় যুবরাজের বা প্রধান পুরুষের সহিত সন্ধি করিবেন পরে তাহাদের প্রতি অভি যোক্তার কোপ জন্মাইয়া দিবেন। অনন্তর বদান্যতা ও আত্ম কৃত লেখা উভয়ের সাহায্যে প্রধান পুরুষকে দূষিত করিবেন। স্বপক্ষে যাহাঁর বিশ্বাস, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপে তাহাঁর অমাত্যকে দূষিত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবেন, অথবা বৈদ্য বিশেষ দ্বারা বিষ প্রদান পূর্ব্বক শত্রুতা সাধন করিবেন, পরে সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন; ফলতঃ অগ্রে অনুসরণ পূর্ব্বক শত্রুতা

সাধন করিবেন, পশ্চাৎ ক্রোধ অবলম্বন করিবেন।

যাঁহারা সৎকার্য্যের আদর করেন, তাঁহারা যুদ্ধে ক্ষয়, ব্যয়, আয়াস ও বধাদি দোষ নিরীক্ষণ করিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন পীড়া গ্রহণ করেন, তথাপি যুদ্ধ ইচ্ছা করেন না, কেননা তাহা বহু দোষের আকর। আত্মা, সৈন্য, সুহৃদ্ ও ধন ইহ লোকে ক্ষণ-মাত্রই বৃথা হইয়া যায় এবং মুহুর্মুহু আকুলীভূত হয়, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি অত্যন্ত যুদ্ধাসক্ত হইবেন না, মুর্খ না হইলে কোন্ ব্যক্তি সুহৃদ্, ধন, রাজ্য, আত্মা ও কীর্ত্তিকে যুদ্ধে সন্দেহ দোলায় অবলম্বিত করে? অভিযুক্ত হইলে সন্ধি লাভের ইচ্ছু হইয়া সীমান্তে উপস্থিত সন্ধি হীন অরি সৈন্যগণকে সাম, দান ও ভেদ দ্বারা সন্তাপিত করিবেন। ধীর ব্যক্তি সুসংহত সেনা দ্বারা সুন্দর রূপে রক্ষা বিধি সম্পাদন করিয়া বিচরণ করিবেন এবং যে শত্রু কর্ত্তৃক সন্তাপিত হইয়াছেন, তাহাকে সন্তাপিত করিবেন; সন্তাপদাতা সন্তাপিত ব্যক্তির নিকটেই সন্তাপ পান: ও বিজয়শীল ভূপতিগণ পূর্ব্বতন সন্ধি-তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ, কার্য্য গৌরব পর্য্যালোচনা করিয়া সন্ধি বিষয়ে এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন।—

উন্নতি ও পরিবর্ত্তন।

২৩৮ সংখ্যক পত্রিকার ৩৫ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল আত্ম-প্রত্যয়। ধর্ম্ম-বিষয়ক সকল সত্যেরই মূল আত্ম প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সকল জাতিরই ধর্ম্ম আত্ম প্রত্যয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং পরিশেষে আত্ম প্রত্যয়ের প্রশস্ত সুদৃঢ় ভূমিতে সংমিলিত হইবেক। পৃথিবীতে নানা প্রকার মতের উদ্ভব হইতেছে, নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু যে সকল মত আত্ম প্রত্যয় বিরুদ্ধ, তাহারা কদাপি চির স্থায়ী হইতে পারে না, তাহারা সন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণ রঞ্জিত মেঘমালার ন্যায় বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া পরিশেষে বিলীন হইয়া যায়। বাস্তবিক এক্ষণে প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে ধর্ম্মের মূলীভূত সত্য সকল মনুষ্যের মনে নিহিত আছে, তাহা আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ, সুতরাং সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই সামান্য রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু অনেকে এরূপ আপত্তি করিয়াথাকেন যে মনুষ্যের আত্ম প্রত্যয় স্বাভাবিক সাতিশয় ক্ষীণ এবং তাহাতে ধর্ম্ম-বিষয়ক যে সকল সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সুস্পষ্ট রূপে আত্মাতে প্রকাশিত হয় না, সুতরাং মনুষ্য তাহাকে প্রকৃত রূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই হেতু তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে যে সকল জাতির মধ্যে আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহারা নানা প্রকার ভ্রমের বশীভূত হইয়া নানা প্রকার মতাবলম্বী হইয়াছে, অতএব কেবল সহজ জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্মের প্রকৃত পথ অবলম্বন করিতে পারে না, শাস্ত্রের আবশ্যক, ধর্ম্ম বিষয়ক সত্যাসত্য কেবল ঈশ্বর প্রেরিত আপ্ত বাক্য দ্বারাই নিঃসংশয়ে অবধারিত হইতে পারে। যাঁহারা আত্ম প্রত্যয়ের প্রতি এই রূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, বোধ হয় তাঁহারা মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতি বিশেষ রূপে আলোচনা করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে মনুষ্যের যে জ্ঞান স্বভাব সিদ্ধ, তাহা সকল মনুষ্যেরই মনে সমান রূপে প্রস্ফুটিত হইবেক, কিন্তু মনের এ প্রকার প্রকৃতিই নহে। মানসিক সকল প্রবৃত্তিই ক্রমে চালনা সহকারে পরিণত হয়; সেই চালনা ও শিক্ষার আবশ্যক। ধর্ম্ম বিশয়ক সত্য আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ বলিয়া যে সকলের মনে তাহা স্বভাবত সমান রূপে প্রস্ফুটিত হইবেক, ইহা সম্ভব নহে। গণিত শাস্ত্রের মূলীভূত সত্য সামান্যত সকলেই জ্ঞাত আছে, কিন্তু তাহাতে সকলেই ভাস্করাচার্য্য ও ইউক্লিডের তুল্য ক্ষেত্র তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারিবেক ইহা সম্ভব নহে। অপর বুদ্ধির ভ্রম ও জ্ঞানের স্বল্পতা প্রযুক্ত আত্ম প্রত্যয়ের উপদেশও অনেক স্থলে বিকৃত রূপ ধারণ করে। অসভ্যাবস্থায় লোকের আত্ম প্রত্যয় নানা প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহার বিমল সত্যের প্রতিভা প্রকাশ পায় না। আত্ম প্রত্যয় হইতে সর্ব্বারাধ্য সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অজ্ঞ লোকে জগতের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া প্রভাব শীল সূর্য্য, প্রচণ্ড বেগবান্ বায়ু ও অপরাপর ভৌতিক পদার্থে সেই ঈশ্বরের ভাব আরোপ করিয়া তাহারই অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি ও সদ্ বিদ্যার প্রচার দ্বারা এই সকল ভ্রম দূরীভূত হইয়া আত্ম প্রত্যয়ের প্রকৃত মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া যায়। যাঁহারা ঈশ্বর প্রেরিত শাস্ত্রের পক্ষে, তাঁহারা কহেন যে মত ভেদ খণ্ডন সংশয় ছেদ এবং ঐকমত্য সম্পাদনার্থ শাস্ত্রের আবশ্যক, কিন্তু তাঁহাদের এই মত বস্তুত ভ্রান্তি মূলক। এক বাইবল হইতে কত প্রকার মত উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা স্থির করা যায় না, অথচ তাহা আপ্ত বাক্য বলিয়া কেহ কেহ গ্রহণ করে, সুতরাং তাহাতে ঐকমত্য স্থাপন না হইয়া নানা প্রকার বিসম্বাদ উপস্থিত হইতেছে।

খ্রীষ্টিয়ানেরা কহিয়া থাকেন যে বায়বল শাস্ত্রের সৃষ্টি না হইলে লোকে সত্য ধর্ম্মের আলোক

কদাপি প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু আমাদিগের ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে বায়বলে যে সকল সত্য নিহিত আছে, তাহা বায়বলে উক্ত হইয়াছে বলিয়া কি লোকে শিরোধার্য্য করে, অথবা আমাদিগের হৃদয় স্বভাবতই সেই সকল সত্যে সায় দেয়? সে সকল সত্য কি অন্য কোন গ্রন্থে থাকিলে কেহ মান্য করিত না? বাস্তবিক ধর্ম্ম বিষয়ক সত্যের কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা শিক্ষা দ্বারা কেবল উদ্দীপ্ত হয়। বায়বলে আছে বলিয়া আমরা কোন সত্যের আদর করি না, সত্যের মাহাত্ম্য সত্যেতেই আছে, এবং যাহা অসত্য ও অলীক তাহা সহস্র শাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও কদাপি আদরণীয় হইতে পারে না। বায়বলের পুরাতন খণ্ডে দাসত্বের বিধান দৃষ্ট হয়,কিন্তু কোন্ খ্রীষ্টিয়ান তাহা এক্ষণে গ্রহণ করিবেন? কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মগণ যে ঈশ্বর প্রেরিত শাস্ত্রের অপ্রয়োজন জ্ঞান করে, ইহা তাহাদের অজ্ঞতা ও অহংকারের চিহ্ন মাত্র। কিন্তু এই কথাটি নিতান্ত অন্যায়, ব্রাহ্মগণ এ প্রকার অভিপ্রায় কোথাও ব্যক্ত করেন না। ঈশ্বর যদি কৃপা করিয়া মনুষ্যকে তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার আদেশ ব্যক্ত করেন, তবে মনুষ্য কি তাহা গ্রহণ করিবেক না? তিনি যদি স্বীয় সন্তানগণকে সত্যের আলোক প্রেরণ করেন, তবে কি তাহারা তাহা হইতে বিমুখ হইবেক? কিন্তু ব্রাহ্মগণ ইহাই বলিয়া থাকেন যে মনুষ্য রচিত গ্রন্থ যাহাতে স্পষ্টই নানা প্রকার ভ্রম ও প্রমাদ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা আপ্ত বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাহা কতদূর আপ্ত এবং কত দূর মনুষ্য কৃত, তাহা নিরূপণ হইবার সম্ভবনা নাই। সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ক সকল সত্যের শেষ পরীক্ষা কেবল আত্ম-প্রত্যয় দ্বারাই হইতে পারে। এই মতে যে কোন গ্রন্থে আত্ম-প্রত্যয়ের অনুমোদিত সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আমাদের গ্রহণীয় ও আদরণীয়। আমরা সকল শাস্ত্র হইতেই সত্য সংকলন করিতে পারি; সত্য মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি, যাঁহারা প্রকৃত সত্যের মাহাত্ম্য জানিয়াছেন, তাঁহারা সে সত্য রূপ রত্ন যেখানে প্রাপ্ত হন, সেই স্থান হইতেই গ্রহণ করেন এবং সেই সত্যের অনুরোধে যদি পূর্ব্বমত পরিহার করিতে হয়, তাহাও স্বীকার করেন। বাস্তবিক পরিবর্ত্তন কদাপি নিন্দনীয় নহে, যদি তাহা উন্নতির পথে লইয়া যায়।

—০—

কটক-ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা।

হে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কর্ত্তা পরম পিতা পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। অবনি মণ্ডলে একবার চক্ষু উন্মীলন করিলে তোমার অপার মহিমা ও করুণা কেমন সুন্দর রূপে প্রকাশ পায়! তখন কোন্ রসনা তোমাকে ধন্য বাদ না করিয়া স্থির থাকিতে পারে? ভ্রাতৃগণ! আমরা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতেছি, কেবল বৃথা আমোদ প্রমোদে, অস্থায়ি সুখেচ্ছায় ও লোক সমাজে মান্য হইবার জন্য কত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতেছি, কিন্তু যিনি আমাদের জন্ম দাতা, যাঁহর কৃপায় আমরা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি, তাঁহার সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিবার জন্য যত্ন করা দূরে থাকুক, একবার তাঁহাকে একান্ত চিত্তে স্মরণ করা কেমত ভার বোধ হয়, সপ্তাহের মধ্যে যে দুই ঘন্টা কাল কায়মনো বাক্যে তাঁহার আরাধনায় মনকে নিয়োগ করিব, তাহাও কি এত কঠিন ব্যাপার বোধ হয়? হে পিত! এমত অনিষ্ট কর কর্ম্ম করিয়াও যে আমরা এপর্য্যন্ত নাশ প্রাপ্ত হই নাই,ইহা কেবল তোমার কৃপা মাত্র। হে ভ্রান্ত মন! আর কত কাল, মায়া নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে সেই পতিত-পাবনকে ভুলিয়া থাকাই কি তুমি শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছ? হায় হায় একি ভ্রম!

জগদীশ্বর! আমাদের কি সাধ্য যে তোমার ক্ষমতা ও তোমার মহিমা বর্ণন করিতে পারি, পৃথিবীর যে কোন স্থানে ও যে কোন বস্তুতে নেত্র পাত করি, কি নির্জ্জন বনে, কি সজন নগরে, কি নিবিড় কাননে, কি মনোহর পুষ্পোদ্যানে, কি গম্ভীর সমুদ্রে, কি ক্ষুদ্র স্রোতে, সর্ব্বত্রই কেবল তোমারি ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে এবং তোমারি মুখজ্যোতি সর্ব্বস্থানেই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এই পৃথিবীতে অসংখ্য বস্তু আছে, তাহাতে আমরা কত প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যে সেই সকল বস্তুর প্রদাতাকে অতি অল্প লোকেই স্মরণ করে,কয় ব্যক্তি বা সম্পদ কালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকে। বিপদকে জ্ঞান শিক্ষার এক প্রধান গুরু বলিতে হইবেক। মনুষ্য যখন কোন ঘোর বিপদে পতিত হয়, তখন কে না তোমার শরণাপন্ন হয়, কোন্ রসনাই বা তখন উচ্চৈঃস্বরে এই বাক্য উচ্চারণ না করিয়া থাকে যে হে জগদীশ্বর! আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর,—তুমি কি সেই ভয়ঙ্কর সময়ে তোমার বিপদগ্রস্ত সন্তানকে রক্ষা কর না? সম্পদ কালে তোমাকে স্মরণ করে নাই বলিয়া কি তুমি তখন তাহার প্রতি বিমুখ হও? তুমি তৎক্ষণাৎ তোমার আপদগ্রস্ত সন্তানকে বিপদ

হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আপনার নিরাপদ ক্রোড় বিস্তার করিয়া তাহাকে স্থান দান কর এবং তাহার দুখাঃনল শান্তি শলিল দ্বারা নির্ব্বাণ কর। হায়! এমন দয়ালু পিতাকে ভুলিয়া আ-মরা কি রূপে জীবন যাপন করিতেছি—ধন্য ধন্য জগদীশ! অপার তোমার মহিমা, অনন্ত তোমার লীলা! যাবৎ জীবন তোমার মহিমা ও করুণা বর্ণন করিলেও তথাপি তাহার শেষ হয় না। হে প্রভু! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া এই প্রার্থনা করি যে তোমার নিকট প্রতি নিমেষে যে সকল অপরাধ করিতেছি, তাহা মার্জনা কর এবং যে জ্ঞান দ্বারা তোমাকে জানিতে পারি, তাহা প্রদান কর ও যে নিমিত্তে আমাদিগকে এই অবনিতে প্রেরণ করিয়াছ, সেই কর্ম্ম সমাধা করি-বার জন্য বল ও জ্ঞান প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০ঃ০—

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক রবিবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘন্টার সময়ে বেহালাস্থ সমাজ মন্দিরে দশম সাম্বৎ-সরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী উমেশচন্দ্র হালদার।
সম্পাদক।
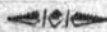
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ প্রথমাবধি চারি বৎসরের পত্রিকা পুস্তক, যাহা প্রথমে ২০, পরে ৩০, শেষে ৪০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহার এক খণ্ড সম্প্রতি বিক্রেয় উপস্থিত হইয়াছে, মূল্য ৫০ টাকা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয় সমাজের কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

—০—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৫ শকের ভাদ্র মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	৬১৯৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩০৫।৴
	৯২৪৸৫
ব্যয়	৫১১।৶১৫
সম্পাদকের হস্তে	৪১৩।১০

এতদ্ভিন্ন

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	১৬৶৫
কোং কাগজ	১০০০

—০—

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র	২৫
" মদনমোহন সেন	৮
" তারকনাথ দত্ত	৬
" প্রসন্ন কুমার দত্ত	৪
" কাশীনাথ দে	২
" উমাকান্ত সেন	২
" সাগরলাল দত্ত	১
" শ্রীনাথ দাস	১
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" ভোলানাথ চৌধুরী	১
" দীনবন্ধু গুপ্ত	১
" প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত	১
" মহাতাপচন্দ্র চন্দ্র	১
" নবীনচাঁদ বড়াল	১
" বিজয় গোপাল মিত্র	৸০
	৫৫৸০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪
" সাগরলাল দত্ত	৬
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪
" উপেন্দ্র মোহন ঠাকুর	৩
" রামচন্দ্র ঘোষাল	২
" জয়গোপাল সেন	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
	৩১

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক	৫
" বিষ্ণু চন্দ্র ঘোষ	৪
" শ্রীরাম পালিত	২
" গিরিশচন্দ্র মিত্র	১
	১২

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ দান।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক	৫

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত দিননাথ দত্ত	১
" বল্লভীকান্ত ভট্টাচার্য্য	॥০
	১॥০
দানাধারে প্রাপ্ত	১॥৴৫
	১০৬৸৴৫
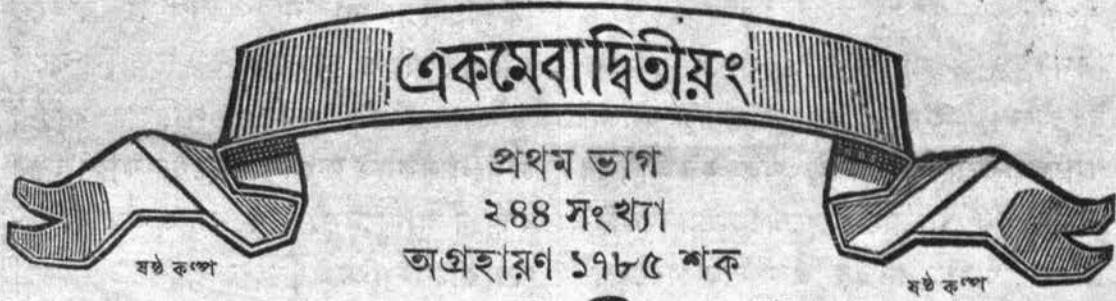
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দুঃখমাপতিতং সহেৎ।

সংসারের সকল অবস্থাতেই দুঃখ ও বিপদ মনুষ্যকে আক্রমণ করে; জীবনের প্রতি পদেই কোন না কোন দুর্ঘটনা ও অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে চির জীবন তাঁহার স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবেক। গ্রীক ইতিহাসে ইহা কথিত আছে যে ক্রীশস নামক কোন নরপতি বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত সোলনকে স্বীয় অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন ও প্রতাপের পরিচয় প্রদান করিয়া গর্ব্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সোলন! তুমি পৃথিবী মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে সুখী বল। ইহাতে সোলন উত্তর করিলেন, মহারাজ! মনুষ্যের মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিলে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। সোলনের এই বাক্যের সত্যতার প্রমাণ উক্ত নরপতি অবিলম্বে আপনার জীবনের ঘটনাতেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। অল্প কাল মধ্যে পারস্য দেশাধিপতি তাঁহার রাজ্য বল পূর্ব্বক অধিকার করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্য ও সম্পদ চ্যুত করিয়া অবশেষে তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন। ক্রীশস তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত সোলনের কথা স্মরণ করিয়া ঐহিক সম্পদের অস্থায়িত্ব ও আপনার অদূরদর্শিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কোন না কোন দিন সকলেরই যে বিপদ ঘটিতে পারে, দুঃখের রজনী আসিয়া যে আমাদের হৃদয়ের প্রফুল্লতাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে, ইহা স্মরণ রাখিয়া তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। বাস্তবিক সংসারি ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণ অভ্যাস করা নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই রূপ সাংসারিক বিপত্তি ও ক্লেশ অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য স্থির করিয়া সংসারকে অসার কহিয়াছেন এবং তাহা হইতে বিরত হওয়াই এক মাত্র শান্তি লাভের উপায় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এ প্রকার ব্যবহার নিতান্ত দুর্ব্বল চিত্ত ও অল্প বুদ্ধির কার্য্য। বিপদ হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা তাহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অতিক্রম করাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের চিহ্ন। ঈশ্বর তাঁহার বিশ্ব রাজ্যেতে মনুষ্যকে বিভিন্ন পদে

স্থাপন করিয়া যে সকল কর্ত্তব্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সহস্র ক্লেশ ও বিপদ অতিক্রম করিয়াও সাধন করিতে হইবেক। কিন্তু প্রকৃত আন্তরিক বল না থাকিলে ধৈর্য্য গুণ উৎপন্ন হয় না; যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে ধর্ম্মেতে উন্নত করিয়াছেন, যাঁহার নির্ভর এক মাত্র পরমেশ্বরেতে, তিনিই অক্ষুব্ধ ও অবিচলিত চিত্তে দুঃখ ক্লেশ ও বিপদ রাশি বহন করিতে পারেন। উন্নত পর্ব্বত যে-রূপ চতুঃপার্শ্বে ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন ও প্রবল বাত্যাহত হইলেও তাহার শিখর দেশ চিরকাল নির্ম্মল সূর্য্য কিরণে সমুজ্জ্বল থাকে, সেই রূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তি সংসারে নানা প্রকার বিপদে পতিত হইলেও স্বীয় আন্তরিক স্থৈর্য্যকে পরিত্যাগ করেন না। যিনি এই প্রকার সহিষ্ণুতাকে অবলম্বন করেন, তাঁহার প্রকৃত দুর্ব্বিপাক জনিত ক্লেশের অনেক শমতা হয়; এবং সেই সহিষ্ণুতা গুণেই তিনি অতিশয় অমঙ্গলকর ব্যাপারকেও মঙ্গলের হেতু রূপে পরিণত করিতে পারেন।

যাহারা সংসারকে সর্ব্বস্ব মনে করে, বিষয় বাসনাই যাহাদের এক মাত্র জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা যে দুরবস্থায় পতিত হইলে একান্ত কাতর হইবেক, তাহার আশ্চর্য্য কি। ভোগ সুখাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে দুরবস্থা যে মৃত্যু অপেক্ষাও অসহ্য ও যন্ত্রণা দায়ক হইয়া থাকে, তাহার এই কারণ। অনেকে এই হেতুই সংসারের বিচিত্র গতি প্রযুক্ত উচ্চ পদ হইতে পতিত হইয়া জীবনকে বৃথা জ্ঞানে বিসর্জ্জন করিয়াছে। তাহাদের কি ভ্রম, ঈশ্বর যে কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা তাহারা একবারও মনে চিন্তা করে না। সুতরাং বিষয় ভোগ হইতে পরিচ্যুত হইলে তাহারা সকলই শূন্যময় দেখে, এপ্রকার অন্তঃকরণকে কি রূপে বিপদ কালে সান্ত্বনা প্রদান করা যাইতে পারে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাহাতে কি রূপে স্থান পাইবে। ধর্ম্মকে পরিহার করিয়া চলিলে সকলই ক্রমে অসুখের কারণ হয়। ধর্ম্ম যে আমাদের কি পরম সুহৃৎ, তাহা বিপদ কালেই বিশেষ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে অস্থায়ী সাংসারিক ঐশ্বর্য্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করে, লোকে হতভাগ্য বলিয়া ঘৃণা ও অবহেলা করে, দুঃখ ক্লেশ আসিয়া আত্মাকে নিয়ত জর্জ্জরিত করে, তখন কেবল ধর্ম্ম ধৈর্য্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। তখনই ধর্ম্মের অমৃতময় উপদেশ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। বিপৎকালে ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রকৃত পরীক্ষা হয়। যাঁহার ধৈর্য্য নাই, তিনি আপনাহইতেই অনেক স্থলে বিপদকে আহ্বান করেন এবং স্বল্প ক্লেশকে দ্বিগুণিত করেন। কিন্তু যখন বিবেচনা করা যায়, অধিকাংশ ক্লেশ ও বিপদ আমাদেরই দোষে উপস্থিত হয়, যখন আমরা দেখিতেছি, কত শত নির্দ্দোষ ব্যক্তি অশেষবিধ ক্লেশে পতিত হইতেছে, কত শত ব্যক্তি অন্নাভাবে কাতর, কত লোক জন্মান্ধ, খঞ্জ ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তখন তাহাদের সহিত তুলনায় আমাদের দুঃখ ও বিপদ অতিশয় লঘু বোধ হইবেক। অনেক স্থলে যে সকল বিপদ আপাতত দুর্ব্বহ ও একান্ত ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়, তাহা পরিণামে পরম মঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে। কত সুখপ্রমত্ত বিষয় বিমোহিত ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছে, কত ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিক বিপৎকালে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছে এবং পরিশেষে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে, কত কুপথগামী ব্যক্তি দুরবস্থায়

অমৃতময় উপদেশ লাভ করিয়া সৎপথে আনীত হইয়াছে। অতএব ক্লেশ বা বিপদে পতিত হইলে কদাপি অধীর বা অবসন্ন হইবেক না, ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেক। জ্ঞানী কদাপি বিপদে শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হয়েন না। আত্মাকে ধর্ম্মবলে বলিষ্ঠ করিবেক, যে তাহা হইতে যথার্থ ধৈর্য্য গুণ উৎপন্ন হইতে পারে।
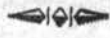
বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২৪৩ সংখ্যক পত্রিকার ১১৩ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতে যে সূক্তটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে মৃত ব্যক্তির দেহ সৎকার সম্বন্ধে সমাধি প্রদানেরই বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক এই বিষয়ে বৈদিক সময়ের প্রথা এক্ষণকার প্রচলিত প্রথা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন দেখা যায়। আশ্বলায়ন কৃত গৃহ্য সূত্রে ইহার বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও গৃহ্য সূত্র বেদের অনেক পরে রচিত হইয়াছিল, তথাপি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড আচার ও বিধানাদি প্রকটন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, সুতরাং ইহার উল্লিখিত বিবরণ আমরা বেদ বিহিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। গৃহ্য সূত্রের চতুর্থ অধ্যায় হইতে পশ্চাল্লিখিত বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে প্রথমে চিকিৎসক আসিয়া ঔষধাদি প্রদান করে। পরে রোগার তাহাতে যদি আরোগ্য না হয়, তবে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া উত্তর কিম্বা পূর্ব্বদিগভিমুখে অপর কোন স্থানে লইয়া যাইবেক এবং তাহার সহিত গৃহ সংরক্ষিত অগ্নিকেও লইয়া যাইবেক, কারণ লোকে কহে যে গৃহাগ্নি সকল গৃহে থাকিতে ভাল বাসে, সুতরাং গৃহ হইতে আনীত হইলে তথায় পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করে এবং তজ্জন্য রোগীকে সুস্থতা প্রদান করে। যদি রোগী ব্যক্তি এই রূপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, তবে গৃহে পুনরাগমন পূর্ব্বক সোম যজ্ঞ অথবা কোন পশুমেধ করিবেক। যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তবে গৃহের অগ্নিকোণ অথবা নৈঋতকোণাভিমুখে কোন স্থানে একটি গর্ত্ত খনন করিবেক; সেই গর্ত্তটি লম্বে ঊর্দ্ধবাহু মনুষ্যের দৈর্ঘ্য পরিমিত হইবেক, প্রস্থে চারি হস্ত এবং নিম্নে অর্দ্ধ হস্ত হইবেক। এই শ্মশান ভূমি চতুর্দ্দিকে অনবরুদ্ধ ও তৃণাদি আচ্ছাদিত হইবেক এবং এ প্রকার উচ্চ হইবেক যে তদুপরিস্থ জল চলিয়া যাইতে পারে; পরে মৃত দেহকে ধৌত ও নূতন পরিধেয়াবৃত করা হইলে জ্ঞাতি গণ প্রথমে গৃহ রক্ষিত ত্রয়াগ্নি এবং যজ্ঞোপকরণ সকল লইয়া অগ্রসর হইবেন, তৎপশ্চাতে বৃদ্ধগণ দেহ লইয়া শ্মশানাভিমুখে যাইবেন, ইহাদিগের সংখ্যা অযুগ্ম হইবেক। কোন কোন স্থানের প্রথানুসারে মৃত দেহ একখানি গো সংযোজিত শকটে করিয়া লইয়া যায়, এবং সেই শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি রজ্জু বদ্ধ গাভী অথবা কৃষ্ণবর্ণের ছাগ আনীত হয়। এই পশুটিকে অনুস্তরী কহে, কারণ ইহাকে ছেদ করিয়া চিতায় শবের উপর স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করা হয় এবং তাহাতে ইহা শবের সহিত ভস্মীভুত হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রথা সাধারণ রূপে প্রচলিত নহে এবং কাত্যায়ন ইহাকে অনুচিত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কারণ শব পশুর সহিত দগ্ধ হইলে পর তাহার দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি সকল পশুর অস্থি হইতে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে না। মৃত দেহ শ্মশানে আনয়ন

কালে মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতি বন্ধুগণ পশ্চাতে আগমন করেন। পরে সকলে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, যিনি দাহাদি ক্রিয়া করিবেন, তিনি অগ্রসর হইয়া ভূমিকে জল স্পৃক্ত করণান্তর ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তাহার অর্থ এই, হে অপ-দেবতাগণ! প্রস্থান কর, এখান হইতে অন্তরিত হও। আমাদিগের পিতৃগণ এই স্থান এই মৃত ব্যক্তির জন্যই রাখিয়াছেন। যম ইহাঁকে এই বিশ্রাম স্থল অর্পণ করিয়াছেন।" পরে খাত মধ্যে চিতা শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে আহবনীয় অগ্নি, বায়ু কোণে গার্হপত্য অগ্নি এবং নৈঋত কোণে দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করিবেক। পরে দূর্ব্বা তিল ও সর্ষপ এবং এক বিন্দু স্বর্ণ চিতার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইবেক এবং এক খানি কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম চিতার উপর বিস্তার করিবেক, তদুপরি মৃতদেহকে এরূপে স্থাপন করিবেক যে তাহার মস্তকের নিকট আহবনীয় অগ্নি থাকে। মৃতব্যক্তির পত্নী চিতার উত্তর দিকে দণ্ডায়মান হইবেক (১) এবং ক্ষত্রিয় বর্ণ হইলে একটি ধনুক তথায় স্থাপিত হইবেক। পরে তৎপত্নী স্থানান্তরিত হইলে একজন ধনুকটি হস্তে লইয়া চিতাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এই বাক্য উচ্চারণ করিবেক "আমি মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে এই ধনুঃ গ্রহন করিতেছি, ইহা আমাদের রক্ষা, গৌরব ও বলের কারণ হইবেক। আমরা এখানে বীর্য্যবান্ পুত্রগণের সহিত রহিয়াছি, অতএব যেন আমরা শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে পারি।" তৎপরে তিনি ধনুকটি ভাঙ্গিয়া চিতা মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর যে পশুটি শবের পশ্চাতে আনীত হইয়াছিল, তাহাকে বধ করিয়া তাহার শরীরস্থ মেদ ও বসা মৃত দেহেতে বিশেষত মস্তকে ও মুখে লেপন করিয়া দিবেক এবং ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিবেক "গো হইতে প্রাপ্ত এই কবচ ধারণ কর, ইহা তোমাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিবেক, মেদের দ্বারা অঙ্গ সকল লেপিত কর, যে অগ্নি দেব, যিনি প্রজ্জ্বলিত শিখাতেই বিরাজ করেন, তিনি তোমাকে দগ্ধ করিবার জন্য আলিঙ্গন না করেন।" পরে উক্ত নিহত পশুর প্রত্যেক অঙ্গ ভিন্ন করিয়া মৃত ব্যক্তির তৎতদঙ্গের উপর স্থাপিত হইবেক এবং তাহার চর্ম্ম সর্ব্বোপরি আবরণের ন্যায় বিস্তারিত হইবেক। যিনি চিতায় অগ্নি প্রদান করিবেন, তিনি অগ্নির পূজা করিয়া এই বাক্য কহিবেন "হে অগ্নি! তুমি ইঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এক্ষণে ইনি যেন তোমা হইতে পুনরায় উৎপন্ন হন এবং তদ্দ্বারা নিত্য সুখ ধাম প্রাপ্ত হন।" পরে চিতায় অগ্নি প্রদানান্তর শ্রৌত সূত্রোক্ত ঋগ্বেদের চতুর্ব্বিংশতিটি শ্লোক উচ্চারণ করিবেক।

এই সকল ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে এবং চিতা জ্বলিতে লাগিলে সকলে প্রতি গমন করিয়া নিকটস্থ একটি নদীতে অবগাহন করিবেন এবং সন্ধ্যার সময়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া অগ্নি, প্রস্তর, গোময়, ধান্য, তৈল এবং জল স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবেন। আশ্বলায়ন অশৌচের বিধান এই রূপ করিয়াছেন। পিতা মাতা অথবা গুরুর মৃত্যু হইলে দ্বাদশ দিবস বেদাধ্যয়ন এবং দান করিবেক না,

---

(১) এই স্থলে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী শুদ্ধ উপস্থিত থাকিবেক। কেহ কেহ ইহার দ্বারা সহমরণের আশঙ্কা করেন; এই জন্য মূল ও তাহার টীকা এখানে প্রদত্ত হইল।

উত্তরতঃ পত্নীং ॥ টীকা ॥ ততঃ প্রেতস্যোত্তরতঃ পত্নীং সংবেশযন্তি শাযযন্তীত্যর্থঃ। চিতাবেব উপশেষইতি লিঙ্গাৎ। এতাবদবর্ণত্রয়স্যাপি সমানং।

ধনুশ্চ ॥ টীকা ॥ প্রেতঃ ক্ষেত্রিয়শ্চেদ্ধনুরপ্যুত্তরতঃ সংবেশয়ন্তি।

তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানীযোহন্তেবাসী জলদাসী বোদীচ্যনার্য্যভিজীবলোকমিতি।

জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে এই নিয়ম দশ দিবস পালন করিতে হইবেক। অশৌচান্তে জ্ঞাতিগণ পুনরায় শ্মশানে গমন করিবেক এবং চিতাভস্ম হইতে দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি সকল যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া একটি কুম্ভের মধ্যে স্থাপন করিবেক এবং তথায় একটি গহ্বর খনন করিয়া তন্মধ্যে প্রোথিত করিবেক। তদনন্তর সেই শ্মশানেই বেদ বিহিত প্রেত ক্রিয়াদি করিবেক, এই সময়েই পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদের সূক্তটি উচ্চারিত হইত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সহমরণ বিধায়ক যে শ্লোক ঋগ্বেদোক্ত বলিয়া পুরাণাদি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক ঋগ্বেদের নহে, অথবা তাহা দশম মণ্ডলের একটি শ্লোকের ভ্রান্তি পাঠ মাত্র, এবং ঋগ্বেদের অপর কোন স্থানেও এই নৃশংস প্রথার উল্লেখ কিম্বা বিধান দৃষ্ট হয় না। তথাচ যাঁহারা সহমরণকে বেদ বিহিত বলিয়া থাকেন, তাঁহারদের প্রদর্শিত প্রমাণ প্রয়োগের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ এস্থলে করা নিস্ফল হইবেক না। বাস্তবিক তাহাতে ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে যদিও সহমরণ প্রথা প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই তথাপি তাহা যে বৈদিক সময়ের চরম ভাগে প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা বিশিষ্ট রূপে সপ্রমাণ হয়। শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব (২) সহমরণের সাপেক্ষ নারায়ণীয় উপনিষৎ ধৃত তৈত্তিরীয় সংহিতার ঔখীয় শাখান্তর্গত একটি বচন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সায়নাচার্য্যের টীকা সহিত পশ্চাল্লিখিত মতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

অগ্নে ব্রতানাং ব্রতপতিরসি পত্যানুগমব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্।

হে অগ্নে কর্ম্মসাক্ষিন্। যতঃ তাং ব্রতানাং প্রাজাপত্যাদ্যখিলব্রতানাং ব্রতপতিরসি। পুনর্ব্রতগ্রহণং ত্বমেব ব্রতানামধিপতির্নান্য ইতি নিয়ম বোধনায়॥ তস্মাত্ময়াচর্যমাণং যৎসাম্প্রতিকং ব্রতং তদযথাহং কর্ত্তুং শকেয়ং অথা রাধাতাং ক্রিয়তামিত্যর্থঃ। ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ। কিং ত্বয়াচর্য্যমাণং তদ্ব্রতমিতি শক্যানুগমেতি পত্যাভর্ত্রা সহ অনুসৃত্যাগমনব্রতং চরিষ্যামি করিষ্যামীত্যর্থঃ॥

হে অগ্নি! সমুদায় ব্রতেরই তুমি ব্রতপতি, আমি এক্ষণে পত্যানুগমন ব্রত অনুষ্ঠান করিব অতএব তুমি আমাকে তাহা সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা অর্পণ কর।

ইহত্বা অগ্নে নমসা বিধেয় সুবর্গস্য লোকস্য সমেত্যৈ। জুষাণো অদ্য হবিষা জাতবেদো বিশানি ত্বা সত্বতো নয়মা পত্যুরগ্রে॥ ২॥

হে অগ্নে ইহ অস্মিন্ কর্ম্মণি। ত্বা ত্বামুদ্দিশ্য। হবিষা হবির্ভাগেন। নমসা নমস্কারেণচ। বিধেয় নমো বিদধামীত্যর্থঃ কিমর্থ মিত্যাকাঙ্ক্ষাঃ তত্রাহ। সুবর্গস্যেতি। সুবর্গস্য পতিসংপ্রাপ্য লোকস্য। সমেত্যৈ সম্যক্ প্রাপ্ত্যর্থং। ত্বা ত্বয়ীত্যর্থঃ সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া ছান্দসী। বিশানি অত অস্মিন্ দিনে। হে জাতবেদো হবিষা মদ্দত্তেন হবির্ভাগেন। জুষাণঃ সন্তুষ্টঃ সন্। তত্ত্বমার্গ প্রদর্শন দ্বারা সহগমন বিষয়ক সাহস প্রদান দ্বারেত্তি যাবৎ। মা মাং পতিমাত্রৈক দেবতাং পত্যুর্ম্মম ভর্ত্তুরগ্রে সমক্ষং নয় প্রাপয়েত্যর্থঃ॥

এস্থলে হে অগ্নি তোমাকে নমস্কার করি; স্বর্গ লোক প্রাপ্ত্যর্থ তোমাতে প্রবেশ করিতেছি। হে জাতবেদঃ মদ্দত্ত হবি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সাহস প্রদান কর এবং আমার পতির অগ্রে আমাকে লইয়া যাও।

সহমরণ বিধি অনুসারে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে চিতার উত্তর পার্শ্বে (৩) শয়ান করা

(২) অধ্যাপক উইলসন সাহেব সহমরণ বিষয়ে যে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার প্রমাণাদি এই স্থলে গৃহীত হইয়াছে।

(৩) উত্তরতঃ পত্নীং॥ টীকা॥ ততঃ প্রেতস্যোত্তরতঃ পত্নীং সংবেশয়ন্তি শায়য়ন্তীত্যর্থঃ। চিতায়েব উপশেয় ইতি লিঙ্গাৎ এতাবদবর্ণত্রয়স্যাপি সমানং॥
গৃহ্য সূত্র ২ অধ্যায়।

ইবেক তৎপরে তাহার প্রতিজ্ঞা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার দেবর অথবা মৃত ব্যক্তির সহাধ্যায়ী তাহাকে চিতা হইতে উত্থান পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিবেক, তাহাতেও যদি সে স্ত্রী বিচলিত না হয়, তবে তাহাকে সহগমনের অনুমতি দিবেক। ভারদ্বাজ সূত্র এবং আশ্বলায়নের গৃহ্য সূত্রে সহমরণের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় যথা।

যদিও নারায়ণীয় উপনিষদ প্রাচীন উপনিষদ্ সমুদায়ের মধ্যে গণ্য হয় না এবং তদুদ্ধৃত বৈদিক বচন প্রকৃত বেদ হইতে প্রদর্শিত হয় নাই, তথাপি বিবিধ সূত্র গ্রন্থেও যখন এই প্রথা বেদবিহিত বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে, তখন ইহাকে সহসা আধুনিক ও অবৈদিক বলা যাইতে পারে না। ঋগ্বেদের যে সুক্তটি পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে তাহার সপ্তম ও অষ্টম ঋকের অর্থ (৪) প্রণিধান পূর্ব্বক বোধগম্য করিলে তাহা সহমরণ নিষেধক বলিয়াই বোধ হয়, সুতরাং সেই নিষেধ বচন দ্বারা তৎপূর্ব্বে উক্ত প্রথা প্রচলিত থাকিবারই আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে অদ্যাপি নিশ্চয় কিছুই বলা যাইতে পারে না।

—০—

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—সপ্তম আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২০ ভাদ্রে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামাযত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং।।

পরমেশ্বর আমারদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়া বিচিত্র ভাব বিচিত্র অবস্থা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারই প্রেরিত হইয়া আমরা সংসারে আগমন করিয়াছি এবং তাঁহারই প্রসাদে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সংসার মহাসাগরে আমারদের এই ক্ষুদ্র দেহ-তরী—আমরা ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে কাতর। একাকী আমরা আসিয়াছি একাকী এই শরীর প্রাণ পোষণ করিতে হইবে, পরিবার পালন করিতে হইবে—আমারদের চতুর্দ্দিকে বিঘ্ন বিপত্তি—অন্তরে বাহিরে নানা শত্রুর আক্রমণ, নানা আয়োজনের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে থাকিয়াও যখনি আত্মা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে দেখিতে পায়, তখনি তাহার সমস্ত প্রীতি তাহাতে সে অর্পণ করে। এই সংসার-সমুদ্রে আমরা পতিত হইয়াছি, এখানে থাকিয়াই তাঁহার নিকটে যাইবার উপযুক্ত হইতে হইবে। আমারদের এক দিকে সত্য এক দিকে ধর্ম্ম সহায় রহিয়াছেন। সত্য পরম গুরু, ধর্ম্ম পরম নেতা; সত্য সেই সত্য-স্বরূপকে প্রদর্শন করিতেছেন, ধর্ম্ম সেই মঙ্গল-স্বরূপকে প্রকাশ করিতেছেন। "সত্যের দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা, এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়; ঋষিরা এই সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত-চিত্ত হইয়া সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে লাভ করেন।" এই পৃথিবী আমারদের প্রথম সোপান। যে পথে আমারদের বহুদূর যাইতে হ-

---

(৪) উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূথ।।

হে নারী! উত্থান কর জীবলোকে আগমন কর তুমি গতাসু ব্যক্তির পার্শ্বে বৃথা নিদ্রিত রহিয়াছ, আইস, তোমার পাণি গ্রহণকারী স্বামী কর্ত্তৃক তুমি পূর্ব্বে মাতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।

হইবে—অনন্ত কাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইবে—তাহার প্রথম ভাগ এই পৃথিবী। আমারদের সম্মুখে অনন্ত কাল প্রসারিত রহিয়াছে। আমাদের জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতি উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত আরো নিকট সম্মিলনে সম্মিলিত হইবে। সত্যের সহায়ে সেই সত্য-স্বরূপকে আমরা উজ্জ্বল-রূপে দেখিতে পাইব—ধর্ম্মের সহায়ে সেই পরম পবিত্র-স্বরূপে গাঢ়তর প্রীতি স্থাপন করিতে পারিব। আমরা চিরকাল সেই পরম পবিত্র স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব।

ঈশ্বর আমারদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি চাহেন যে আমরা উন্নত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে গমন করি। তিনি আত্মাকে যেমন অবস্থা দিয়াছিলেন; তাহা হইতে পবিত্র ও উন্নত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। আপনার চেষ্টা দ্বারা আমারদের সকলই করিতে হইবে। আর আর সকল বস্তু আপনারাই স্বভাবত উন্নত ও বর্দ্ধিত হয়—তাহারা তাহা জানেও না। মনুষ্য আপনাকে বশীভূত ও শিক্ষিত করিয়াই আপনার মহত্ত্ব সাধন করেন। আমারদের সকলেতেই আপনার পরিশ্রম ও চেষ্টা আবশ্যক। শরীর-পোষণ অর্থোপার্জ্জন, বিদ্যাভ্যাস, ধর্ম্ম-পালন, সকলই আমাদের যত্ন ও চেষ্টা সাপেক্ষ। সংগ্রাম করিয়া প্রতি পদ আমারদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। সকল হইতে আমারদের প্রথম কর্ত্তব্য কি? না আপনি আপনার প্রভু থাকা। তাহাতে আমাদের কত যত্ন কত চেষ্টা চাই। ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া, কুপ্রবৃত্তি-সকলকে অতিক্রম করিয়াই আমরা আপনার স্বাধীনতা শিক্ষা করি। প্রতি পদ-ক্ষেপেই বাধা—তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইবার উপায় নাই, প্রতি পদে তাহা অতিক্রম করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ কি? "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।" "বিজ্ঞান যাঁহার সারথি এবং মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনিই সংসার পার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের-পরম স্থান প্রাপ্ত হন।" বিজ্ঞান দর্পণে ঈশ্বরের আদেশ সকল প্রতিবিম্বিত হয়—বিজ্ঞানই আমারদের সারথি। অশ্বের যেমন রজ্জু, আমাদের সেই প্রকার মন—ইচ্ছা। ইচ্ছা যদি সেই বিজ্ঞান-সারথির বশীভূত থাকে, তবেই আমারদের মঙ্গল। আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন কিন্তু স্বাধীন বলিয়া ঈশ্বর আমারদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেন নাই। আমরা স্বাধীন; অথচ তাঁহার ধর্ম্মের অধীন। ইচ্ছাকে ধর্ম্ম-নিয়মে নিয়মিত করিতে হইবে—ধর্ম্ম বলে বলবতী করিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের যথার্থ স্বাধীনতা। ইন্দ্রিয়-সকলকে আপনার আয়ত্ত করিয়া ধর্ম্মের অধীন হওয়াই স্বাধীনতা—ঈশ্বরের অধীন হওয়াই স্বাধীনতা। প্রবৃত্তি-সকলের অধীন হওয়াই দাসত্ব। আপনারদের চেষ্টাতেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। আমারদের জন্য আর এক জন মুক্তি আনিয়া দিতে পারে না। আমাদের পাপ-ভার আর এক জন বহন করিতে পারে না। আমার দোষের জন্য আর এক জন দায়ী নহে, আমার পুণ্যের ভাগী আর জন নহে। "একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে। একোনু ভুংক্তে সুকৃতং একএব তু দুষ্কৃতং।" "একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃত-ফল ভোগ করে"। প্রতি জনেরই আপনার যত্ন চাই, প্রতি জনেরই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে, বিঘ্ন-রাশি অতিক্রম করিতে হইবে; আত্মার মলিনতা

অপসারিত করিতে হইবে, পবিত্রতা উপার্জন করিতে হইবে; হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে, পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে হইবে। আপনার সম্পূর্ণ চেষ্টা চাই—অন্যের উপদেশ দৃষ্টান্ত সাহায্য মাত্র। যেমন আপনার যত্ন চাই, তেমনি ঈশ্বরের প্রসন্নতা চাই। আমারদের লক্ষ্য অতি উচ্চ; আমাদের আদর্শ অতি উৎকৃষ্ট। যিনি সেই "শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং" পরমেশ্বর, তিনি আমারদের নিকটে তাঁহার বিমল মঙ্গল ছবি প্রকাশিত করিতেছেন যে আমরা তাঁহার অনুকরণ করি। আমরা আপনারা অতি দুর্ব্বল; আমাদের শক্তির সীমা আছে আমাদের স্বাধীনতার সীমা আছে। আমারদের সাধ্য কি? না, স্বীয় চেষ্টা ও যত্ন এবং ঈশ্বরের প্রসন্নতা প্রার্থনা। আমরা যে পবিত্র-স্বরূপকে প্রীতি করি, যদিও কখনই তাঁহার সমান না হইতে পারি; কিন্তু যত দূর পারি, তাহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। সেই অমৃত-সাগরের এক বিন্দু মাত্রও জল যদি আমরা পান করিতে পাই, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হই। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" "এই পবিত্র ধর্ম্মের অল্প মাত্রাও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে।" আমরা কোন কালেই এমন বলিতে পারিব না, এখন আর আমাদের যত্নের প্রয়োজন নাই; কেননা কোন কালেই আমরা সেই পূর্ণ আদর্শের সমান হইতে পারি না। আমারদের উন্নতির চেষ্টা নিয়তই চাই। যেখানে আপনার চেষ্টা নিরর্থক—সেখানে ঈশ্বরের প্রসাদ সর্ব্বস্ব। যখন মঙ্গলের দিকে—মঙ্গল-স্বরূপের দিকে আমাদের ক্রমিকই অগ্রসর হইতে হইবে, তখন ঈশ্বরই আমাদের সহায় আছেন। সেই মঙ্গল-স্বরূপে যেমন আমাদের প্রীতি অধিক হইবে—আপনার মলিনতা, আপনার ক্রূরতা, কুটিল ভাব, ততই আমরা দেখিতে পারিব না। পাপের দুর্গন্ধের মধ্যে বাস করিতে ততই ঘৃণা হইবে। আমরা অর্ন্তান্তঃকরণে চেষ্টা করিব—কি প্রকারে পাপ হইতে আমরা দূরে থাকিতে পারি এবং ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব, তিনি তাঁহার মঙ্গল ভাব পবিত্র ভাব আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ করুন। এই প্রকারে আমরা সেই সংসার পার পরব্রহ্মের পরম স্থান লাভ করিব, যাহা হইতে আমারদের আর প্রচ্যুতি হইবে না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

সক্রেটিস।

উদার চরিত্র অলোকসামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট ধর্ম্ম পরায়ণ মহাত্মাগণের চরিত কথা ও সৎকীর্ত্তি শ্রবণে কাহার না কৌতূহল ও শুশ্রূষা জন্মে। মনুষ্যের আদর্শ স্বরূপ তাঁহাদের জীবনের পবিত্র সাধু দৃষ্টান্তের যে কি প্রকার প্রভাব তাহা কথনাতীত, তাহা দেশ কালে বদ্ধ নহে। সহস্র উপদেশ শ্রবণে শত শত সদ্‌গ্রন্থ পাঠে যে উপকার না হয় তাহা আমরা একটি সাধু ও মহৎ দৃষ্টান্তে প্রাপ্ত হইতে পারি। অপর যাঁহারা জন সমাজের উন্নতি সাধনে আপনাদের জীবনকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত আপনাদের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যাঁহারা অকুতোভয় চিত্তে বিপদ রাশি অতিক্রম করিয়াও কাল্পনিক মত ও বদ্ধ মূল কুসংস্কার সকলের উচ্ছেদ পূর্ব্বক সত্যকে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সেই সত্যের নিমিত্ত যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত

দিয়াছেন ; তাঁহাদের প্রতি আমাদের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ঋণ কি কদাপি পরিশোধ হইবেক। এই সকল মহাত্মা যে সময়ে যে কোন দেশেই উদয় হউন না কেন, তাঁহারা আমাদের পূজনীয় ও চির স্মরণীয়। তাঁহারা যেমন সত্যের জন্য জগতের মঙ্গলের জন্য আপনাদের জীবনকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ যত দিন তাঁহাদের নাম পরিকীর্ত্তিত হইবেক, তত দিন তাঁহাদের ইতিহাস আগ্রহের সহিত প্রচারিত ও যত্নের সহিত অধীত হইবেক।

যাঁহারা কেবল আমাদিগের ভারতভূমির পূর্ব্বতন মহা পুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ অথাৎ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা গৌতমের অসামান্য বুদ্ধি শক্তি, এবং বৌদ্ধমত খণ্ডন কারী তত্ত্ব জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছেন ; যাঁহারা শীখগুরুনানকের উদার স্বভাব ও হিতৈষণার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং চৈতন্যের একান্ত ভক্তি ও ধর্ম্ম নিষ্ঠায় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে এক জন বিদেশীয় সামান্য বংশোদ্ভব পরম জ্ঞানী ধর্ম্মাত্মার বিবরণ শ্রবন করুন ;—যিনি বিনীত বেশে দরিদ্রের হীনাবস্থায় থাকিয়াও স্বীয় আন্তরিক জ্যোতিতে দীপ্তিমান ছিলেন, যিনি সত্য প্রেমিক হইয়া অসত্য ভ্রম ও কুসংস্কারের বিপক্ষে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন এবং তজ্জন্য যিনি স্বদেশীয় জনসমূহ কর্ত্তৃক তাড়িত ও বিনাপরাধে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পর যাঁহার নাম চির স্মরণীয় ও পৃথিবীময় পূজনীয় হইয়াছে।

মহানুভব সক্রেটিস গ্রীক দেশের অন্তঃপাতি এথিনি নগরের উপকণ্ঠে খৃঃ অব্দের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে গ্রীক জাতি বিশেষতঃ এথিনীয়গণ মহা প্রতাপান্বিত ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এথিনি নগরে সভ্যতার চিহ্ন স্বরূপ শিল্প সাহিত্যাদির প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়েই অদ্বিতীয় গ্রীককবি ও চিত্রকর গণ উদিত হইয়াছিলেন এবং বিবিধ বিদ্যার সমালোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বাস্তবিক সক্রেটিসের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসে বোধ হইবেক যে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল সময়েই জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

সক্রেটিসের পিতা একজন প্রস্তর খোদক ছিলেন; প্রস্তরের বিবিধ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাই তাঁহার ব্যবসায় ছিল। সুতরাং সক্রেটিসও প্রথমে স্বীয় পৈতৃক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেও বিশেষ নিপুণতা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত কএকটি প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার মৃত্যুর পর বহুশত বৎসর পর্য্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। তাঁহার মাতা ধাত্রীর কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং সক্রেটিসের পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুলই সামান্য বংশজাত; এবং তাঁহার সাংসারিক অবস্থাও স্বচ্ছল বা সুখকর ছিলনা। তাঁহার পত্নী জেণ্টিপি অত্যন্ত ক্রোধ পরায়না ও কলহ কারিণী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল, কিন্তু সক্রেটিস স্বীয় সহিষ্ণুতা গুণে তাহার সহিত মিলিত হইয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি তৎকর্ত্তৃক সাতিশয় উত্যক্ত হইলেও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না ;—এবং এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ জেণ্টিপীর একটি উক্তি ইতিহাসে প্রকটিত আছে, যথা "সক্রেটিস সর্ব্বদা যে প্রকার স্নিগ্ধ ভাবে গৃহে প্রবেশ করিতেন, গৃহ হইতে বহির্গমন কালে তাঁহার সেই ভাবই থাকিত"। এই স্ত্রীর গর্ব্ভে সক্রেটিসের তিনটি পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদের বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত

হওয়া যায় না। সক্রেটিসের বাহ্যিক আকৃতি ও শারীরিক গঠন নিতান্ত অসদৃশ এবং দেখিতে সাতিশয় কদর্য্য ছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিশাল,প্রখরতেজঃ, এবং উচ্চ ছিল, তাঁহার নাসিকা নিম্ন, ওষ্ঠাধর স্থূল পাংশু বর্ণ অনুজ্জ্বল ছিল। তিনি খর্ব্বাকার ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর অতিশয় হৃষ্ট এবং বলিষ্ঠ ছিল। পুরবাসীগণের মধ্যে তাঁহার তুল্য বলবান্ পুরুষ অত্যল্পই ছিল এবং তিনি বিস্তর শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন। তিনি তিন বার সামান্য পদাতিকের কর্ম্মে ব্রতী হইয়া দূর দেশে যুদ্ধেতে যাত্রা করিয়াছিলেন,এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষুৎপিপাসা ও শীতোষ্ণ এরূপ সহ্য করিতেন যে তাহাতে তাঁহার সঙ্গিগণ চমৎকৃত হইত। এল্‌কিবাযেদিস নামক এক জন ধনাঢ্য এথিনীয় এবং সক্রেটিসের শিষ্য তাঁহার সহিষ্ণুতা শক্তির এই রূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। " পাটিডিয়ার শিবিরে কেহই সক্রেটিসের তুল্য ক্ষুধা ও পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিত না; তিনি প্রায় মদ্য পান করিতেন না এবং কখনই তাঁহাকে অপরাপর সৈনিকগণের মত পানে বিহ্বল দেখা যায় নাই। হেমন্তের প্রগাঢ় শীতে অন্য লোকে একান্ত কাতর হইয়া উষ্ণ বস্ত্রে শরীরকে আবৃত করিয়া যখন শিবির মধ্যে আশ্রয় লইত, তখন তিনি স্বীয় সামান্য বেশে বাহিরে গমন করিয়া হিম শিলার উপর দিয়া অনাবৃত পদে গমন করিতেন "। কি শীত কি গ্রীষ্ম কোন সময়েই তিনি পাদুকা পরিধান করিতেন না এবং সকল সময়েই একই প্রকার মোটা কাপড়ই তাঁহার পরিধেয় ছিল এবং তাঁহার আহারও যৎসামান্য এবং পরিমিত ছিল। তথাপি কোন নিমন্ত্রণে অথবা কোন উৎসবের সময়ে সক্রেটিস সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পান ভোজন করিতে পারিতেন। তাঁহার এই প্রকার মত ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মনুষ্য আপনার অভাব যত দূর স্বল্প করিতে পারিবেক ততই দেবতা দিগের নিকটতর হইবেক, কারণ অভাবই দুর্ব্বলতা ও অপূর্ণাবস্থার লক্ষণ; দেবতাগণ পূর্ণ স্বরূপ, সুতরাং তাহাদের অভাব নাই। এই হেতু যাহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও সাংসারিক অভাব সকল ক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে, ইহাই সক্রেটিসের একান্ত চেষ্টা ছিল এবং পাছে তাঁহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এই বলিয়া তিনি অপরাপর পৌরজনের ন্যায় অধিকতর শারীরিক ব্যায়াম করিতেন না। জীবন ধারণার্থ যে সকল স্বাভাবিক ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব তাহাই তিনি মোচন করিতেন। ভোগাসক্তি ও ইন্দ্রিয়সেবাকে তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপে সক্রেটিস আপনার আকাঙ্ক্ষা ও অভাব সকব সংক্ষিপ্ত করিয়া স্বল্পেতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিয়াছিলেন। সাংসারিক কোন বিষয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে পরের উপর নির্ভর করিতে হইত না ; এই নিমিত্ত তিনি প্রথমাবধিই একটি উন্নত স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে অভাব হেতু তাঁহাকে কোন মিত্রের দ্বারস্থ হইতে হইবেক না, সুতরাং তিনি কাহারও অনুগ্রহের প্রার্থী ছিলেন না এবং কাহারও শত্রুতায় তাঁহার ভয় করিবার আবশ্যক ছিল না। এই রূপে আপনাকে স্বাধীনাবস্থায় অবস্থিত করিয়া তিনি অকুতোভয় চিত্তে স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সক্রেটিসের বন্ধু ও ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার মিতাচার ও দরিদ্রতা পরম সন্তোষের বিষয়,বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা তৎসদৃশ মনুষ্যের পক্ষে যে কতদূর ত্যাগ স্বীকার, তাহা একবার অনুধাবন করিলে হৃদয় পুল-

কিত হ। তাঁহার যে প্রকার তীক্ষ্ণ ও প্রগাঢ় বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতা ছিল, তাহাতে তিনি অনায়াসে অত্যল্পকাল মধ্যে এক জন প্রধান ও প্রতাপান্বিত রাজ কর্ম্মচারী হইয়া অতুল যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের ভাগী হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আপনার লক্ষ্য অগ্রেই স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য তিনি অগ্রেই স্বীয় মানস পটে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ;—তিনি সম্পদ চাহেন না, যশেরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি দরিদ্র থাকিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিবেন, সত্যের অন্বেষণ করিবেন। যাহারা ধন মদে মত্ত তাহারা দরিদ্রতাকে ঘৃণা করে কিন্তু তাহারা জানে না যে হীন বেশে কত মহদন্তঃকরণ অজ্ঞাত ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং হীন বেশে কত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াগিয়াছেন।

সক্রেটিস যদিও খোদক কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অন্যদিকে ছিল, এবং তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার হৃদয়ে এপ্রকার একটি জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রবল ইচ্ছা প্রজ্বলিত হইয়াছিল যে তিনি তাহার চরিতার্থতার জন্য স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে এথিনি নগরে দার্শনিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান শাস্ত্র বিষয়ে স্ব স্ব মত প্রচার করিতেছিলেন। ইহাঁরাই এথিনীয় যুবকগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। সক্রেটিস ইহাঁদের উপদেশ অতিশয় যত্নের সহিত শ্রবণ করিতেন, এবং তৎকাল প্রচলিত বহুবিধ গ্রন্থও পাঠ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এই রূপ উপদেশে বা গ্রন্থ পাঠে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইত না। তিনি দেখিলেন যে দার্শনিকগণ যে সকল মতের ব্যাখ্যা করে তাহার কিছুমাত্রই প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারে না। তাহারা কেবল কতক গুলিন কল্পনাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত; এবং সামান্য লোকে তাহাদের সহিত তর্ক করিতে চাহিলে তাহারা নানাবিধ বাক্যের কৌশলে তাহাকে পরাস্ত করিত। অপর দার্শনিকগণ সচরাচর যে সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করিত এবং মহাজ্ঞানগর্ভ বলিয়া যে সকল বিষয়ে যুবকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিত, তাহা সক্রেটিসের অন্তঃকরণে নিতান্ত নিস্ফল ও অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাহারা নাক্ষত্র বিদ্যা পারমাণব বিদ্যা সৃষ্টি প্রকরণ ইত্যাদি দুরূহ এবং অপার্থিব বিষয় লইয়াই নানা প্রকার কল্পনা ও নূতন মতের উদ্ভাবন করিত এবং এই সকল পরস্পর ভিন্ন এবং বিরুদ্ধ মত লইয়া তাহাদের মধ্যে মহা তর্ক এবং বাক যুদ্ধ উপস্থিত হইত। সক্রেটিস প্রকৃত জ্ঞানেচ্ছু হইয়া উৎসাহের সহিত এই সকল শিক্ষকের নিকট গমন করিতেন কিন্তু অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। তিনি আপনার প্রকৃতি বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা করিতেন, মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি জীবনের উদ্দেশ্য কি ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল সাধনের উপায় কি এই সকল গুরুতর এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের উত্তর তিনি কাহারও নিকট পাইতেন না। দার্শনিকগণ এই সকল প্রশ্ন সহজ ও ক্ষুদ্র বালকের উপযুক্ত বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। সক্রেটিস এই রূপে প্রচলিত দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং চিন্তা স্রোতে নিমগ্ন হইলেন। প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা কি কোন সত্যের জ্ঞান লাভ করা যায় না? মনুষ্যের কল্পনা ও অমূলক অনুমান ব্যতীত কি ইহার আর উচ্চতর উদ্দেশ্য নাই? অনিশ্চিত কল্পনা

ও বাকযুদ্ধেই কি ইহা পর্য্যবসিত হইবেক? যদি এরূপ হয় তবে দর্শন শাস্ত্র ভ্রান্তি সঙ্কুল মাত্র, তাহার সংশোধন আবশ্যক, তাহাকে প্রকৃত সত্যান্বেষণের পথে প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য, তাহার লক্ষ্য স্থির করা কর্ত্তব্য। এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সক্রেটিস প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দার্শনিকদিগের ভ্রান্তি কুসংস্কার ও কুতর্ক সকল ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সক্রেটিস কোন্ সময়াবধি প্রকাশ্য শিক্ষকও উপদেশকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা যায় না। এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে তাঁহার পরিনত বয়সেই তিনি এই গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন এবং তদবধিই তিনি দেশীয় ব্যক্তিদিগের নিকট প্রকাশ্যে পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় অপরিচিত ছিলেন। এথিনি নগরে অপরাপর যে সকল শিক্ষক ও অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহারা বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিতেন সুতরাং তাঁহারা ধনাঢ্য বক্তির সন্তানদিগের শিক্ষা কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন। সক্রেটিস এই রূপ ব্যবসায়কে নিতান্ত ঘৃণাজনক বোধ করিতেন। তাঁহার মতে অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা দান করা অতিশয় গর্হিত ও নিন্দনীয় কার্য্য। এই হেতু তিনি বিনা বেতনে সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অপরাপর শিক্ষকের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাধ্যাপনের কোন বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল না, তিনি স্বীয় স্বাভাবিক বিনীত বেশে সর্ব্বত্রই গমন করিতেন এবং সকলের সহিত উপদেশ ও জ্ঞানের কথা কহিতেন। কি রাজপথ কি জনাকীর্ণ বিপণি কি ধনবানের উচ্চ প্রাসাদ কি বণিকের বাণিজ্যাগার সক্রেটিসের সকল স্থানেই গতিবিধি ছিল, এবং তিনি কি ইতর কি ভদ্র কি দিনহীন কি সমৃদ্ধিশালী সকল লোকেরই সহিত প্রীতি ও সৌহার্দ্দ ভাবে কথোপকথন করিতেন। এবং যাহারা তাহার উপদেশ একবার শ্রবণ করিত, অথবা তাঁহার সহিত কোনবিষয়ের আলোচনা করিত, তাহারা তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দূর দর্শিতা এবং উদার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আগ্রহের সহিত তাঁহার শিষ্য ও অনুচর হইত। এইরূপে সক্রেটিস সর্ব্বদাই বহুসংখ্যক শিষ্য দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া তাহাদের সহিত নানাপ্রকার প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেন। তিনি যেখানে গমন করিতেন, সেই খানেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরগণও যাইত। কিন্তু সক্রেটিস অভিমান পূর্ব্বক আপনাকে কদাপি জ্ঞানী অথবা উপদেষ্টা বলিয়া পরিচয় দিতেন না। তিনি স্বয়ং জ্ঞানান্বেষী ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ছিলেন। তিনি সকলেরই কাছে বিশেষতঃ বিখ্যাত পণ্ডিত এবং দার্শনিকদিগের নিকটে জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত গমন করিতেন। পণ্ডিত ও উপাধ্যায়গণ তাঁহার নম্রতা ও বিনীত ভাব ও জ্ঞানোপার্জ্জনে একান্ত যত্ন দেখিয়া উৎসাহের সহিত দর্শন শাস্ত্র বিষয়ে আপনাদিগের নানাবিধ মত তাঁহাকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইত, সক্রেটিস তাহাদের মত অবগত হইয়া প্রথমে কতিপয় সহজ ও সামান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিতেন, তাহার উত্তর অবশ্যই অনায়াসে প্রদত্ত হইত, এবং এই রূপে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তপাতহইলে তিনি পুনরায় কৌশল পূর্ব্বক ভিন্ন প্রণালীতে আর কতকগুলি পূর্ব্ববৎ সহজ প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাতে উত্তরদাতা তাঁহার প্রশ্নের দুরলক্ষ্য বুঝিতে না পারিয়া নিঃশংসয়ে এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত উত্তর প্রদান

করিতেন ; কিন্তু পরিশেষে আপনার শেষ সিদ্ধান্ত প্রথম নক্কপত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া একেবারে লজ্জা ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন। এইরূপে তাঁহার নিজ মুখেই আপনার মতের ভ্রান্তি দেখিতে পাইতেন, এবং যাহাকে শিষ্য রূপে উপদেশ দিতেছিলেন তাঁহার নিকট স্বীয় অর্ব্বাচীনতা প্রকাশে একান্ত ক্ষোভযুক্ত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইতেন। যাহারা এই প্রকার বাদানুবাদ দেখিতে উপস্থিত থাকিত, তাহাদের পক্ষে ইহা মহা আমোদ ও অশেষ কৌতুকের কারণ হইত। সক্রেটিস কদাপি প্রতি পক্ষের পরাজয়ে বাহ্যিক উল্লাস প্রকাশ করিতেন না. তিনি আপনার একই প্রকার স্নিগ্ধ বিনীতভাব রক্ষা করিতেন, এবং কোন কোন সময়ে প্রতিপক্ষকে নিজোক্ত বিপরীত সিদ্ধান্তদ্বয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তজ্জন্য তাহার মত খণ্ডন হেতু বরং দুঃখ প্রকাশ করিতেন, ইহাতে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তি-গণের কৌতুক আরও বৃদ্ধি হইত এবং তাহারা অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতে বাধ্য হইত। এইরূপ প্রশ্ন পরম্পরা সহকারে বাদানুবাদ সক্রেটিসের অতি প্রিয় এবং অমোঘাস্ত্র ছিল। এই প্রকার বিচারপ্রণালী তিনিই প্রথমে সৃষ্টি করেন, এবং ইহা তিনিই কেবল সম্যকরূপে প্রয়োগ করিতে পারিতেন। এই প্রশ্নাবলিরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সম্মুখে কোন কাল্পনিক মত ক্ষণ কালের নিমিত্ত দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। এথিনীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ সক্রেটিসের এই প্রকার প্রশ্নের কৌশল দেখিয়া একেবারে বিস্ময়ান্বিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাইত। তাঁহার সহিত বিচার করিতে গিয়া তাহারা আপনার মুখেই আপনাদের ভ্রান্তির পরিচয় পাইয়া নিরুত্তর হইতে বাধ্য হইত। এইরূপে সক্রেটিসকে সকলে ভয় করিতে আরম্ভ করিল, অনেকে পরাজয়ের ভয়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত না, কিন্তু তিনি তাহাদের সহজে ছাড়িতেন না, তিনি আপনিই তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতেন। কোন কোন সময়ে হয়তো কোন জ্ঞানাভিমানী মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ধনাঢ্য বংশীয় ছাত্রগণে পরিবৃত হইয়া সমারোহ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন, এবং সক্রেটিস ও আর এক দিক দিয়া নানা প্রকার পথের লোকের সহিত বাতুলপ্রলাপের ন্যায় কথোপকথন করিতে করিতে আসিতেছেন, এমত সময়ে তিনি অমনি অগ্রসর হইয়া উপাধ্যায়ের সহিত আলাপ করিতে যাইতেন; দুই এক কথায় বিচার আরম্ভ হইত, এবং সক্রেটিসের প্রশ্ন রূপ শরাঘাতে অধ্যাপক স্বীয় ছাত্রদিগের সম্মুখে পরাজিত হইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিতেন। বাস্তবিক সক্রেটিস স্বীয় স্বাভাবিক বুদ্ধি ও জ্ঞান সহকারে তৎকালের প্রচলিত দর্শনে ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলেই বিষম ভ্রান্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। দার্শনিকগণ দর্শন-শাস্ত্রের প্রকৃত প্রণালী বুঝিতে না পারিয়া স্বস্ব অনুমতি ও কল্পনা প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম অবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইত, এবং এইরূপে বিভিন্নমতের উদ্ভাব করিয়া তাহাই 'বিজ্ঞান শাস্ত্র বলিয়া শিক্ষা দিত। এই প্রকারে তাহারা শূন্যোপরি মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে যাইত, সামান্য লোকে তাহা সমর পরিপাটী ও সুদৃঢ় জ্ঞান করিয়া নির্ম্মাতাগণের যশোঘোষণা করিত। কিন্তু সক্রেটিসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই আকাশমন্দির আকাশ কুসুমবৎ ছায়া ও কেবল স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইত। যে কোনমত বা শাস্ত্র হউক না কেন তাহা সত্য এবং পরীক্ষামূলক হওয়া আবশ্যক। এই হেতু যাহারা প্রকৃত পরীক্ষা ও আলোচনা না করিয়া সহসা একটি মতকে

সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাদের বুঝাই-বার জন্য সক্রেটিসের তর্কপ্রণালীই সম্পূর্ণ উপযোগি। তাহারা ইহা দ্বারা আপনাদের মতের সত্যাসত্য যেমন পরীক্ষা করিতে পারে, সেইরূপ তাহার উৎপত্তি ও মূলের প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি ও আলোচনা পরিচালিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহারা পূর্ব্বে যাহা অবোধের ন্যায় মানিত তাহার আমূলতঃ পরীক্ষা দ্বারা আপনাদের বিশ্বাসের ভূমি দেখিতে পায়।

সক্রেটিস এই রূপে সকলের মনকে প্রকৃত চিন্তা ও আলোচনার পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আলোচনা ব্যতীত কোন বিষয়েরই বিশেষ জ্ঞান লাভ হয় না, সুতরাং যাহারা চিন্তা না করিয়া কেবল কতক গুলিন আপাতত মনোহর মত শিক্ষা করিত তাহারা সক্রেটিসের প্রশ্নোত্তর দ্বারা আপনাদের একান্ত অজ্ঞতা স্পষ্ট দেখিতে পাইত। সক্রেটিস স্বয়ং প্রায় কোন প্রকার মতের প্রচার করিতেন না; দার্শনিক ও জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদিগের অমূলক মত ও ভ্রম সঙ্কুল নিষ্ফল বিজ্ঞান শাস্ত্র রূপ নিবিড় কণ্টকবন ছেদন করাই তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। লোকে যাহাতে আপনাদের ভ্রম দেখিতে পায় ইহাই তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। কিন্তু তিনি যে কোন প্রসঙ্গ উপলক্ষে প্রশ্নোত্তর করিতেন লোকে তদ্দ্বারা তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার সন্ধান প্রাপ্ত হইত। অতএব যদিও তিনি স্বয়ং লোক সকলকে সত্যের পবিত্র মন্দিরে লইয়া যান নাই,তথাপি তিনি তাহাতে উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইয়াছিলেন। সকল প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে পৃথক পৃথক দুইটি প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয়। প্রথম সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিকে প্রাপ্ত হওয়া এবং দ্বিতীয় ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির নির্ম্মাণ করা। একের দ্বারা কোন বস্তুর অন্তর্গত পদার্থ সমূহের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অপরের দ্বারা সেই সকল পদার্থের সংযোগে উক্ত বস্তুকে রচনা করা যায়। যেমন একটি ঘটিকা যন্ত্র বুঝিতে গেলে প্রথমে তাহাকে খুলিয়া তাহার বিবিধ চক্রাদি রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি দেখিতে হয়, তৎপরে এই সকল অঙ্গের সংযোগে ও পরস্পর সম্বন্ধে কি রূপে উক্ত যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাও জানা আবশ্যক। এই রূপ প্রণালী সকল বিদ্যাতেই প্রয়োগ হয়। এবং কোন মতের তথ্য জানিতে হইলে এই দুই প্রণালীই প্রয়োগ করা আবশ্যক, প্রথমে যাহাতে তাহার অন্তর্গত মূল সত্য সকল একাদিক্রমে জানা যায়, দ্বিতীয়ত সেই সকল সত্য হইতে উক্ত মতের উদ্ভাবন হইতে পারে কি না। সক্রেটিসের তর্ক ইহার মধ্যে প্রথম প্রণালীর অনুযায়ী ছিল; তাহাতে সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে উপনীত হওয়া যায়, তিনি স্বীয় প্রশ্নাবলির দ্বারা প্রস্তাবিত প্রসঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার অন্তর্গত সত্যাসত্য একেবারে স্পষ্ট দেখাইয়াদিতেন।

অপর দার্শনিক ও অধ্যাপকগণ নিয়ত যে প্রাকৃতিক ব্যাপার লইয়া তর্কবিতর্ক করিত এবং তদ্বিষয়ে তাহাদের স্ব স্ব মত যুবকদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিত, তাহার নিতান্ত নিষ্ফলত্ব ও অপ্রয়োজন সক্রেটিস দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। লোকে বাহ্য বস্তুর অনুসন্ধানেই ব্যস্ত ছিল, তিনি তাহাদিগকে অন্তরের আত্মাকে জানিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিষয়ের অপেক্ষা বিষয়ীকে জানা আবশ্যক, দূরস্থ নক্ষত্রের গণনা অপেক্ষা আপনার আন্তরিক প্রবৃত্তি ও মনের গতির প্রতি দৃষ্টি করা শ্রেয়স্কর, মনুষ্যের অবস্থা, জীবনের উদ্দেশ্য,আপনার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান, এই সকল বিষয় পরি-

ত্যাগ করিয়া যাহারা শুদ্ধ প্রাকৃতিক ঘটনার আলোচনা করে তাহারাই আত্মাপহারক। তাহারা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া জীবনকে বৃথা ক্ষেপণ করে। এই রূপে তিনি স্বদেশীয় জন সমূহকে আত্মতত্ত্ব এবং নীতি শাস্ত্রের আলোচনা করিতে প্রথমে উপদেশ দেন। মনুষ্য আপনাকে অগ্রে জানিবেক এই সারবান সত্য প্রথমে সক্রেটিসের মুখ হইতেই নিঃসৃত হইয়াছিল। তিনিই ভ্রান্তি পথবর্ত্তী দার্শনিকদিগকে প্রকৃত জ্ঞানের পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত গ্রীক ইতিহাস বেত্তা জেনোফন সক্রেটিসের উপদেশের এই প্রকার পরিচয় দিয়াছেন। সক্রেটিস সর্ব্বদাই জনসমাজের উপকার জনক নীতি বিষয়েই কথোপকথন করিতেন, ন্যায় কি, অন্যায় কি, সৎ কি, অসৎ কি, প্রিয় কি, অপ্রিয় কি, ভক্তি কাহাকে বলে, জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রভেদ কি, মিতাচার কি, সাহস কাহাকে কহে, ভীরুতা কিসে হয়, জন সমাজ কাহাকে কহে মনুষ্যের সমাজের প্রতি কি কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিবিধ মহোপকার-জনক বিষয়েই তিনি উপদেশ দিতেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য এরূপ মধুর ও শ্রোত্রপেয় ছিল যে সকলেই তাহাতে মোহিত হইয়া যাইত। তাঁহার শিষ্য এলকিবাইডিস এই রূপ কহিয়াছেন যে "আমি যখন তাঁহার কথা শ্রবণ করিতাম, আমার হৃদয় আনন্দে, উৎসাহে স্ফীত হইত, সে উৎসাহ আমি আর কোথাও পাইতাম না। তাঁহার অমৃতময় উপদেশে আমার অশ্রুপাত হইত; আমি পেরিক্লিশ ও অপরাপর বাগ্মীদিগের বক্তৃতা শুনিয়াছি কিন্তু তাহাদের বক্তৃতার এতাধিক প্রভাব নহে। সক্রেটিসের নীতি উপদেশে আমার অন্তর শোক ও অনুতাপে পূর্ণ হইত এবং আমার জীবন যে বৃথা কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইত, তিনিই কেবল আমার মনে কর্ত্তব্যের গুরুতর ভার ও অনুতাপ উদয় করিতে পারিতেন।

—০—

প্রেরিত পত্র।

ব্রাহ্মিকার স্তোত্র।

নাথ! সমস্ত দিবস অবসান হইল, প্রাতঃকাল অবধি সমস্ত দিন সূর্য্য প্রখর কিরণ সহিত উদিত থাকিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছেন, এবং সন্ধ্যা আরম্ভেতেই তিনি অস্ত হইলেন। এইক্ষণে নিস্তব্ধ রজনী উপস্থিত। এই সময়েও আবার চন্দ্র অগণ্য তারার সহিত আকাশ মণ্ডলে উদয় হইয়া তোমার আজ্ঞা পালনে রত হইয়াছেন, কিন্তু পিতা, আমি তোমার কন্যা হইয়া সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি নাই, কেবলি সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, কেবলই এই প্রকারে মিথ্যাকার্য্যে রত থাকিয়া জীবনের সকল দিবস নিরর্থ ক্ষেপণ করিতেছি। হে পিতা! তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি যেন সূর্য্যের ন্যায় আমি তোমার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করি, যেন আমার শরীরে আলস্য প্রবেশ করিতে না পারে। আমাকে ধর্ম্মবলে বলবতী কর, এবং আমার ইচ্ছা সকলকে কর্ত্তব্যের অনুগামী করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। দীননাথ! আমি অতি দুঃখিনী, আমার নিকটে প্রকাশিত হও, পাপিয়সী বলিয়া ত্যাগ করিও না। আমার আর তোমার সমান কেহ নাই, আমাকে তোমার কার্য্যে নিযুক্ত কর, যেন তোমার প্রিয়কার্য্য করিতে করিতে আমার জীবন শেষ হয়, আমাকে তোমার চরণ ছায়াতে রক্ষা কর। যেন শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়া দিন দিন তোমার নিকটে অগ্রসর হই

পিতা! তোমার প্রেমমুখ প্রদর্শনে বঞ্চিত করিও না, যেন সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে তোমাকে নিকট জানিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। করুণাময়! মনোনিবেশ করিয়া তোমার রাজ্যের শোভা দেখিলে আমার মন পুলকিত হয় এবং তোমার করুণা সকল বস্তুতে প্রকাশ পায়। তুমি করুণা সাগর, তোমার করুণার কথা কি বলিব, আমি অজ্ঞান স্ত্রীলোক আমার সাধ্য নাই যে তাহা ব্যক্ত করি। আমার অজ্ঞানতা দূর কর ও তোমার নির্ম্মল স্নেহবারি দিয়া আমার হৃদয়ের মলা প্রক্ষালন কর, আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার চরণে প্রনাম, হে অনাথ নাথ! অনাথিনীর প্রণাম গ্রহণ কর। হে প্রভু! এ দুঃখিনীর হৃদয়ে বিরাজ কর॥

সংবাদ সার।

আমাদিগের পাঠকবর্গ ইতিপূর্ব্বেই শ্রুত হইয়া থাকিবেন যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মবন্ধু সভানাম্নী একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কলিকাতার যত সাধুচরিত্র ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম আছেন, তন্মধ্যে অনেকেই ইহার সভ্য। যে সকল বিষয়ে ধর্ম্মজ্ঞান, ব্রহ্মতত্ত্ব, এবং আত্মোন্নতি লাভ করা যায়, সে সকল বিষয়ই এখানে আলোচিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ দেশোন্নতি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে এই সভা বিশেষ উপকারিণী। বয়স্থা নারীগণের শিক্ষার্থে সভ্যেরা এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারার্থে স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। সভার আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত অর্দ্ধ মুদ্রা এবং এক মুদ্রা মূল্যে দুই প্রকার টিকিট্ প্রস্তুত হইয়াছে, যাঁহারা এই টিকিট্ ক্রয় করিতে মানস করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে তত্ত্ব করিলেই পাইবেন। ঈশ্বর প্রসাদে ব্রাহ্মগণের উৎসাহে ব্রাহ্মবন্ধু সভা অচিরে উন্নতি লাভ করুন, এবং বঙ্গদেশের পরম কল্যাণ সাধন করুন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তথাকার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকিবেক তাঁহার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেই প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইবেন।

কোন্নগরে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের প্রযত্নে সম্প্রতি একটী ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানকার ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য যে মধ্যে মধ্যে কোন্নগরে গমন করিয়া তত্রত্য ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন। ঈশ্বর প্রসাদে এই সমাজটী দিন দিন উন্নতিলাভ করুক।

শ্রুত হওয়া গেল কতকগুলী খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে সমুচিত সমাদর ও উৎসাহ পাইবেন কি না, এই সন্দেহ প্রযুক্তই আপনাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া পাঠকবর্গকে কিছু নিশ্চয়রূপে বলা যাইতেছে না। যাহাহউক মিসনরীদিগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের উপর যে বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ানেরা অসন্তুষ্ট ইহা আমরা বারম্বার শুনিয়াছি, কিন্তু কি জন্য যে মিসনরী মহোদয়গণ তাঁহাদিগের অসন্তোষের পাত্র হয়েন তাহা আমরা পাঠকবর্গকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। যাহাহউক দুঃখের বিষয় এই যে বাঙ্গালী খৃষ্টীয়ানেরা না ইংরাজদিগের না বাঙ্গালিদিগের কাহারো স্নেহভাজন হইতে পারেন না। হা! সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিতে কেন তাঁহারা আর ভ্রমান্ধকারে অভিভূত হয়েন।

ইণ্ডিয়ান রিফরমার সংবাদ পত্রের এক জন পত্র প্রেরক বলেন যে কোন এক ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পিতার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য গোময় পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সমাজের বা আচার্য্যের নাম পত্র প্রেরক কিছুই লিখেন নাই। এ বিষয় যে সম্পূর্ণরূপে অলীক তাহা পাঠকমাত্রেরই বোধগম্য হইবে। কিন্তু ইহা অমূলক হউক আর সমূলক হউক এতদ্দৃষ্টে সকল ব্রাহ্মেরই সাবধান হওয়া উচিত। কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম পথ হইতে স্খলিত হইয়া কদাচ যেন তাঁহারা লজ্জাকর অধর্ম্মপথে পতিত না হয়েন। কর্ত্তব্য সাধন করা, সকল বিঘ্ন সকল অত্যাচার সত্ত্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারব্রত পালন করাই ব্রাহ্মের লক্ষণ।

বঙ্গদেশ এবং বোম্বাইবাসীগণের মধ্যে যেরূপ প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাব দৃষ্ট হয়, তাহাতে ধর্ম্মবিষয়ে যে তাঁহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য নাই ইহা অতি দুঃখজনক ব্যাপার। বোম্বাই নিবাসীগণ কিজন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোন মতামত প্রকাশ করেন না, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহাদিগের ধর্ম্মে মতি হয় এবং তাঁহাদি-

গের দেশে একটী ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এই আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সঙ্গতের কএক জন সভ্য বামাবোধিনী পত্রিকা নাম্নী একখানি অতি সুন্দর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। সঙ্গতের সভ্যেরাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান নামক মহামূল্য পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন। বামাবোধিনী পত্রিকা যে বিশেষত স্ত্রীলোকদিগের জন্য ইহা বলা বাহুল্য মাত্র, ঈশ্বরের কৃপায় অবিলম্বে ইহা উন্নতি লাভ করুক। কলিকাতা ব্রাহ্ম সঙ্গতের সভ্য মহোদয়গণ হইতে আমরা যে সমূহ মহৎকার্য্য প্রত্যাশা করিয়া ছিলাম, তাহা দিন দিন পূর্ণ হইতেছে।

বঙ্গীয় মহিলাগণ যে অচিরে বিদ্যা এবং ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতিশীলা হইবেক ইহাতে আর আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব পৃষ্ঠে প্রকটিত স্তোত্রটি একটী অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকের বিরচিত। সাহিত্যালঙ্কার বিষয়ে যদিও ইহা উৎকৃষ্ট না হউক কিন্তু ইহার সরল কোমল ধর্ম্মভাব দেখিলে আহ্লাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

শ্রুত হওয়া গেল যে বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম সমাজের একটী সভ্য তত্রত্য মিসনরী স্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষেরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে তাঁহার সমধিক যত্ন দেখিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বীগণ হইতে আমরা উৎসাহ প্রত্যাশা করি আর না করি ভ্রাতৃভাব প্রত্যাশা করিতাম, তাঁহারাও ব্রাহ্মদিগকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন, ভাল দেখা যাউক কত দূর করিয়া উঠিতে পারেন।

বঙ্গদেশে নিম্ন লিখিত কতিপয় স্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে।

কলিকাতা........ { যোড়াসাঁকো, পটল ডাঙ্গা, নেবুতলা, বহুবাজার }

ভবানীপুর	বেহালা
বেলঘরিয়া নিকটস্থ নওদাপাড়া	টাকী
	মেদনীপুর
রামকৃষ্ণ পুর	বর্দ্ধমান
সাঁত্রাগাছী	জলেশ্বর
কোন নগর	বলুহাটী
শ্রীরামপুর	বৈদ্যবাটী
চন্দননগর	নিবাধে
দত্তপুকুর	মুদিয়ালী
পুটুরি	ভাযতাড়া
দীর্ঘশুই	চুচুড়া
হালিসহর —	শান্তিপুর
কৃষ্ণনগর	বোয়ালিয়া
বগুড়া	ঢাকা
ত্রিপুরা	ত্রিপুরা শাখা
ফরিদপুর	মৈমানসিং
যশোহর	পাবনা
বাখরগঞ্জ	
বরিশাল	চট্টগ্রাম

এতদ্ব্যতিরেকে উড়িশ্যা দেশমধ্যে কটকে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এলাহাবাদ লখনউ বরেলী এবং লাহোর এই কতিপয় স্থানে এক একটী সমাজ আছে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে ব্রাহ্মবন্ধু সভা দ্বারা নিম্ন লিখিত উপায় সকল স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্য সকল স্থানস্থ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে একটী বিশেষ যোগ সংস্থাপন করা, যদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য সর্ব্বত্রেই এক প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে।

২ স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও কথোপকথনচ্ছলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা।

৩। সাধারণের উপকারার্থে ব্রহ্ম বিদ্যালয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা, বক্তৃতা। অজ্ঞ লোকদিগের উপকারার্থে সহর এবং পল্লীগ্রামে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সরল ভাষায় উপদেশ।

৪। সময় বিশেষে অবস্থা বিশেষে চিকিৎসালয়স্থ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শারীরিক সুস্থতা এবং ধর্ম্মোপদেশ ও আত্মার শান্তি সম্পাদনের চেষ্টা পাওয়া।

৫। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ গ্রন্থ রচনা করা।

মহাত্মা ডকটর ডফ্‌ সাহেব ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া সবদেশে গমন করিতেছেন, এবং তাঁহার সম্মানের জন্য সকল লোকেই উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। এ সময়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য যে সাধারণের গোচরার্থে আমরাও স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে সহকারিণী হইয়া শৈশবাবস্থায়ই মিসনরীদিগের সহিত কলহ করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে ডকটর ডফ্‌ সাহেবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া কত বারই তাঁহার মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দ্বন্দ্ব বিবাদ যদিও বহু দিনাবধি অবসান হইয়াছে, কিন্তু উৎসাহ অগ্নি পরস্পর কোন পক্ষেই নির্ব্বাণ হয় নাই। যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহসহকারে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি, ডকটর ডফ্‌ ততোধিক উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত তাঁহার অবলম্বিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। কেবল ধর্ম্ম প্রচার কেন, বিবিধ উপায়ে বঙ্গদেশের প্রকৃত হিতান্বেষণে তিনি যে প্রকার পরিশ্রম করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয়

কোন দেশানুরাগী ব্যক্তি সে রূপ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার সহিত মৃতভেদ জন্য ব্রাহ্মেরা যেরূপ দুঃখিত হউন না কেন তাঁহার মহচ্চরিত্র, অটলউৎসাহ ও বিপুল ধর্ম্মানুষ্ঠান স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই সকলে সাধুবাদ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মদিগের হইয়া আমরা ডফ সাহেবকে কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি উপহার দিতেছি, এবং প্রার্থনা করিতেছি পরম পিতা তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, এবং তাঁহাকে জগতের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য অধিকতর বল ও উৎসাহ প্রদান করুন।

কবিবর মহাত্মা সেক্সপিয়ারের স্মরণার্থে বিলাতে যে "সেকসপিয়ার কমিটী" নাম্নী একটী সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে, গবর্ণমেন্ট হইতে তাহার এক খণ্ড কার্য্য বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মহৎ কার্য্যে আমরা সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদন করিতেছি। মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতির স্মরণার্থে আমাদিগের দেশানুরাগী স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ কিজন্য না উক্ত প্রকার একটী সভা সংস্থাপিত করেন।

বিগত ৩০ কার্ত্তিকে বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের দশম সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে, তদুপলক্ষে প্রায় ১০০ জন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন।

—০—

বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও অপরাপর জনপদে ধর্ম্ম বিষয়ে কি প্রকার উন্নতি হইতেছে, স্থানে২ কিং সামাজিক পরিবর্ত্তন হইতেছে, বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কিকি নূতন আবিষ্কার হইতেছে, ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষেপ সংবাদাবলি প্রকাশ করা আবশ্যক, অতএব উপরের লিখিত মতে মধ্যে মধ্যে পত্রিকায় এইরূপ সংবাদ প্রকটনে আমরা ব্রতী হইলাম।

—০—

নূতন গ্রন্থ সমালোচনা।

হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা। শ্রীমতী কৈলাস বাসিনী দেবী বিরচিত। এই গ্রন্থখানি বৈদ্য কুলোদ্ভবা কোন গুণবতী ও বিদ্যাবতী নারীর লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ইহা আমরা বিশেষ যত্ন ও আহ্লাদের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছি, বঙ্গদেশের মহিলাগণের বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ প্রণালীবদ্ধ ক্রমে এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যেমন উন্নত ভাবে পরিপূর্ণ সেই রূপ সুললিত সাধুভাষায় লিখিত হইয়াছে। এপ্রকার রচনা এক্ষণকার স্ত্রীলোকদিগের লেখনী হইতে অদ্যাপি বিনির্গত হইতে দেখা যায় নাই, অধিক কি অনেক বিদ্যাবান্ পুরুষ এপ্রকার বাঙ্গালা লিখিতে পারেন না। এই গ্রন্থে এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণ বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেক। ইহা হইতে প্রথমতঃ তাহারা জন্মার্জ্জিত কুসংস্কার নাশক অনেক সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেক এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা রচয়িত্রীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাহাদের মনে সদাই উদিত হইবেক। যে সকল নারী অদ্যাবধি বিদ্যোপার্জ্জন ও জ্ঞান লাভ করা নিষ্ফল মনে করেন তাঁহারা কৈলাস বাসিনীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া অবশ্যই তাঁহাদের সেই কুসংস্কার পরিত্যাগ করিবেন। যাঁহারা জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা ইঁহার দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া বঙ্গ বাসিনী ভগিনীগণের উপদেশ ও উৎসাহের নিমিত্ত পুস্তক সকল রচনা ও প্রকাশ করিবেন। এই রূপে অত্যল্প কালে স্ত্রী জাতির শিক্ষার ভার স্ত্রী লোক কর্ত্তৃক গৃহীত হইবেক।

———

বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা। আর, এম, বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য, ইহা প্রতিমাসে এক এক খানি করিয়া প্রকাশিত হইবেক। যাঁহারা এই গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছেন তাঁহারা যদি তাহা সাধন করিতে পারেন তবে বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি পক্ষে তাঁহারা বিস্তর উপকার করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। সংস্কৃত শাস্ত্রের ও সাহিত্যাদির আলোচনা একেবারে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে অতএব যাহাতে সেই আলোচনা পুনরুদ্দীপিত হয় যাহাতে লোকে সংস্কৃতের জ্ঞান ভাণ্ডার দেখিতে পায় তাহার চেষ্টাকরা অতিশয় আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেকে এই প্রকার মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়া পরিশেষে আপনাদের আলস্যহেতু অথবা সাধারণের উৎসাহ ও সাহায্যাভাব হেতু অল্পকাল মধ্যে আপনাদের উদ্‌যোগে ভঙ্গ দিয়াছেন। এইরূপে সর্ব্বার্থ পূর্ণ চন্দ্র নামে পুরাণ বিষয়ক অতি সুন্দর ও মহোপকার জনক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছিল তাহা সহসা বন্দ হইয়াগেল। কিন্তু তাহাতে জন সমাজের কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণই বোধ করিতে পারেন। এক্ষণে আর এম বসু কোম্পানি যে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহা উত্তম বটে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ সাফল্যের প্রতি আমাদের কিঞ্চিৎ সংশয় হইতেছে। তাঁহারা সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থে মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিবার কল্পনা করিয়া মাসে২ এক এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহারা শত বৎসরেও স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবেন না। সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ দূরে থাকুক যদি তাহার সাহিত্য ভাগই লওয়া যায় তাহা

হইলে সেই ভাগই প্রকাশ করিতে কত কাল লাগিবেক। এক মাত্র কালিদাস কৃত গ্রন্থেতেই তাঁহাদের অভাবত বৎসরাধিক বিলম্ব হইবেক। যাহাহউক আমরা গ্রন্থ প্রকাশক দিগের উৎসাহ ভঙ্গ করিতে চাহি না বাস্তবিক ইহা তাঁহাদেরও দোষ নহে, সাধারণের উৎসাহ না থাকিলে এই রূপই হইয়া থাকে।

চিন্তাপঞ্চক। শ্রীকামাখ্যাচরণ ঘোষ বিরচিত।—এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি আমরা অতিশয় যত্নের সহিত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে পাঁচটি প্রবন্ধ পদ্যে রচিত হইয়াছে। যথা—অমাবস্যার নিশীথ-চিন্তা, সত্য চিন্তা, সত্য লাভের উপায় চিন্তা, আত্ম চিন্তা, জীবনের লক্ষ্য চিন্তা। এই সকল দুরূহ বিষয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট উদার ও গভীর ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, ধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল সত্য সুন্দর সহজ ভাষায় উক্ত হইয়াছে, তাহাতে লেখকের আন্তরিক ধর্ম্ম বুদ্ধির বিশেষ উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়।

আমরা এস্থলে এই গ্রন্থের উপসংহার ভাগ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতে পাঠকগণ লেখকের ভাব ও ভক্তির প্রগাঢ়তা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা নিতান্ত নিষ্ফল না মনে করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

উপসংহার

কোথা ওহে দয়াময় জগত-আধার!
অভাগা জনের পানে চাহ এক বার,
চির-অনুষ্ঠিত পাপ করিয়া স্মরণ,
দেখিতে অন্তর মম করিছে রোদন।
তোমার নিষিদ্ধ কর্ম্ম কত শত শত,
তোমারি সাক্ষাতে আমি করেছি সতত,।
আমার যে অপরাধ সংখ্যা নাহি তার,
বুঝিতে না পারি প্রভু কিসে হব পার;
কিন্তু জানি তব দয়া অসীম অতুল,
ভরসা হতেছে তাই পাব বুঝি কূল;
কিন্তু হায়! যখন ভাবিয়া দেখি মনে,
তোমারে সরল চিত্তে ডাকিতে জানিনে,
তখন যাতনা মম দ্বিগুণ প্রবল
হইয়া আমারে করে নিতান্ত বিহ্বল।
বুঝিয়া দেখরে মন পাপের যন্ত্রণা,
পাইয়া সুপথ, তবু যাইতে পারনা।
কত আর নিদ্রা যাবে ভ্রম অন্ধকারে?
ডুবিল তরণী, দেখ অকূল পাথারে।
সহসা হইলে মৃত্যু কি হবে তোমার,
বলরে অবোধ মন ভেবে একবার?
কেমনে যাইবে তুমি সাক্ষাতে তাঁহার,
সতত কল্মিচ পাপ সমুখে যাঁহার?
তাই বলি এই বেলা কর জাগরণ,
অনুতাপানলে চিত্ত কররে দাহন।
করো না বিলম্ব আর নিমেষের তরে,
কি জানি এখনি যদি কাল প্রাণ হরে!
ভেবে দেখ, দিন স্থির নাহি কিছু তার,
এখন হারালে কাল কি করিবে আর।

ইহা এস্থলে বলা আবশ্যক যে এই লেখকের লেখনী হইতেই দীপ্ত-শিরার-অভিষেক নামক পদ্য গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং আমরা ভরসা করি যে ইনি সাধারণের উপকারার্থ এই প্রকার নীতি গর্ভ গ্রন্থ সকল উত্তরোত্তর রচনা করিবেন।

—•—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং।

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, এমত মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি এমনো নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমারদিগের মধ্যে বুঝিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়াছেন।

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে আমি ব্রহ্মস্বরূপকে জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে; আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই।

They are in error who conclude that they cannot know an Infinite God, but they are equally in error who suppose that they can reach a perfect knowledge of Him. There is a sense in which he may be described as the unknown God, for no human intellect can come to know all the attributes of God, or

even know all about any one of his perfections; but there is a sense in which he is emphatically the known God, inasmuch as he has been pleased to manifest and reveal himself, and every human being is required to attain a clear and positive, though at the same time a necessarily inadequate knowledge of him. It is true, on the one hand, that the invisible things of God from the creation of the world are clearly seen, being understood from the things which are made, even his eternal power and Godhead; but it is equally true, on the other, that we cannot by searching find out God, that we cannot find out the Almighty unto perfection. The wide finite, with its horizon ever widening as we ascend, should call forth our admiration, our adoration, and our love; the wider infinite, which is round about, and into which we can only gaze as we often gaze into the deep sky, should impress us with a feeling of awe in reference to Him who fills it all, and a feeling of humility in reference to ourselves who can know so little.

He who dwells in infinity is at once a God who reveals and a God who conceals himelf.. We can know, but we can know only in parts. The knowledge which we can attain is the clearest, and yet the obscurest of all our knowledge. A child, a savage, can acquire a certain acquaintance with Him, while neither sage nor angel can rise to a full comprehension of Him. God may be truly described as the Being of whom we know the most, inasmuch as His works are ever pressing themselves upon our attention, and we behold more of His ways than of the ways of any other; and yet He is the Being of whom we know the least, inasmuch as we know comparatively less of His whole nature than we do of ourselves, or of our fellow-men, or of any object falling under our senses. They who know the least of Him have in this the most valuable of all knowledge; they who know the most, know but little after all of His glorious perfections. Let us prize what knowledge we have, but feel meanwhile that our knowledge is comparative ignorance. They who know little of Him may feel as if they knew much; they who know much will always feel that they know little. The most limited knowledge of Him should be felt to be precious, but this mainly as an encouragemeht to seek knowledge higher and yet higher, without limit and without end. They who in earth or heaven know the most, know that they know little after all; but they know that they may know more and more of Him throughout eternal ages.

The Intuitions of the Mind—M'Cosh pp. 230, 231.

—:o—

বিজ্ঞাপন

আমারদিগের এই কার্য্যালয়ে যাঁহারা ডাকের টিকিট প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অর্দ্ধ আনা বা এক আনার টিকিট ক্রয় করিয়া পাঠাইবেন, যেহেতু এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট এখানে বিক্রয় করিতে হইলে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

—o—

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় বিগত মঙ্গলবার ৯ অগ্রহায়ণাবধি ব্রাহ্ম সমাজের বৈষয়িক কার্য্য ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমাজের সহকারি সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হইলেন। অতএব এক্ষণে পত্র প্রেরক মহাশয়েরা উক্ত সহকারি সম্পাদকের নামে পত্র প্রেরণ করিবেন ইতি।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ সেন।
সম্পাদক।

———

ব্রাহ্ম সমাজের পুস্তকালয়ের পুস্তক যে যে ব্যক্তির নিকটে আছে তাঁহারা সেই সকল পুস্তক অবিলম্বে সমাজের কার্য্যালয়ে প্রতিপ্রেরণ করিলে পরম বাধিত হইব।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
সহঃ সম্পাদক।

———

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৫ ই পৌষ শনিবার সন্ধ্যা ৭॥০ সার্দ্ধ সপ্ত ঘটিকার সময় বলুহাটীস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উক্ত ব্রাহ্ম সমাজের ষষ্ঠম সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

বলুহাটী ১২৭০ সাল ৪ ঠা অগ্রহায়ণ। } শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ উপাচার্য্য।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।
১৫ অগ্রহায়ণ সোমবার সম্বৎ ১৯২১ কলিগতাব্দ ৪৯৬৫।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মুমুক্ষুযুবার স্তোত্র।

হে বিশ্ব পালক জগদীশ! যেমন শীত বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, পর্য্যায় ক্রমে তোমার জগতের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে, তেমনি বাল্য, যৌবন, ও বার্দ্ধক্য পর্য্যায় ক্রমে তোমার প্রদত্ত মনুষ্য জীবনের সুখ বৃদ্ধি ও সীমা নিরূপণ করিতেছে।

প্রত্যেক ঋতু অবসানে তোমার জগৎ যেমন নূতন নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করে, প্রত্যেক অবস্থান্তরে সেই রূপ মনুষ্য জীবন নূতন নূতন ভাবে অনুরঞ্জিত হয়। শৈশব কালে যখন জ্ঞান শূন্য চিন্তা শূন্য হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে তোমার সহিত ক্রীড়া করিতাম, যখন জনক জননী জ্ঞাতি বান্ধব, আমার অকলঙ্কিত কোমল মধুর ভাবে মোহিত হইয়া কত প্রকার আনন্দ প্রকাশ করিতেন, তখন নাথ! তোমার করুণাচ্ছবি কি সুন্দর রূপে আমার এই জীবনে চিত্রিত হইয়া ছিল। শৈশবাস্থার মধ্যে আমার অপরিস্ফুট মনোবৃত্তি রচনা করত যখন আমার হস্ত ধরিয়া বাল্য বর্ত্মে আনয়ন করিলে, যখন নাথ সরল নিরপরাধী বালক হইয়া তোমার সৃষ্টির পথে প্রথমে উপস্থিত হইলাম, তখন প্রত্যেক বস্তুই কেমন আশ্চর্য্যকর, সুখদায়ক ও সুমিষ্ট বোধ হইত! উষাকালের মুকুলিত কুসুম মঞ্জরী সদৃশ প্রফুল্ল বদনে পরিবার মধ্যে বিচরণ করিতাম, সকলেরি কত স্নেহের ধন আদরের ধন ছিলাম। পরে যখন যৌবন কালের অভ্যুদয়ে মুকুলিত বৃত্তি সকল একে একে বিকশিত হইল, প্রত্যেক আনন্দ হিল্লোলে যখন নৃত্য করিতে লাগিলাম, তখন জগতের ভাবে ভুলিয়া তোমাকে দেখিলাম না, কত দিন গত হইল, কত ঘটনা স্রোত বহিয়া গেল, কিন্তু আমার মোহান্ধতার অবসান হইল না। কুপথে পতিত হইয়া নাথ! সেই যৌবন কুসুম শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, পাপ তাপে উত্তপ্ত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। গলবস্ত্রে তোমার করুণাবারি প্রত্যাশায় এখন নাথ! তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছি। যে বলের প্রতি নির্ভর করিয়া তোমার অনুগত ব্রহ্মপরায়ণ সাধু যুবা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা সকলকে অতিক্রম করেন; যে বলের প্রতি নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে তিনি বিষম সংসারের প্রতি-

even know all about any one of his perfections; but there is a sense in which he is emphatically the known God, inasmuch as he has been pleased to manifest and reveal himself, and every human being is required to attain a clear and positive, though at the same time a necessarily inadequate knowledge of him. It is true, on the one hand, that the invisible things of God from the creation of the world are clearly seen, being understood from the things which are made, even his eternal power and Godhead; but it is equally true, on the other, that we cannot by searching find out God, that we cannot find out the Almighty unto perfection. The wide finite, with its horizon ever widening as we ascend, should call forth our admiration, our adoration, and our love; the wider infinite, which is round about, and into which we can only gaze as we often gaze into the deep sky, should impress us with a feeling of awe in reference to Him who fills it all, and a feeling of humility in reference to ourselves who can know so little.

He who dwells in infinity is at once a God who reveals and a God who conceals himelf.. We can know, but we can know only in parts. The knowledge which we can attain is the clearest, and yet the obscurest of all our knowledge. A child, a savage, can acquire a certain acquaintance with Him, while neither sage nor angel can rise to a full comprehension of Him. God may be truly described as the Being of whom we know the most, inasmuch as His works are ever pressing themselves upon our attention, and we behold more of His ways than of the ways of any other; and yet He is the Being of whom we know the least, inasmuch as we know comparatively less of His whole nature than we do of ourselves, or of our fellow-men, or of any object falling under our senses. They who know the least of Him have in this the most valuable of all knowledge; they who know the most, know but little after all of His glorious perfections. Let us prize what knowledge we have, but feel meanwhile that our knowledge is comparative ignorance. They who know little of Him may feel as if they knew much; they who know much will always feel that they know little. The most limited knowledge of Him should be felt to be precious, but this mainly as an encouragemeht to seek knowledge higher and yet higher, without limit and without end. They who in earth or heaven know the most, know that they know little after all; but they know that they may know more and more of Him throughout eternal ages.

The Intuitions of the Mind—M'Cosh pp. 230, 231.

—:o—

বিজ্ঞাপন

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য।৶০ ছয় আনা মাত্র। ১৫ অগ্রহায়ণ সোমবার সম্বৎ ১৯২১ কলিগতাব্দ ৪৯৬৪।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মুমুক্ষুযুবার স্তোত্র।

হে বিশ্ব পালক জগদীশ! যেমন শীত বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, পর্য্যায় ক্রমে তোমার জগতের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে, তেমনি বাল্য, যৌবন, ও বার্দ্ধক্য পর্য্যায় ক্রমে তোমার প্রদত্ত মনুষ্য জীবনের সুখ বৃদ্ধি ও সীমা নিরূপণ করিতেছে।

প্রত্যেক ঋতু অবসানে তোমার জগৎ যেমন নূতন নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করে, প্রত্যেক অবস্থান্তরে সেই রূপ মনুষ্য জীবন নূতন নূতন ভাবে অনুরঞ্জিত হয়। শৈশব কালে যখন জ্ঞান শূন্য চিন্তা শূন্য হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে তোমার সহিত ক্রীড়া করিতাম, যখন জনক জননী জ্ঞাতি বান্ধব, আমার অকলঙ্কিত কোমল মধুর ভাবে মোহিত হইয়া কত প্রকার আনন্দ প্রকাশ করিতেন, তখন নাথ! তোমার করুণাচ্ছবি কি সুন্দর রূপে আমার এই জীবনে চিত্রিত হইয়া ছিল। শৈশবাবস্থার মধ্যে আমার অপরিস্ফুট মনোবৃত্তি রচনা করত যখন আমার হস্ত ধরিয়া বাল্য বর্ত্মে আনয়ন করিলে, যখন নাথ সরল নিরপরাধী বালক হইয়া তোমার সৃষ্টির পথে প্রথমে উপস্থিত হইলাম, তখন প্রত্যেক বস্তুই কেমন আশ্চর্য্যকর, সুখদায়ক ও সুমিষ্ট বোধ হইত। উষাকালের মুকুলিত কুসুম মঞ্জরী সদৃশ প্রফুল্ল বদনে পরিবার মধ্যে বিচরণ করিতাম, সকলেরি কত স্নেহের ধন আদরের ধন ছিলাম। পরে যখন যৌবন কালের অভ্যুদয়ে মুকুলিত বৃত্তি সকল একে একে বিকশিত হইল, প্রত্যেক আনন্দ হিল্লোলে যখন নৃত্য করিতে লাগিলাম, তখন জগতের ভাবে ভুলিয়া তোমাকে দেখিলাম না, কত দিন গত হইল, কত ঘটনা স্রোত বহিয়া গেল, কিন্তু আমার মোহান্ধতার অবসান হইল না। কুপথে পতিত হইয়া নাথ! সেই যৌবন কুসুম শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, পাপ তাপে উত্তপ্ত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। গলবস্ত্রে তোমার করুণাবারি প্রত্যাশায় এখন নাথ! তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছি। যে বলের প্রতি নির্ভর করিয়া তোমার অনুগত ব্রহ্মপরায়ণ সাধু যুবা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা সকলকে অতিক্রম করেন; যে বলের প্রতি নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে তিনি বিষম সংসারের প্রতি-

কূলে গমন করেন; সেই বল আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে প্রেরণ কর। যে ভাবে পূর্ণ হইয়া তোমার অনুগত সাধু যুবা বিনয় শ্রদ্ধা ও প্রীতি অবনত হৃদয়ে তোমার প্রত্যাশে দিবা নিশি তোমারই চিন্তা করেন; যে ভাবের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রশান্তমনে সংসারের অপমান অত্যাচার সহ্য করত তিনি তোমারই প্রিয় কার্য্যে আনন্দ লাভ করেন, সেই ভাব আমার শুষ্ক পাষাণ হৃদয়ে প্রেরণ কর। যে স্থানে তোমার নাম উচ্চারিত হয়, যেখানে তোমার বিষয় আলোচিত হয়, সেই খানেই যেন আমার পদ ধাবিত হয়; যাঁহারা তোমার দাস, তোমার সেবক তাঁহাদের সহবাসের জন্যই যেন আমার হৃদয় আকুলিত হয়, যে বিদ্যায় তোমাকে জানা যায়,যে গ্রন্থে তোমার নাম কীর্ত্তিত হয়, তাহাই যেন আমার নিকট আদরনীয় হয়।

যৌবনের ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি সকল স্মরণ করিলে, যৌবনের ভয়ঙ্কর প্রলোভন সকল মনে করিলে ভয়ে হৃৎকম্প হয়। ইহাদিগের হস্ত হইতে কি রূপে পরিত্রাণ পাইব? আমার ন্যায় কত দুর্ভাগ্য যুবা সংসারে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহ জীবনের মত পাপ ও দুঃখ ভাগী হইয়াছে। যখন সম্পদ সূর্য্য অস্তমিত হয়, যখন ঐশ্বর্য্য স্রোত শুষ্ক হইয়া যায়, যখন প্রবৃত্তি সকল শিথিল হইয়া পড়ে,তখন বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করে,তখন বিগত সুখ,হত শান্তি হইয়া দয়া শূন্য কঠিন সংসারের পথের অরণ্যে অরণ্যে একাকী ভ্রমণ করিতে হয়, তখনকার অশ্রু ধারা কে মোচন করে? এই ভীষণ দুরবস্থাতে পতিত না হইতে হইতেই, নাথ! আমি বিশ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতেছি, আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর! দুর্ব্বল অনাথ গতিহীন ব্যক্তিরা তোমার সহায়ে সকল সম্পদ লাভ করিতে পারে ইহা স্থির জানিয়া আমি ভরসা করিতেছি, যে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় প্রশস্ত হইবে এবং আমার কলুষিত যৌবন সিংহাসন পবিত্র হইয়া তোমার অধিবাসের উপযুক্ত হইবে। হে নাথ! বিনীত ভাবে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি, যেন আমার শারীরীক ও মানসিক সকল শক্তি দিন দিন উত্তেজিত ও উন্নত হইয়া তোমার জগতের মঙ্গলার্থে নিযুক্ত হয়, এবং যেন আমি ইহলোকে দুঃসহ আত্মগ্লানি হইতে নিস্তার পাইয়া লোকান্তরে সকল সাধুদিগের সহিত তোমার চরণ ছায়া লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। যখন যৌবন কলিকা শীর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইবে এবং বার্দ্ধক্য আসিয়া শরীরে প্রবেশ করিবে, তখনও নাথ! তুমি আমার সহায়। যদি যৌবন কালে প্রবল প্রলোভন, দুর্জ্জয় প্রবৃত্তির মধ্যে তোমার করুণা বলে নিস্তার পাই, তবে বৃদ্ধাবস্থার অবসন্নতার মধ্যেও তোমাকে অবলম্বন করিয়া নিস্তার পাইব সন্দেহ নাই। যদি নাথ! এই বলিষ্ঠ কর্ম্মক্ষম শরীরে প্রাণপণে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি তাহা হইলে যখন বৃদ্ধ হইব যখন অস্থিচর্ম্ম অবশেষ রহিবে, যখন চক্ষু দৃষ্টি হীন কর্ণ বধির হইবে, তখন জরাগ্রস্ত হইয়াও তোমার করুণায় ধর্ম্ম পথে অটল ও প্রশান্ত থাকিতে পারিব।

হে সর্ব্ব মঙ্গল দাতা! তুমি সকল অসাধু যুবার হৃদয়ে অনুতাপ ও ধর্ম্ম ভাব উত্তেজিত কর, সকল ব্রহ্মপরায়ণ সাধু যুবার আন্তরিক মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ কর, এবং আমার ন্যায় যাঁহারা সংসার ভয়ে ভীত হইয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা আমার ন্যায় পাপ নির্যাতনে নিরাশ না হইয়া ভবিষ্যতে তোমার করুণাবারি প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তুমি সেই মুমুক্ষু,

দীন হীন, অনাথ, যুবাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে হইলে সকলেই মৃত্যু চিন্তা করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। মৃত্যু এবং জীবন উভয়ে এত বিরুদ্ধ স্বভাব যে কোন বিষয়েই পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। জীবন ক্ষেত্র জাত যে সমুদায় ভাব চয়ের সমষ্টিতে ইহ জগতে মনুষ্যাস্তিত্বের সারাংশ সংগঠিত হয় মৃত্যু তাহার অভাব স্বরূপ। উদ্যম আশা পরিশ্রম, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির পরিচালনা এবং সাংসারিক সুখ দুঃখ সম্ভোগই জীবনের লক্ষণ। যে পরিমাণে উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে যিনি স্বীয় বা জগতের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়া আপনার জীবনের পরিচয় জগতে প্রদান করেন সেই পরিমাণে তিনি জীবিত। আর যে পরিমাণে ভগ্নোদ্যম হতসাহস ও অলস হইয়া যিনি না আপনার না পরের হিত অন্বেষণ করেন, এবং লোক মণ্ডলের অজ্ঞাতসারে কেবল অসুখে অনর্থে কালযাপন করেন সেই পরিমাণে তিনি মৃত। পরমেশ্বর মনুষ্যের মনে একটি প্রগাঢ় কর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই কর্ম্ম প্রিয়তাটি জগতের মঙ্গলের নিদানভূত এবং মনুষ্য সুখের অলঙ্ঘ্য হেতু। উদ্যম উৎসাহ, আশা চেষ্টা যাহা কিছু সকলেই ইহার সহকারিণী প্রবৃত্তি। পরিশ্রমই সুখের মূল জীবনের সারাংশ। লোকে এত পরিশ্রম ও কর্ম্ম প্রিয় যে তাহার অভাবে কেহ দণ্ডেকের নিমিত্ত তিষ্ঠিতে পারে না। সেই জন্যই বিজ্ঞানবিৎ আচার্য্যেরা উপদেশ দিয়াছেন যে যদি মনুষ্য কায়া অবলম্বন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে "সত্য" এবং বাম হস্তে "সত্য চেষ্টা" ধারণ করত দেব দেব পরমেশ্বর পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়া তোমাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন, তবে হে সাধু যুবা! বিনীত ভাবে তুমি তাঁহার নিকট "সত্য চেষ্টাটীই" যাচ্ঞা করিও। অতএব যখন মৃত্যু চিন্তা দ্বারা জীবনের অস্থায়িত্ব প্রতীয়মান হয় সকল কার্য্যের পর্য্যবসান বার্ত্তা মনো মধ্যে আনীত হয়, সুখ সম্পত্তি অলীক, বন্ধু বান্ধব স্বপ্নবৎ বোধ হয়, তখন স্বভাবতই আরব্ধ সাংসারিক কার্য্যে তাদৃশ স্ফূর্ত্তি থাকে না, এবং গত জীবন সমালোচনা করিয়া মনুষ্যের মন স্বীয় কর্ম্মানুযায়িক আত্মগ্লানি বা আত্ম প্রসাদে পূর্ণ হয়। ঈদৃশাবস্থাই বৈরাগ্যের অবস্থা। ঈদৃশাবস্থাতে কত কঠোর চক্ষু হইতে অনুতাপাশ্রু বিনির্গত হইয়া পাষাণ হৃদয়কে অভিষিক্ত করিয়াছে, এবং দৈব নিক্ষিপ্ত ধর্ম্ম বীজ সেই হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া পরিণামে প্রচুর ফল প্রসব করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মের নিকটে মৃত্যু চিন্তা যে রূপ বৈরাগ্যোৎপাদিনী, জীবন চিন্তাও সেইরূপ। জীবনের প্রকৃত অর্থই বৈরাগ্য। ব্রহ্মকে লাভ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, ঈশ্বরানুশীলনে ধর্ম্মচর্চ্চায় ও আত্মচিন্তায় যত দূর আত্মার অনন্তোন্নতি-শীলা-বৃত্তি সকল প্রশস্ত হয় তত দূর জীবনের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল। আত্মার প্রীতি প্রসারিত হইয়া যত দূর তাঁহার অনন্ত প্রীতি গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে, আত্মার জ্ঞান প্রসারিত হইয়া যত দূর তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হয়, এবং আত্মার পবিত্রতা সমুন্নত হইয়া যতদূর তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার জ্যোতি সম্বরণ ও অনুকরণ করিতে পারে তত দূর তাহার উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মে "ব্রহ্ম লাভ"

বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই প্রকারে জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতা সমন্বিত আত্মা যেপরিমাণে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে সেই পরিমাণে তাহার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়, অতএব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের ন্যায় মহৎ, জীবনের কর্ম্ম ঈশ্বরের ন্যায় অসীম। বরং সসাগরা ভূমণ্ডলের অন্ত আছে, বরং অগন্য লোক মণ্ডিত দ্যুমণ্ডলের অন্ত আছে, কিন্তু মনুষ্যাত্মার মহৎ উদ্দেশ্যের অন্ত নাই। নদ নদী গিরি গুহা সাগর সম্পন্ন পৃথিবীকে ধারণ করিয়া এক পলকের মধ্যে মন অবশেষ করিতে পারে, লোক হইতে লোকান্তরে সূর্য্য হইতে সূর্য্যান্তরে প্রদক্ষিণ করিয়া পলকে কোটি কোটি সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মন স্বীয় আয়ত্তীভূত করিতে পারে, কিন্তু চিরজীবন আয়াস করিয়াও আত্মার মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই রূপ মহৎ উদ্দেশ্য মনুষ্যাত্মারই উপযুক্ত। ইহা সংসাধন করিতে হইলে বৃথা সাংসারিক কার্য্যে বিক্ষিপ্ত থাকিতে কে অবসর পায় কাহারই বা ইচ্ছা জন্মে? মান মর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য ইহার সহকারী হইলেই তাহাদিগের যথা কথঞ্চিৎ আদর থাকে নতুবা "দীপ্তিমান ধাতুরাশি তুল্য" তাহারা নিষ্ফল মাত্র। বন্ধু বান্ধব ইহার সহকারী হইলেই স্পৃহনীয় নতুবা "পান্থশালার মিত্রের ন্যায়" তাহারা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। অতএব মৃত্যুচিন্তা দ্বারা যত দূর যে প্রকারে বৈরাগ্য লব্ধ হয়, জীবন চিন্তা দ্বারা তদপেক্ষা মহত্তর বৈরাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত্যু চিন্তায় কেবল সংসারের অনিত্যতা, পাপের অস্থায়িত্ব এবং তজ্জনিত অনুতাপ মাত্র অনুভূত হয়, জীবন চিন্তা করিলে এই সমস্তত অনুভূত হইবেই, ধর্ম্মানুষ্ঠানে অটল উৎসাহ এবং অবিচলিত প্রেম সংস্থাপিত হয়। এই রূপ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হওয়া ব্রাহ্ম মাত্রেরই কর্ত্তব্য, এতদানুযায়িক অনুষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধ বৈরাগ্য লাভ করা প্রত্যেক উন্নত ব্রাহ্মেরই ধর্ম্ম।

এক দিকে মৃত্যু আর দিকে জীবন, হয়ত কল্যই বন্ধু বান্ধব হইতে ইহ কালের মত বিদায় লইতে হইবে; কল্যই হয়ত উদ্যম ও আশা পূর্ণ কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে চির জীবনের মত বিদায় লইতে হইবে, কল্যই হয়ত তোমার গৃহ শূন্য হইবে তোমার বিরহে পরিজন হাহাকার করিবে। অতএব হে সাধুযুবা! অলীক আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ কর এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি অর্পণ কর। আবার হয়ত শত বৎসর তোমাকে এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে হইবে, হয়ত তোমার সমক্ষে তোমার পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব সকলেরই জীবন সূর্য্য অস্তমিত হইবে, সম্পদ স্রোত শুষ্ক হইবে, সুখ স্বাস্থ্য অবসান হইবে, ব্যাধিগ্রস্থ বিষয় বান্ধব হীন হইয়া হয়ত একাকী সংসার সমুদ্র তটে বসিয়া সজল নয়নে মৃত্যুকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে, অতএব সাবধান! হে সাধু যুবা! যেমন মৃত্যুর জন্য সকল সময় প্রস্তুত থাকিবে সেই রূপ পরমপিতার আদেশানুসারে বহু দিবস এই পৃথিবীতে নিবাস করিয়া ইহার শোক দুঃখ ভার বহন করিতেও প্রস্তুত থাকিবে, কারণ মৃত্যুকে প্রত্যাশা করাই বৈরাগ্য নহে, কিন্তু জীবন মৃত্যু উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ থাকাই বৈরাগ্য। সংসারের সকল অবস্থা এবং সকল লোক যাহার বিরোধী, মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহার প্রতি বিমুখ, পতিতপাবন ঈশ্বরই তাহার সহায়, অনাথনাথ ঈশ্বরই তাহার সহায়।

—০—

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—অষ্টম আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২২ কার্ত্তিকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

—০—

আবিরাবীর্ম্মএধি।

আমারদের আপনার আপনার যত্ন-সহকারে ধর্ম্ম-পথে প্রতি পদ অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা অবস্থার দাস না হইয়া যাই, প্রবৃত্তির স্রোতেই তৃণের ন্যায় নীয়মান না হই—কালের গতিতেই গমন না করি—আপনার প্রতি আপনি প্রভু থাকিয়া ঈশ্বরের পথে পদার্পণ করি, দিনে নিশীথে আপনার পবিত্র হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিতে পাই; এ জন্য আমারদের নিয়তই যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক, কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিন্ন আমারদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কি হইবে? আমারদের এমন কি পুণ্য-বল কি ধর্ম্ম-বল যে সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সাধনা করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারি। আমারদের প্রাণের এমন কি মূল্য যে তাহা দিয়া সেই অমূল্য রত্নকে ক্রয় করিতে পারি; তাঁহার প্রসন্নতা ভিন্ন আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারি না। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য নিষ্কাম প্রীতির সহিত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা চাই। যখন ঈশ্বরের জন্য আমাদের একটী মহৎ অভাব, একটি গভীর অভাব বোধ হয়—আর কিছুতেই আত্মা তৃপ্ত হয় না; যখন সকল সম্পত্তির মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার অভাবে শোক-সাগরে নিমগ্ন হই—তখন তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করত প্রার্থনা করি; তুমি হৃদয়ে আসীন হও—আসীন হইয়া আমাদের তাপিত হৃদয়কে শীতল কর। সংসার যখন আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না, সংসারের সম্পত্তি বিপত্তি বলহীন হয়—যখন তাঁহাকে না পাইয়া শরীরে আরাম থাকেনা, মনের প্রসন্নতা থাকে না; তখন সেই ঘন বিষাদ-অন্ধকারের পরপারে তাঁহার মুখ-জ্যোতি লাভ করিবার নিমিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি, তাঁহাকে আহ্বান করি। এই প্রকারে যখন আমরা ব্যাকুল হই, তখন তিনি আমাদের আন্তরিক প্রার্থনানুরূপ ফল প্রদান করেন—আপনাকে দিয়া আমারদের হৃদয়কে পূর্ণ করেন। প্রার্থনাই আমারদের বল, যেমন বালকের বল মাতার নিকটে ক্রন্দন। যদি আমরা কিছুই না পারি; তথাপি আমারদের আশা, আমারদের ইচ্ছা, আমারদের অভাব সেই বাঞ্ছা-কল্পতরুর পদতলে আনিয়া অর্পণ করিতে পারি। আমরা যাহা বলি, তিনি তাহা শ্রবণ করেন; তিনি যাহা মঙ্গল তাহাই বিধান করেন। তিনি অমৃত প্রেরণ করেন, আমারদের আত্মা সেই অমৃত পান করিয়া দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া অনন্ত পথে চলিবার উপযুক্ত হইতে থাকে।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। আমরা বিষয় বিভবের নিমিত্তে তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব? সমস্ত দিবস, সমস্ত রজনী তোমার করুণা তো আমারদের শরীর ও মন পোষণ করিতেছে। সম্পত্তি বিপত্তি, সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কার তোমার হস্ত হইতেই প্রেরিত হইয়া নিয়ত আমারদের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিতেছে। যে অবধি জীবন ধারণ করিয়াছি, সেই অবধিই তোমার করুণা তুমি মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছ। অতএব তোমার নিকটে কি প্রার্থনা করিব? তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা; তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল

হউক। আমাদের কিসে কল্যাণ, কিসে বিপর্য্যয় হয়, আমরা তাহার কিছুই জানি না, তাহা তুমিই জান। কিন্তু তোমার প্রসাদে এই সত্যটি জানিয়াছি যে তোমাকে লাভ করিতে পারিলে আমারদের সকল মঙ্গল ও সকল সম্পত্তি লাভ হয়। যদি সমুদয় বিষয় বিভব মান সম্ভ্রম, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই পাওয়া যায়, তবে তাহাই মঙ্গল; তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি সমুদয় পৃথিবীর রাজ্যও হই, তবে তাহা হইতে আর অমঙ্গল কিছুই নাই। তুমি হৃদয়ে আইলে আমারদের সকল মঙ্গল লাভ হয়। অতএব তোমার নিকটে আমরা এই বর চাই—"আবিরাবীর্ম্মএধি"—তুমি আমারদের নিকটে প্রকাশিত হও। তুমি হৃদয়ে থাক, হৃদয়ের প্রভু হইয়া থাক—তুমি আমারদিগকে গ্রহণ কর। আমরা ভূলোকও দেখিতেছি না—দ্যুলোকও দেখিতেছি না—তোমাকেই দেখিতেছি—তোমাকেই চাহিতেছি। যাহাতে তোমার সঙ্গে থাকি—তোমাকে দেখি—তোমার সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করি, তাহার জন্যই মন ব্যাকুল হইতেছে; তুমি আমারদের ভগ্ন হৃদয়ে আসিয়া বাস কর—এই শরীর-কুটীরে অবতীর্ণ হও। আমারদের আপনার উপরে কোন আশা নাই—আমাদের আপনার কোন বল নাই, আমরা তোমার জন্য যে অধিক কিছু করিতে পারিব, এমনো নহে। তোমার প্রসন্নতা আমারদের সর্ব্বস্ব—তুমিই আমারদের সর্ব্বস্ব। তোমার আলিঙ্গনপাশে আমারদিগকে বদ্ধ কর—তোমার চরণের ছায়াতে রক্ষা কর, তোমার প্রেমের মধ্যে আনিয়া আমারদের সকল দুঃখ তাপ দূর কর!

তোমাকে দেখিবার জন্য যখনি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছি, তখনি তুমি শুনিয়াছ। উচ্চ পর্ব্বতশিখরে তোমার দর্শন পাইয়াছি, জন-শূন্য অরণ্যের মধ্যে তোমাকে ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিয়াছি—তুমি সেখানেও আমার হৃদয়কে শীতল করিয়াছ। এই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে যখনি তোমাকে সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি—তুমি দর্শন দিতেছ; দেখিতেছি যে তুমি আমার হৃদয়কে দেখিতেছ, তোমার প্রেম-চক্ষু আমার চক্ষুর উপরে স্থাপিত রহিয়াছে। এই চক্ষুর—এই চর্ম্ম-চক্ষুর কি সাধ্য, কি মর্য্যাদা যে তোমার সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-জ্যোতি দর্শন করিতে পারে; প্রাণের চক্ষু সেই জ্ঞান-চক্ষুই তোমাকে দেখিতে পায়। কিন্তু আমার এই চক্ষুদ্বয় এইক্ষণে এই সাধু-মণ্ডলীর মধ্যে তোমার পদধূলির ন্যায় তোমার পদানত ভক্তের প্রেমোজ্জ্বল-মুখ দর্শন করিবার নিমিত্তে ব্যগ্র হইতেছে। কর্ণ তোমার সেই গম্ভীর নিনাদ—সেই নিনাদ, যাহা এই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ভ্রাম্যমাণ কোটি কোটি নক্ষত্র হইতে নিস্তব্ধ রজনীতে নিঃসারিত হয়; তাহাই শুনিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। এক্ষণে তোমার মঙ্গল-ভাবের আভাস সর্ব্বত্রেই দেখিতেছি। পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম—মাতার স্বার্থহীন অচল স্নেহ—হৃদয়-বন্ধুর অকৃত্রিম প্রণয়-ভাব—সকলি তোমার অতুল মঙ্গল-ভাব হইতে অনুভাত হইতেছে।

হে পরমাত্মন্! তোমার নিকটে এই প্রার্থনা যে তোমাকে দেখিতে দেখিতেই যেন আমার জীবন অবসান হয় এবং জীবনান্তে তোমার নূতন রাজ্যে জাগ্রৎ হইয়া যেন আবার তোমার মহিমা গান করিতে পারি—তোমাকে প্রেমাশ্রু উপহার দিতে পারি এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি। ব্রাহ্মগণ! এই ক্ষণে আমারদের সকলের মন পূর্ণ হইয়াছে; এস আমরা এই

সময়ে আবার সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি—"অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" অসৎ হইতে আমাকে সৎ-স্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

ব্রাহ্ম বিবাহ।

পাঠক বর্গ ইতিপূর্ব্বেই শ্রুত হইয়া থাকিবেন যে, গত ১১ অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সাত্রাগাছী গ্রামে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কন্যা কর্ত্তার নাম শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কন্যাটীর নাম শ্রীমতী নীপময়ী দেবী। এই বিবাহোপলক্ষে প্রায় ২০০ কলিকাতাস্থব্রাহ্ম, বরের অনুযাত্র হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে সাত্রাগাছীরও কোন কোন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ-রাত্রিতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪৫০। ৫০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রারম্ভাবধি এ কাল পর্য্যন্ত বিবাহ বিষয়ে দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হইল। অতএব এতৎ সম্বন্ধে অনুষ্ঠানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিতে হইবে। কিন্তু বঙ্গ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে কে অস্বীকার করিবেন যে এই দুইটি কার্য্যেই আমাদিগের দেশের প্রভূত উপকার সাধন হইয়াছে? ব্রাহ্মধর্ম্ম উদাসীনের ধর্ম্ম নহে ইহা সংসারকে ধর্ম্মক্ষেত্র করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। সংসারের সহিত ইহার যোগ যত দৃঢ় হইবে ততই আমাদের মঙ্গল। বিবাহ সংসারের একটি প্রধান বন্ধন; অতএব এরূপ গুরুতর কার্য্য প্রকৃত ধর্ম্মের মতানুসারে যত সম্পন্ন হইবে, পরিবারের এবং দেশের সকল কল্যাণের পথ ততই প্রসারিত হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! বিবাহটি সংসারের প্রবেশিকা পরীক্ষা; অতএব সাবধানে ধর্ম্মের হস্ত ধারণ করিয়া ইহার মধ্যদিয়া গমন করুন এবং চিরজীবনকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন। এবিষয়ে সকল ব্রাহ্মেরই যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

(প্রাপ্ত)

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও লোকভয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মে যাহার মন নিমগ্ন হইয়া দেখিয়াছে, সে তাহাকে জগতে যত প্রকার ঐশ্বর্য্য আছে কিছুরই সহিত বিনিময় করিতে চাহে না, কেননা ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্যান্য ঐশ্বর্য্যের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর নহে, তাহা সার ঐশ্বর্য্য। একবার ভাবিয়া দেখ, ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কাহাকে ঐশ্বর্য্য বলা যাইতে পারে। ঐশ্বর্য্য দুই রূপ, সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য ও পরোক্ষ ঐশ্বর্য্য। সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য এই যে যাহার নিজের গুণ থাকাতে যাহাকে আমরা ঐশ্বর্য্য বলি এবং পরোক্ষ ঐশ্বর্য্য এই যে যাহার সাহায্য দ্বারা আমরা পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ ঐশ্বর্য্যকে বলিতে পারি যে ইহা সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য? যে ব্যক্তি

বলে যে, স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাই সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য, সে ইহা জানে না যে, স্বর্ণ রৌপ্যের নিজের কিছু মাত্র গুণ নাই কেবল উহার দ্বারা অন্যান্য গুণশালী বস্তু ক্রয় করা যায় বলিয়াই উহার এত গৌরব। যে ব্যক্তি বলে যে উত্তম উত্তম উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সকলই সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য, সে ইহা জানে না যে খাদ্য সামগ্রীর নিজের কিছু মাত্র গুণ নাই, ক্ষুধা শান্তি ও আস্বাদ সুখ এই দুয়ের উপরোধেই আমরা উহাকে হৃদয়ে স্থান দিই, নতুবা তাহাকে আমরা একবার মনেও করিতাম না। যে ব্যক্তি বলে যে শারীরিক সুখই সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য সে ইহা জানে না যে শারীরিক সুখে আমারদিগের মন সন্তোষে থাকে বলিয়াই শারীরিক সুখের জন্য লোকের এত লালসা, নতুবা শারীরিক সুখে প্রয়োজন কি? কল্য যে ব্যক্তির প্রাণ-দণ্ড হইবে কিম্বা যে ব্যক্তি স্বজন বন্ধু বান্ধব হইতে বহু দূরে নীত হইয়া কারাগৃহে চির জীবনের মত স্থাপিত হয়, তাহার মনে কি মুহূর্ত্ত কালের জন্যও শারীরিক সুখ স্থান পায়? যে ব্যক্তি বলে যে মানসিক সুখই সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য সে ইহা জানে না যে মানসিক সুখ শুদ্ধ কেবল সুখটুকুর জন্য আমারদিগের সম্ভজনীয় হয় না। কিন্তু তাহাতে আমারদিগের মঙ্গল হয় এই ভাবিয়াই তাহার জন্য আমরা এত প্রয়াস করি। যদি এক জন কুলোক আমারদিগকে বলে যে মাদকদ্রব্য সেবন করিলে মন অত্যন্ত সুখী থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করি? এই বলি যে মাদকদ্রব্য সেবনে মন সুখী থাকে বটে, কিন্তু তাহা অতীব অমঙ্গল-দায়ক, কেননা তাহাতে আমারদিগের মনুষ্যত্বের হানি জন্মে। অতএব সেই ব্যক্তির কথাই সত্য যিনি বলেন যে আত্মার প্রসন্নতাই সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য, কেননা আমরা আত্মার প্রসন্নতার দ্বারা অন্য কিছু ক্রয় করিতে চাহি না কিন্তু আমরা স্বয়ং উহাকেই চাই। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সেই আত্মার প্রসন্নতা লাভের সরলপথ আমারদিগকে দেখিতে দিয়াছেন, তখন তাহা যে কি স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য তাহা বলা যায় না।

এই জগৎ ঈশ্বরের, ইহা আমারও নয় তোমারও নয় এবং ধরণীর যিনি সর্ব্বোপরিস্থ সম্রাট্ তাঁহারও নয়, অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার সময়ে আমরা যেন লোক ভয়ে ভীত না হই। আমারদিগের এই রূপ মনে করা উচিত যে আমরা যখন মৃত্যু শয্যায় অবস্থিত থাকিব, তখন যে সকল লোককে আমরা এত কাল ভয় করিয়া চলিয়াছিলাম, তাহাদিগকে ভয় থাকিবে কি না এবং যাহারা ভয় প্রযুক্ত কিংবা স্বার্থ-সাধন মানসে আমারদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতে সর্ব্বদা যত্ন করিত, তাহারা তখন আমারদিগের তুষ্টি সাধন করিতে পারিবে কি না। গৃহের যে সকল জড় পদার্থ তাহারা এখনও যে রূপ, তখনও সেই রূপ থাকিবে, আমারদিগের শরীরের বহির্ভাগ এখনো যে রূপ তখনও সেই রূপ থাকিবে, পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল কেশ শুক্ল হইবে ও চর্ম্ম লোল হইবে মাত্র, মন এখনও যে রূপ তখনও সেই রূপ থাকিবে; কেননা যদিও নূতন অননুভূত এক ভয় আসিয়া আমারদিগের মনকে অভিভূত করিবে, কিন্তু সে ভয় এক্ষণকার ভয় হইতে পরিমাণে অধিক মাত্র, প্রকৃতি বিষয়ে কোন অংশে ভিন্ন নহে, সকলই ত থাকিবে তবে আমারদিগের ভয় হয় কেন? সকলই থাকিবে সত্য কিন্তু সকলই আর এক রূপ ধারণ করিবে, কেননা তখন আমারদিগের মনে হইবে যে এ সকল কি? এবং আমিই বা কি? তখন লোকের হাস্যেতে ও আমরা উৎফুল্ল হইব না এবং লোকের

ক্রন্দনেও চক্ষে অশ্রু ডাকিয়া আনিতে চেষ্টা করিব না এবং লোকের ভর্ৎসনাতে ও ভয়ে জড়ীভূত হইব না; তখন লোকেরা আমাকে বিদ্বান্‌ই বলুক, আর ধার্ম্মিকই বলুক, আর ধনবান্‌ই বলুক, সে সকল কথা সহস্র বার আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেও আমি আপনাকে উহার কিছুই মনে করিব না, তখন যথার্থ যে আমি সেই আমি প্রকাশ হইয়া উঠিব। "মৃত্যুর সময়ে যে ওরূপ হইবে তাহা স্বীকার করি, কিন্তু এক্ষণে তাহা ভাবিবার আবশ্যক কি? এ রূপ কথা কেহ না বলিতে পারেন এমন নহে; এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, আত্মা যে কি পদার্থ তাহা এক্ষণে যাঁহারা আলস্য করিয়া কিম্বা ত্রাস হেতু না ভাবেন, মৃত্যু শয্যায় তাঁহাদিগের তাহা ভাবিতে হইবে। যাঁহারা জীবদ্দশায় বিস্মৃত হইয়া চলেন তাঁহাদিগের ভাব এইরূপ, কেহ বলেন যে আমোদ প্রমোদ ত প্রতি দিনই হইতেছে, আমোদ প্রমোদে আর সুখ নাই এখন কি যে করিব বুঝিতে পারিতেছি না—কেহ বলেন যে আমি যাহার জন্য এত পরিশ্রম করিলাম তাহা ত সকলি সিদ্ধ হইয়াছে এখন কি করি?—কেহ বলেন যে এই সে দিন আমি তিন জনের অন্ন একাকী ভোজন করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, সে দিন দুর্গা পূজা উপলক্ষে ১০—১৫ দিবস রাত্রি জাগরণেও আমার শারীরিক স্বাস্থ্যের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই ইহারই মধ্যে আমার কেশ পক্ব হইয়াছে, চর্ম্ম লোল হইয়াছে, আহার জীর্ণ হয় না, এ কি হইল? কেহ বলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ নাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিয়া যাও শেষে যা করেন বিধাতা—কেহ বলেন যে আমি এক জন বৃহৎ খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি, সংবাদ পত্রে আমার নামে সুখ্যাতি লিখিতে আর অবশিষ্ট রাখে নাই, সকল ব্যক্তিই আমার অনুগত, সকলেই আমাকে ভয় করিয়া চলে আমার আর চিন্তা কি ভাবনা কি? এই রূপে বহির্বিষয় সকল যাঁহার আত্মাকে বিচলিত করত ইতস্ততঃ করিয়া লইয়া বেড়াইতেছে তাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে করেন যে তবে আর কোন ভয় নাই এবং দৈব যদি নয়ন স্বল্প উন্মীলিত হয় তখন কোথায় বিষয় শৃঙ্খল হইতে আপনাকে মোচন করিতে চেষ্টা করিবেন, না পথের নানা প্রকার বিভীষিকাতে অধিকতর ভয় পাইয়া অমোচ্য পট্টিকা দ্বারা চক্ষুকে জন্মের মত অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। এক্ষণকার অধিকাংশ লোকে কেবল বহিরুন্নতি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, অন্তরের দুরবস্থার প্রতি যে এক দণ্ড নিরীক্ষণ করেন এমত অবকাশ নাই। আমরা নিজে কেহই নহি, কিন্তু আমারদিআচারব্যবহারই সর্ব্বস্ব, লোকেরা আচার ব্যবহারকে সুমার্জ্জিত করিতেই বাধিত হইতেছে কিন্তু সদাচারও সদ্ব্যবহারের মূল যে আমারদিগের আন্তরিকসদ্ভাব তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। যদি আপনার উন্নতি করিতে চাহ তবে অন্তরের উন্নতি কর; বাহিরের উন্নতি করিলে লোকে ভাল বলিবে মাত্র কিন্তু তুমি উত্তরোত্তর মন্দই হইতে চলিলে। অধিক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা বলেন যে আমি ভাল হইব এবং লোকে আমাকে ভাল বলিবে দুইই প্রার্থনীয়। কিন্তু যথার্থ মুক্তা পাইলে কি কেহ কৃত্রিম মুক্তা প্রার্থনা করে? আপনি ভাল হওয়ার মূল্য যথার্থ মুক্তার মূল্য ও লোকে ভাল বলার মূল্য কৃত্রিম মুক্তার মূল্য অতএব এ দুই বস্তু কি পরস্পরের তুলনার যোগ্য? তোমার আপন অন্তর যদি শূন্য থাকে, ঈশ্বর হইতে তুমি পৃথক্‌ থাক, বহির্ব্বস্তু সকলের গ্রাসে আত্মাকে যদি খণ্ড খণ্ড করিয়া নি-

ক্ষেপ করিয়া দেও এবং আত্মার যে কি স্বর্গীয় ভাব তাহা যদি না জান, তাহা হইলে লোকে তোমাকে ধনীই বলুক্ জ্ঞানীই বলুক্ ধার্ম্মিকই বলুক্ কেবল লোকের মুখের দুই চারি বচন উক্ত একটি অভাবও মোচন করিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যে রূপ ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার আছে, আমার ও সেই রূপ আছে তথাপি ভাল মন্দ যে কি তাহা আমি আপনি জানি না, লোকে যাহা ভাল বলিবে তাহাই ভাল, যাহা মন্দ বলিবে তাহাই মন্দ। যদি কতক গুলি নব্য লোক সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া যে মাত্র দেখে যে পূর্ব্ব দিক্ ঈষৎ রক্তিম বর্ণ হইয়াছে অমনি গৃহের কপাট সকল বদ্ধ করিয়া ফেলে এবং দ্বিপ্রহর বেলার সময় বলে যে এখনো রাত্রি অনেক অবশিষ্ট আছে, তাহা হইলে কি তাহাদিগের কথায় আমাকেও সায় দিতে হইবে? আমার বয়স যখন নবতি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ পীড়া ও বেদনাতে অস্থির হইতেছে, তখন যদি আমাকে কেহ বলে যে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার ন্যায় সুখ আর কিছুই নাই, আমার কি তাহাতেই সায় দিতে হইবে? যখন জানিতেছি যে জড় পদার্থ সকলে প্রীতি স্থাপন করিলে আত্মা জড়ের ন্যায় জড়ীভূত হইয়া যায় ও চেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি করিলে আত্মা জাগ্রৎ হইয়া উঠে, তখন যদি আমাকে কেহ বলে যে আপনার এত ঐশ্বর্য্য—এই সকল অট্টালিকা, এই সকল হস্তি অশ্ব রথ, এই সকল ভূমিসম্পত্তি, আপনার অভাব কি? আপনি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া শরীর ক্ষয় করিবেন না, তাহার কথায় কি আমাকে সায় দিতে হইবে? সায় দেওয়া দূরে থাকুক আমি তাহাকে বলিব যে, মনুষ্যের প্রাতি কখন অট্টালিকাতে বদ্ধ থাকিতে পারে না; অট্টালিকাতে ইষ্টক বদ্ধ থাকিতে পারে—এক দিবস দুই দিবস নয়, যুগ যুগান্তর বদ্ধ থাকিতে পারে, হস্তিনায় রাজপ্রাসাদে যুধিষ্ঠিরের সময়ে যে সকল ইষ্টক গ্রথিত হইয়াছিল আজিও তাহাদিগকে তথায় গ্রথিত দেখিতে পাওয়া গেলেও যাইতে পারে, কিন্তু ইহা কি কখন সম্ভব হয়, যে মনুষ্যের আত্মা, আত্মা ভিন্ন আর কিছুতে অধিক কাল বদ্ধ থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? জড় পদার্থের মধ্যে সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ও চমৎকার বস্তু কি? মনে কর যেন বাষ্পীয় শকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আশ্চর্য্য বস্তু, কিন্তু আমার দিগের আত্মা কি তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও আশ্চর্য্য নহে? আমাদিগের আত্মা যে কিসে শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা মনে যেরূপ বুঝি মুখে তাহার শতাংশের একাংশও ব্যক্ত করিতে পারিনা; শরীরের সহিত আত্মার গাঢ়তর সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাহার প্রতি আমরা ধন ধান্য ঐশ্বর্য্য সকল অপেক্ষা অধিকযত্ন বিতরণ করিয়া থাকি কিন্তু শরীরের মাংসের প্রতি এত যত্ন কেন? শরীরের মাংস ও আত্মার ভাব এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদের কি সীমা আছে? শরীরের মাংস মেঘ স্বরূপ ও আত্মা সূর্য্য স্বরূপ। মেঘ যেরূপ সূর্য্যের কিরণ শুষিয়া লইয়া নানা মনোহর বর্ণে শোভা পায়, সেইরূপ শরীরের মাংস আত্মার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়। এস্থলে আমারদিগের কি রূপ কর্ত্তব্য? না যেমন প্রভাত সময়ে সূর্য্য আনন্দে সহস্রধা হইয়া রজনীর ঘোর অন্ধকারকে একেবারে অপসারিত করিয়া ফেলে, সেই রূপ আমার দিগের উচিত যে, আমাদিগের আত্মাকে স্বর্গীয় আনন্দে পরিপ্লুত করিয়া শরীরের জড়তাকে একেবারে অবসান করিয়া ফেলি। কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা লোকের বহির্ভাগ দেখিয়াই

তাহাকে প্রীতি করিয়া থাকি, তাহার আত্মা আমরা দেখিতে পাইনা। যদি এ-কথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার সুন্দর বহির্ভাগবিশিষ্ট পশুদিগকে মনুষ্য অপেক্ষা অধিক প্রীতি না করিবার কোন কারণ থাকে না। বাস্তবিক কথা এই যে, কি জানি কোথা হইতে মনুষ্যের আত্মার অকৃত্রিম ভাব কথা বার্ত্তা আচার ব্যবহার দ্বারা দীপ্তি পাইয়া উঠে এবং তাহার প্রতি আমাদিগের মনের প্রীতি যে রূপ যায় শরীরের বহির্ভাগ দৃষ্টে কদাপি সে রূপ যায় না। আত্মার প্রীতির যোগ্য পদার্থ কেবল আত্মাই হইতে পারে, কেবল আত্মার ন্যায় শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল ও সুন্দর পদার্থ আর কিছুই নাই। সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতির যোগ্য পরমাত্মা। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রীতিতে মগ্ন হইয়াছে সে লোকের দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করে না। যদি কখন দুই প্রহর রজনীতে উত্থান কর তখন কি দেখ, কি শ্রবণ কর? তখন কি লোকের কথা শুনিতে পাও, না লোকাচারের ভ্রূভঙ্গি দেখিতে পাও? তখন যদিও সৃষ্টির কোন বস্তু একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিতে পরাঙ্মুখ তথাপি তোমাকে ভাবে বুঝিতে হইবে যে, পরমাত্মাই মহান্ আর সকলেই ক্ষুদ্র; পরমাত্মাই তেজস্বী, আর সকলেই নির্ব্বীর্য্য; পরমাত্মাই জ্যোতি, আর সকলেই অন্ধকার; পরমাত্মাই বস্তু, আর সকলেই ছায়া। যদি পরমাত্মাকে তোমার প্রীতি করিতে হয়, তবে তাঁহার জ্যোতি যে আত্মাতে দেখিতে পাও, তাহাকেই প্রীতি কর। অসার বস্তুতে প্রীতি করিয়া কি হইবে? মনুষ্যকে প্রীতি কর কেননা মনুষ্যে মনুষ্যত্ব রূপ ঈশ্বরের স্বয়ম্ভূতা প্রকাশ পাইতেছে। লোকের অনুরোধে আত্মাকে ভুলিয়া যাইও না, লোকের অনুরোধ এই রূপ; যথা, কতিপয় যুবক একত্রে মদ্য পান করিতে উপবিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে এক জনের শরীর মদ্যের পরাক্রমে জর্জ্জরিতপ্রায়, তিনি কি জানেননা যে, আর এক পাত্র পান করিলেই তাঁহার আর অধিক পান করিবার প্রয়োজন থাকিবে না? কিন্তু কি করেন বয়স্যদিগের অনুরোধ লঙ্ঘন করা নিতান্ত লোকাচারবিরুদ্ধ, তাঁহাকে অগত্যা পান করিতে হইল এবং অনতি বিলম্বে তাঁহাকে পৃথিবী হইতে এরূপ ভাবে পলায়ন করিতে হইল যে, বয়স্যদিগের নিকট হইতে যে বিদায় লইবেন এরূপ অবকাশ রহিল না। তদ্দৃষ্টে বয়স্যগণের মনে কি ভাবের উদয় হইল? তাহারা কি এই রূপ করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল? যে হায়! আমারদিগের অনুরোধেই এ ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হইল, আমরা কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি, ইহার পরিবারেরা আমারদিগকে যে দণ্ড দেয় আমরা তাহাই মস্তকে বহন করিব? এরূপ আক্ষেপ করা দূরে থাকুক পাছে বিপাকে পড়িতে হয় এই ভয়ে দশ ব্যক্তি দশ দিকে প্রস্থান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন; অতএব কুলোকের অনুরোধ রক্ষা করিবার ফল এই রূপ। কোন এক কর্ম্মোপলক্ষে কেহ কেহ এইরূপ যুক্তি করেন যে, এ কর্ম্ম করিলে পাঁচ জনে কি বলিবে? কিন্তু পাঁচজনের কথাতে তোমার কি প্রয়োজন? এই পৃথিবী কি পাঁচজনের পৃথিবী, সূর্য্য কি পাঁচজনের সূর্য্য, তোমার আত্মা কি পাঁচজনের আত্মা? 'এসে ছিলে একেলা একা যাইবে' একথা কি তোমাকে প্রত্যহ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য স্বতন্ত্র একটি লোক নিযুক্ত করিতে হইবে? পশুরাই এক দুই কিম্বা পাঁচজনের হইতে পারে কিন্তু মনুষ্য ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারো নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা শ্রবণপ্রিয়কথা দ্বারা আমারদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে আইসেন নাই-যাহাতে আমারদিগের আত্মা ঈশ্বরের গভীর প্রেমে

এক দিন নয় দুই দিন নয় কিন্তু অনন্তকাল পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে এরূপ পথ প্রদর্শনের তিনি ভার গ্রহণ করিয়াছেন অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য জগতে আর কি আছে? দ্বি—

—০—

ঈশ্বর বিরহে শোকাতুরা নারীর খেদ।

নিজ করে জাগরিলে এ হৈন জগৎ!
এই যে আছিলা সবে অচেতন—নিদ্রা,
জননীর ক্রোড়ে—নয়ন খুলিয়ে দেখে
রক্ত রাগে প্রাচী দিক অনল সমান।
তব উদয়ে ভীম অন্ধকার ডুবিল
নর্ম্মল আকাশ জলে—সমুজ্বল ধরা!
বল দেখি তবু কেন পাপিনীর মনে
দুঃখ রজনীর নাহি অবসান? তব
করে শিশিরাক্ত পাতা—চপলাসমান
খেলিছে, ফল ফুল লতা সবে নাচিছে
আনন্দের সুমন্দ হিল্লোলে; কিন্তু মোর
এ দুটী নয়ন কাঁদিতেছে—কোন দিকে
নাহিক সান্ত্বনা! কুটিলহৃদয়! তুমি
এমনি কঠিন—যাঁর নামের মহিমা
বলে নীরস পাষাণ ভারত ভুমির
মত ফলবতী—প্রসবে অমৃত ফল
সংখ্যার অধিক—না গলিলে তুমি সেই—
প্রেমের সলিলে, হৃদয় বেদনা মাত্র
ধরে এ হৃদয়! অসার আশার গৃহে
কত দিন নিদ্রা যাবে স্বপনের সুখে
"আজি যদি নাহি পাই কাল পাব" হেন
বচনে কি প্রবোধিয়া রাখা যায় মনে
হারালে জীবন সকল ধন? তিলেক
না দেখে সেই অনাদি তপন মানস
পাদপ—না পিয়ে নিস্পন্দে তাঁর অমৃত
কিরণ—বিকম্পিত শোচনার ভীষণ
বাতাসে; কেমনে ভুলিয়ে সেই দেবেরে,
অমূল রতনে, পরাণ রয়েছে দেহে!—
না জানি জীবন ডোর কেমন কঠিন
কি জোরে বেঁধেছে অরূপী চেতন পাখী
ছার মাটির, খাঁচায়, বুঝিতে না পারি।

কি দোষে ত্যজিলে প্রভু এ অভাগিনীর
অন্তর কুটির? স্বপনে স্বরূপ যদি
ভাবিয়া না থাকি, বলে ছিলে এক দিন
নীরব মধুর ভাষে, "সোনার মন্দির
ছাড়িয়ে আগে যাও কাঙ্গালের মার্জ্জিত
হৃদয় গেহে" সেই ভরসায় সাহসী
ডাকিতে ত্রিলোক নাথে মানবীর মন
ধরাসনে; কোথা অপরাধ কলঙ্কিত
নেত্রে তাহা কেমনে দেখিব—বুঝিলাম
হেন উপহার কথন সাজেনা তাঁরে;
আকাশ, উচ্চতা যাঁর মাপিয়া না পায়।

ছমাসের শিশু যবে বুকে হাঁটি যায়।
প্রবীণ পিতার কাছে, অমনি স্নেহের
শয্যা—বিশুদ্ধ কোমল—পাতিয়া হৃদয়ে
শোয়ান সেখানে সেই দুধের কুমার
এমনি পিতার ভাব সন্তানের প্রতি।
কে বলে তোমার কাছে নহে সেই ভাব
লালিতে পিতায়, রাখিলে মধুর ক্ষীর
তাঁর জননীর স্তনে প্রসব না হতে—
পিতার জনক তুমি, জননীর মাতা
তোমার শরণ ছাড়িয়ে কোথা পাইব
নিস্তার। ত্যজিয়াছি সব সুখ তোমার
বিহনে;—এমন মধুর প্রভাত কালে
সকলি তোমার দিকে ডাকিছে আমায়;
তোমার হাতের চিহ্ন বিরাজে নবীন
গোলাপ দলে, তোমার করুণা তুহিন
রূপে নীরবে বর্ষিত হয় কাননের
সুকুমারী পুষ্পগণে আশিস করিতে।
দক্ষিণ সাগরে স্নান করিয়া বাতাস
স্পর্শিছে রোগীর দেহ—অমনি নিবিছে
জ্বরের জ্বালা।—কিরোগে দহিছে এ পাপ
অন্তর সমীরে অনল বাড়ে। সকলি
শীতল; সকলি নীরব! সবে অন্তরে
ব্যাকুল কাঙ্গালিনীর তৃষিত হৃদয়,

মিলাতে তোমার সনে। এহেন সময় কত দিন (মনে হলে হৃদয় ফাটিয়া যায়) পূজেছি তোমায় ভক্তির সুরভি প্রসূন দিয়ে,—ভক্তের বৎসল আর থাকিতে না পেরে অধিকার করিয়াছ বিনম্র হৃদয়। আর কি সে দিন মোর হবে না উদয়? আজ কেন দীননাথ বিলম্ব করিছ মুছাইতে অভাগীর শোক অশ্রুজল। তথাপি তোমার স্নেহ মাখা পদ ছাড়িব না, ভুলিব না তব দয়া এ জীবনে; কে জানে তোমার দণ্ডে কি মঙ্গল ভাব, নিহিত রয়েছে। দেও মাতা! আনন্দে করিব পান হাতে তুলে তুমি যাহা দিবে—কন্যার মঙ্গল বিনা মাতা আর কিবা চান? সঁপিনু তোমার হাতে এ পাপ হৃদয় মাজিয়া গ্রহণ কর এই ভিক্ষা চায় তোমার কুমারী।

অ—

—•—

সংবাদ সার।

ব্রাহ্ম বন্ধু সভার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় মহাশয়ের নিকট হইতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট সম্প্রতি যে পত্র আসিয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে—

মহাশয়!

অবগত আছেন যে এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য অত্রস্থ ব্রাহ্ম বন্ধু সভা একটী নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই উপায় সর্ব্বত্রেই অবলম্বিত হয় নাই। ইহার কারণ কেবল আমারদিগের যত্নের অভাব। আমি বোধ করি যদি প্রতি গ্রামে, আমাদিগের ব্রাহ্ম বন্ধু সভার অন্তর্গত স্ত্রীশিক্ষার্থে যে ক্ষুদ্র সভা আছে, তদ্রূপ সভা সংস্থাপিত হয় এবং তাহার সম্পাদক আমাদিগের ব্রাহ্মবন্ধু সভার আদেশে উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন, তাহা হইলে, স্ত্রীশিক্ষার সম্যক উন্নতি হইতে পারে। আমাদের বাঙ্গালার অনেক স্থানেই ব্রাহ্মসমাজ আছে, যদ্যপি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া প্রতি ব্রাহ্ম সমাজে উপরের লিখিত সভা সংস্থাপনের জন্য পত্র লেখেন তাহা হইলে নিতান্ত বাধিত হইব। ১২৭০। ১৭ অগ্রহায়ণ।

নিতান্ত বশম্বদ
শ্রী হরলাল রায়
স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পাদক।

বঙ্গদেশের যে যে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে তথায় উপরোক্ত প্রণালী অনুযায়িক স্ত্রীশিক্ষা অবিলম্বে আরম্ভ হয় এই আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা, অল্প দিন হইল স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সভাগণ দ্বারা ১৪টী ছাত্রীর পরীক্ষা হইয়াছে তন্মধ্যে একটী সর্ব্ব বিষয়েই নিপুন এবং অপর একটীর বিরচিত স্তোত্র গতবারের পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ছাত্রীদিগের পুরস্কার দিবার জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। এই সময়ে দেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রকেই আমারা অনুরোধ করিতেছি যে উক্ত বিষয়ে যথা সাধ্য আনুকূল্য করেন। যাঁহারা বক্তৃতা দ্বারা বা রচনা দ্বারা বঙ্গীয় মহিলাগণের দুরবস্থাজনিত আক্ষেপ সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উচিত যে, এই সময় তাঁহাদের কথা কার্য্যেতে পরিণত করেন। এবং হরলাল বাবুর প্রস্তাবানুযায়িক আপনাদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত সভা করিয়া, কিম্বা অর্থ দ্বারা ব্রাহ্ম বন্ধু সভাকে সাহায্য করিয়া স্বীয় স্বীয় উৎসাহ প্রদর্শন করেন। এ বিষয়ে যাঁহার যাহা দিতে অভিলাষ হইবে, ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট দিলেই যথা স্থানে প্রেরিত হইবে।

শ্রুত হওয়াগেল নদিয়া জিলাস্থ বাগআঁচড়া গ্রামে এককালে ১৫০টী পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছে, এবং সেই সেই পরিবারের সকল লোকই ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সমুদায় গৃহানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত। উক্ত গ্রাম হইতে মধ্যে মধ্যে যে এক এক জন ব্রাহ্ম আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথার দ্বারা বোধ হয় যে তত্রত্য লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা বিষয়ে তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহারা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সত্য ধর্ম্ম গ্রহন করিয়াছেন। তাঁহারা যে রূপ সরল হৃদয় তাহাতে বোধ হয় যে, ধর্ম্ম বিষয়ে বিহিত উপদেশ প্রাপ্ত হইলে অল্প কাল মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন। বাগআঁচড়া গ্রামে শীঘ্রই এথান হইতে একজন প্রচারক প্রেরিত হইবেন। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গদেশের সকল দুরবস্থা বিদূরিত হইবে, ঈশ্বরের কৃপায় তাহা যে, সকল স্থানেই প্রচারিত হইতেছে ইহা দেখিয়া কাহার হৃদয় না আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হয়?

১৭৯৩ খৃষ্টীয়াব্দাবধি বঙ্গদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম

প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান শকে উক্ত ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ১০টি ভিন্ন ২ শ্রেণী আছে এবং এই ১০ টি শ্রেণীর মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতৈকতা আছে এমত নহে। বর্ত্তমান শকে উক্ত ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সংখ্যা ৬৫ জন, এবং বঙ্গদেশীয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা ১৩২৭৭। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে এতদ্দেশে বিদ্যা বিষয়ে যত উন্নতি হইতেছে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের তত অনুন্নতি হইতেছে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি ততই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরমত ব্রাহ্মদিগের প্রচুর অর্থ, উপায়,ক্ষমতা এবং রাজকীয় সম্মান থাকিত তাহা হইলে হয়ত এত দিনে সমুদায় বঙ্গদেশেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীত হইত কিন্তু সত্যের জয় যদিও কঠিনও কাল-সাপেক্ষ তথাপি তাহা নিশ্চয়। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।"

ব্রাহ্ম বিবাহ প্রণালী সম্বন্ধে সকল ব্রাহ্মেরই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য যে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ তাঁহারা শুদ্ধ বাঙ্গালাতেও ব্রাহ্মধর্ম্ম মতেবিবাহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল এক দেশের বা এক জাতির ধর্ম্ম নহে কিন্তু সমুদয় পৃথিবীরই ধর্ম্ম, সুতরাং পৃথিবীর সকল ভাষাতেই যে তাহার অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতে পারে সন্দেহ কি?

রাজধানীয় ভূনিম্ন রেলওয়ে নামক একটী পরম বিস্ময়কর লৌহ বর্ত্ম দিয়া বর্ত্তমান খৃষ্টিয়াব্দের বিগত ১০ জানুয়ারি অবধি বাষ্পীয় শকট সকল গমনাগমন করিতেছে। এই রেলওয়েটি লণ্ডন নগরস্থিত এবং ভূমির নিম্ন দিয়া গমন করিয়াছে। প্রকাশ্য প্রকাশ্য রাজপথে ইহার এক একটি ষ্টেসন আছে এবং কাচ নির্ম্মিত গবাক্ষ দিয়া তথায় আলোক প্রবেশ করে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ অবকাশ মতে পাঠকদিগের গোচরার্থে প্রকাশ করা যাইবে।

রেলওয়েতে গমন করিবার সময় সন্ধ্যা হইলে আলোকাভাবে সকলেরি বড় কষ্ট হয়, যদি বাষ্পীয় শকটে গ্যাসের আলো ব্যবহার করিবার সুবিধা হইত তাহা হইলে পথিকজনে কতই হৃষ্ট হইত। কিন্তু পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে পারেন,যে ইংলণ্ডে অনেকানেক রেলওয়েতে এইক্ষণে গ্যাস ব্যবহৃত হইতেছে। ট্রেনের শেষ শকট খানিতে (Break Van) ইঞ্জিনিয়রবার নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড পাত্রে গ্যাস স্থাপিত হয় এবং সেই পাত্র হইতে বহুবিধ নল দ্বারা নীত হইয়া সকল শকটে বিতরিত হয়। যেমন জল আবশ্যক হইলে শকট চালক মধ্যে মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসানে জল গ্রহণ করে তেমনি শকটস্থ সমুদায় গ্যাস দগ্ধ হইয়া গেলে, নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসানে গ্যাস গৃহীত হয়; এতৎ কার্য্যে ৪ মিনিট কালের অধিক লাগে না। ইউরোপীয়দিগের নিকট আর কিছুই অসাধ্য রহিল না।

আমরা শ্রুত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি উপলক্ষে যে যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে পত্র লিখিয়াছেন, কোন স্থান হইতেই তাহার প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হয়েন নাই। বঙ্গদেশস্থ সকল স্থানের ব্রাহ্মেরা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতে প্রত্যাশা করেন এবং প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু পত্র দ্বারা আপনাদিগের মনের ভাব প্রকাশ না করিলে তদ্বিষয়ে কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, সকল ব্রাহ্মসমাজ হইতেই ব্রাহ্মেরা কলিকাতায় পত্র লেখেন, এবং সমুচিত সাহায্য পাইয়া নিয়ত ঈশ্বরের কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন।

মেদিনীপুরব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য জলেশ্বর এবং তন্নিকটস্থ স্থানে স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার মানসে গমন করিয়াছিলেন; উক্ত প্রদেশে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ বিশেষ রূপে অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার পত্রপাঠে অবগত হওয়া গেল। একজন নিমকির দারোগা তাঁহার স্নেহ পূর্ণ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিল "আমি ঘোর পাপী আমার মুক্তির উপায় কি হইবে? আমাকে অনুগ্রহ করুন আমি আপনার অনুগ্রহ পাইলেই পরিত্রাণ পাইব।" ধীর প্রকৃতি আচার্য্য মহাশয় কহিলেন "আমিও তোমার ন্যায় ঘোর পাপী,আমার অনুগ্রহে তোমার কিছু হইতে পারে না, কোন মনুষ্যের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিও না। অনুতাপ-প্রজ্বলিত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, পরিত্রাণ পাইবে। এই দারোগা এক জন প্রধান বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত; তিনিও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবে বিগলিত হইয়া গেলেন। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপ ও পবিত্রতা প্রেরণ করুন।

আগামী ১৩ ই রবিবার অবধি প্রতি রবিবারে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে অপরাহ্নে ব্রহ্মবিদ্যালয় হইবে। সাধু চরিত্র ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রই সেখানে গিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারেন। পূর্ব্বে যে ব্রহ্মবিদ্যালয় ছিল তাহার দ্বারা যে কত উপকার সাধন হইয়াছে তাহা সংখ্যার অতীত। আত্মার প্রীতি চরিতার্থ করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করা যেমন কর্ত্তব্য, আত্মার জ্ঞান বুদ্ধি ও বিশ্বাস সমুন্নত করিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যানুশীলন করা তেমনি কর্ত্তব্য।

—o—

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত * * * তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সম্পাদক মহাশয়!

ফরেস ডাঙ্গা নিবাসী আমারদিগের ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বর্ত্তমান শকের বিগত আশ্বিন মাসের সপ্ত বিংশতি দিবসে রজনী যোগে সংসার লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যাবজ্জীবন যে তিনি ধর্ম্ম ব্রত প্রতিপালনে যত্নশীল ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু শয্যায় সাধুভাবই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। মৃত্যু দিবসে যখন তাঁহার ইন্দ্রিয় শক্তি সকল ক্রমে বিদায় লইবার উপক্রম করিতে লাগিল, তিনি সেই সময়ে স্বীয় জননীকে ইহ লোকে ব্রাহ্মসমাজের শেষ দানস্বরূপ তিনটী টাকা প্রদান করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার দুরারোগ্য রোগের ঔষধাদি ক্রয় করিবার জন্য আমার নিকটে যে যৎ কিঞ্চিৎ গচ্ছিত ছিল তাহাও ব্রাহ্মসমাজে অর্পণ করিবার জন্য স্বীয় সহোদরকে বলিয়া গিয়াছিলেন। যখন শেষোক্ত দানের বিষয় তিনি উল্লেখ করেন, তখন তাঁহার মৃত্যুর আর বড় অপেক্ষা ছিল না।

আশ্চর্য্য! যখন তিনি সমুদায় সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন তখনও তাঁহার প্রাণসম ব্রাহ্মসমাজটী স্মরণ পথ হইতে অন্তরিত হয় নাই। "ব্রাহ্মসমাজে "আমার জন্য দান করিবে" তাঁহার রসনা ইহলোকে এই শেষবাক্য উচ্চারণ করিয়াই ক্রমে অবশ হইয়া পড়িল।

তিনি এখন যে লোকে থাকুন, ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে উন্নত করুন তাঁহাকে তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান দান করুন, এই আমারদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। তাঁহার দানের সমষ্টি সাকল্যে কোং ৫৷৶৹ আনা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রদত্ত হইল।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন লাহিড়ী, তাঁহার পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে করিবেন বলিয়া তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর অবধিই উৎসুক হইয়াছিলেন। * কিন্তু শান্তিপুরস্থ কোন ব্যক্তির নিকট এ বিষয়ের উৎসাহ না পাইয়া তিনি কলিকাতায় আমারদিগের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি যদিও তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিতাম, তথাপি নানা প্রকার সাংসারিক ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে তাঁহার ধর্ম্ম ভাব কিছুতেই চঞ্চল না হইয়া বরং ক্রমে ক্রমে আরও উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন আমি তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলাম। অনন্তর, সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ২৮ এ অগ্রহায়ণ রবিবার দিন স্থির করা গেল, এবং তদুপলক্ষে কতিপয় ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করা গেল। ২৭ অগ্রহায়ণ রাত্রিতে জনকতক ভদ্র লোক আমাদের বাসায় আসিলেন এবং লাহিড়ী মহাশয়কে কহিলেন যে "অত্যন্ত প্রয়োজন আছে তুমি শীঘ্র আমাদের বাসায় চল" সেই সরল-চিত্ত সাধু যুবা তাঁহারদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। আমরা নিবারণ করিবার অবকাশ পাইলাম না, কেবল এই মাত্র কহিলাম যে আপনারা কল্য প্রাতে ইহাঁকে পাঠাইয়া দিবেন। পর দিবস প্রাতঃকালে আসা দূরে থাকুক, বেলা ৮। ৯ টা বাজিয়া গেল তথাপি লাহিড়ী মহাশয় উপস্থিত হইলেন না। এদিকে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মগণ উপস্থিত, এবং কার্য্যেরও সময় উপস্থিত হইল। তখন যে আমারা কি পর্য্যন্ত বিষাদিত হইয়াছিলাম, তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিছু কাল বিবেচনা করত ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতি গমন করিলেন। পরে, প্রায় ২৷৹ টার সময় আমারদের প্রিয় ভ্রাতা শারীরিক ও মানসিক কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া অশ্রু পূর্ণ লোচনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি যে রূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রথমে আমাদের বাসা হইতে লইয়া গিয়া পথের মধ্যে তাঁহার নির্য্যাতাগণ তাঁহাকে কত প্রকার কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পর দিবস প্রাতঃকালে তিনি আসিতে চাহিলেন, তাহারা কোন মতেই আসিতে দিল না। এবং অবশেষে তাঁহাকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিল। তখন তিনি শোকার্ত্ত হৃদয়ে কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া একটী ক্ষুদ্র প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আসিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি দস্যুপ্রায় একজন আসিয়া এমত বল পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল যে তাহাতে তিনি ক্ষতবিক্ষত হইলেন। এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া এবং আপনাকে অনন্যগতি জানিয়া, কেবল ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া সেই বাসাস্থ বালকগণ পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিয়া তাঁহার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই পাষাণ হৃদয় মনুষ্যগণের

* তাঁহার পিতার মৃত্যু শান্তিপুরে হইয়াছিল।